ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫১, সংখ্যা ২ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা সহঃ সম্পাদক : নির্মাল্য রায় জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৮

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগারকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার (সম্পাদকীয়) ৩৩

ড: পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়
বাংলা ভাষায় বিষয় শিরোনাম তালিকা :
একটি প্রচেষ্টা (২য় ভাগ)

সলিলচন্দ্র খান, প্রবুদ্ধ ঘোষ ও বিনোদবিহারী দাস
স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য সংগ্রহ এবং পরিষেবা :
বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক পর্যালোচনা

শিবানন্দ পাল ৪৪
গ্রন্থাগারের স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য
উৎস সংকলন সম্পর্কিত পরিষেবা

প্রকাশক-গ্রন্থাগারিক-পাঠক সম্পর্ক

চিঠিপত্র

ENGLISH ABSTRACTS

756·3
·08/15

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫১, সংখ্যা ২ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা সহঃ সম্পাদক : নির্মালা রায় জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৮

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার

সম্প্রতি সম্পাদককে কলকাতার সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে যেতে হয়েছিল পরিদর্শনের কাজে। স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের সদস্য হিসাবে সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে যে সমস্ত কথা কানে আসে সে সম্পর্কে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করাও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। যদিও খুব অল্প সংখ্যক গ্রন্থাগার পরিদর্শন করা হয়েছে ফলে তার উপর ভিত্তি করে কোন মন্তব্য করা অনুচিত বলে এর থেকে বিরত থাকছি। তবে কয়েকটা বিষয় যা নজরে এসেছে তার একটা দিকে আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করছি। আপাতদৃষ্টিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে কর্তব্য পরায়ণতার অভাব আছে এ কথায় যাব না। তবে যেহেতু তাঁদের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয় এজন্য হয়ত আমাদের প্রত্যাশা পূরণে ঘাটতি দেখা যায়।

একটা গ্রন্থাগারের সফলতা নির্ভর করে বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর। এক, গ্রন্থাগারের সম্পদ, দুই, এলাকার জনসাধারণের বই পড়ার আগ্রহ, তিন, গ্রন্থাগারের পরিচালক মন্ডলীর বই পড়ানোর আগ্রহ, চার, গ্রন্থাগার কর্মীর ব্যবহার ও পাঠক আকর্ষণ করার ক্ষমতা ইত্যাদি। এগুলি সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মীরা কতটা সচেতন তার পরিমাপ করার প্রয়োজন আছে। তবে গ্রন্থাগার কর্মীরা যা উপেক্ষা করেন বা তাদের কর্মপদ্ধতির বাইরে থেকে যাচ্ছে তা হল গ্রন্থাগারের বিপণন পদ্ধতি। বিপণন প্রক্রিয়ার অভাবে গ্রন্থাগারের কর্মধারা জনমানসে প্রতিফলিত হয় না। আজকের যুগে বিপণনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিপণন বিদ্যার কোন তত্ত্ব প্রয়োগ না করার ফলে গ্রন্থাগার জনমানসে প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কোন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে না।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে যে বিপণন বিষয় মূলত: ব্যবসা জগতের শব্দ। যেখানে ক্রয়-বিক্রয় আছে সেখানে এটা চলে। গ্রন্থাগার একটি সামাজিক পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের তথা সরকারী অর্থে প্রতিপালিত সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি এখানে অচল। রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে শিশু-কিশোরদের চাঁদা নাই, বড়রা খুবই স্বল্প চাঁদায় বা বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার পরিষেবা গ্রহণ করেন সুতরাং বিপণন করার বিষয় না থাকলেও চলে। আমরা প্রত্যেকেই এই ধরনের চিন্তায় অভ্যস্ত। আমরা প্রায়ই উল্লেখ করি যে গ্রন্থাগারে পাঠক সংখ্যা কমছে এবং টেলিভিশনের প্রাদুর্ভাবই এর জন্য দায়ী। বিষয়টির কার্য-কারণ নির্ধারণ করতে আরো গভীরে যাওয়া প্রয়োজন।

বেশ কয়েক বছর আগে মার্কিন ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ ফিলিপ কোটলার এই সব অ-লাভজনক সংস্থা (Non-profit making organisation) সম্পর্কেও বিপণনের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যাঁরা উৎসাহী ব্যক্তি তাঁরা নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন। তবুও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এরকম বহু গ্রন্থাগার কর্মী, পরিচালক মন্ডলী রয়েছেন তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রচেষ্টায় এই সম্পাদকীয়। মূলকথা হলো গ্রন্থাগারগুলিকে তার পরিষেবার ক্ষেত্র বিস্তৃত করার জন্য বিপণন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে কয়েকটি বক্তব্য উপস্থাপনা করছি দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে।

প্রথম বিষয় এলাকার সমস্ত মানুষের কাছে যা জানানো প্রয়োজন তা হলো এখানে একটি গ্রন্থাগার আছে

এবং তাঁরা বই পড়তে দেয়, বাড়ীতে নিয়ে পড়তে দেয়। যে কোন সদস্য নিজের পছন্দ বই গ্রন্থাগার থেকে পেতে পারেন। প্রয়োজনে অশক্ত ও অসমর্থ ব্যক্তির কাছে বই পৌঁছে দেওয়া হয়। 'আপনারা গ্রন্থাগারে আসুন, বই পড়ুন, বই পড়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন'। এই বার্তা এলাকায় প্রতি মানুষের ঘরে ঘরে প্রচার করার প্রয়োজন রয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা একটি সমীক্ষা করেছিলেন যে কারা সাধারণ গ্রন্থাগারে আসেন না এবং কেন আসেন না। লক্ষ করে দেখা গেছে যে বেশ কিছু ব্যক্তি তার এলাকায় অবস্থিত গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত নন। আবার অনেকের গ্রন্থাগারগুলি কি পরিষেবা দেয় সে সম্পর্কেও সঠিক ধারণার অভাব আছে।

অনেক গ্রন্থাগারে পাঠ্যপুস্তক রাখা হয় ছাত্রদের জন্য। রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার স্তরের পক্ষ থেকে জেলা ও শহর গ্রন্থাগারগুলিতে ক্যারিয়ার এ্যাডভান্সমেন্ট গাইডান্স সেল খোলা হয়েছে যাতে ভবিষ্যতের পথ বেছে নিতে বা নিজেকে সেইভাবে গড়ে তুলতে পারে ছাত্র-ছাত্রীরা। এ বিষয়ে বেশ ভাল সাড়া পেলেও গ্রন্থাগার যে এলাকায় অবস্থিত সে এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা যে তাঁদের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার থেকে যে পেতে পারে তার কোন প্রচার দেখা যায় না। বহু ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা নিজেদের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করতে পারে না। গ্রন্থাগারে এক্ষেত্রে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। এটা একটা ইতিবাচক দিক। কিন্তু এগুলোই সব নয়। গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র বিস্তার করতে গেলে গ্রন্থাগারকে মানুষের প্রয়োজনের দিকটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন এলাকার মানুষের চাহিদা কি? অর্থাৎ সে কি চায়। গ্রন্থাগারের চার দেওয়ালের মধ্য থেকে কোন দিনও জানা যাবে না প্রকৃত আগ্রহ ও চাহিদা কি? এজন্য সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেহেতু চাহিদা একরকম নয় এজন্য চাহিদা নির্ণয় করতে গেলে সম্ভাব্য পাঠককুলকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে হবে এবং প্রত্যেক ভাগের চাহিদা নির্ধারণ করতে হবে। সম্ভাব্য পাঠককুলের বিভাজন বিপণন পদ্ধতির অন্যতম প্রক্রিয়া। পাঠক বিভাজনের কাজ একা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে করা সম্ভব নয় এজন্য সমগ্র পরিকল্পনা ও কাজ পরিচালক সমিতির সঙ্গে বসে স্থির করতে হবে।

পরিচালকমণ্ডলীর সহায়তা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। পরিচালকমণ্ডলীকেও বুঝতে হবে যে গ্রন্থাগারের সফলতা বা বিফলতা শুধুমাত্র গ্রন্থাগারিকের উপর নির্ভরশীল নয়, তাদের ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিতে ঘাটতি রয়েছে। একদল পরিচালক-মণ্ডলী রয়েছেন যাঁরা নিজের কর্তৃত্ব ফলানো ছাড়া কিছু বুঝতে চান না। এমন গ্রন্থাগারও রয়েছে যে সেখানে স্থানাভাব নেই, অর্থের অভাব নেই বরং সঞ্চয়ের খাতে প্রচুর অর্থ জমে আছে কিন্তু গ্রন্থাগারের কোন আকর্ষণ নেই, আলমারি, আসবাবপত্র, বই-পত্রের অবস্থা ও পরিবেশ এমনভাবে রাখা আছে যে সেখানে একবার গেলে দ্বিতীয়বার যেতে ইচ্ছে করবে না। এই সব গ্রন্থাগারের পরিচালকমণ্ডলী অতিরিক্ত মাত্রায় কর্তৃত্ব পরায়ণতায় আচ্ছন্ন থাকায় গ্রন্থাগারে দৈনিক লেন-দেন ৭-৮ খানা বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। আবার আরেকদল পরিচালকমণ্ডলী রয়েছেন যাঁরা গ্রন্থাগারের বিষয় ভাবতেই রাজী নন — গ্রন্থাগারিকের উপর সবটা ছেড়ে দিয়েছেন। সেখানে গ্রন্থাগারিক হয়ত একাকীত্ববোধে আচ্ছন্ন সুতরাং উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি চাপা পড়ে যাচ্ছে। আবার এরাই সব নয়। এমন বেশ কিছু গ্রন্থাগার আছে যেখানে পরিচালকমণ্ডলী ও গ্রন্থাগারিক যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সব গ্রন্থাগারেই প্রয়োজন প্রচারান্দোলন শুরু করা, গ্রন্থাগারকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া। মানুষকে বইয়ের নেশা ধরিয়ে দেওয়া। এখানেই স্মরণ করা প্রয়োজন রঙ্গনাথনের তৃতীয় সূত্র — প্রত্যেক বইয়ের পাঠক চাই। অর্থাৎ বই পড়ানো চাই। নাহলে গ্রন্থাগারের সার্থকতা কোথায়?

বিপণনের বিষয়টি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে এগোন প্রয়োজন। যেহেতু রাজ্যে একটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পথে এজন্য আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার বিষয়টি এখনই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারগুলির সম্পদের যৌথতালিকা রচনা করে পারস্পরিক বই লেন-দেন শুরু করতে পারলে প্রত্যেক গ্রন্থাগারই অপরিমিত সম্পদের ব্যবহার বরতে সক্ষম হবে। স্বভাবতই প্রতিটি মানুষের চাহিদা মেটানোর মত অবস্থা তৈরী হবে। তবে প্রথমে প্রয়োজন এলাকার জনসাধারণের তথ্য চাহিদা নিরূপণ করা এবং তাদের গ্রন্থাগারের অঙ্গনে নিয়ে আসা।

বাংলা ভাষায় বিষয় শিরোনাম তালিকা : একটি প্রচেষ্টা (২য় ভাগ)

ডঃ পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান,
গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আগের আলোচনায় বাংলা ভাষায় বিষয় শিরোনাম তৈরীর সমস্যাগুলি বিশদ আলোচনা করেছি এবং ঐ সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য বিভিন্ন নীতি, পদক্ষেপ, পদ্ধতি, প্রভৃতি আলোচনা করেছি। আগের আলোচনার ভিত্তিতে বাংলা ভাষায় 'বিষয় শিরোনাম তালিকার গঠন পদ্ধতি' কি ধরনের হবে, তা আলোচনা করছি।

বাংলা ভাষায় বিষয় শিরোনাম তালিকার গঠন পদ্ধতি

বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তৈরী বিভিন্ন বিষয় শিরোনাম তালিকা, শিষয়সূচী, বিষয় নির্ঘণ্ট, গ্রন্থপঞ্জী, থিসরাস, বর্গীকরণ তালিকা এবং বিশেষ করে বাংলায় প্রকাশিত পরিভাষাকোষসমূহ এবং সমার্থ শব্দকোষ প্রভৃতি পর্যালোচনা করে বিভিন্ন নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। ঐ সকল নীতি ও পদ্ধতিগুলির মধ্যে বর্তমান অবস্থায় প্রয়োগযোগ্য নীতি, পদ্ধতি ও পদক্ষেপগুলির ভিত্তিতে বিষয় শিরোনাম তালিকা তৈরীর জন্য যে সব কাজ করতে হবে, তা সাধারণভাবে আলোচনা করা হল।

১ বিষয় নির্ধারণ : আজকের দিনে একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে সুস্পষ্টরূপে আলাদা সীমারেখার মধ্যে নির্ধারণ করা খুবই কঠিন কাজ। কোন না কোন বিষয় অন্য একটি বিষয়ের সঙ্গে কোন না কোনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে অবস্থান করছে। তবে, ব্যবহারিক প্রয়োজনে, ঐ বিষয়টির 'চর্চা-শিক্ষা-গবেষণা-প্রয়োগ-প্রকাশনা' প্রভৃতির ভিত্তিতে বিষয়টির সুস্পষ্ট পরিসীমা অবশ্যই নির্ধারণ করে নিতে হবে। বিষয়টির সংজ্ঞা, মর্মবস্তু (core area), সীমান্তবর্তী অঞ্চল (Peripheral area), প্রভৃতি আগে থেকেই নির্ণয় করে নিতে হবে। বিষয়টিকে যথাসম্ভব 'প্রসঙ্গ নির্ভরতা' (context dependency) কাটিয়ে নিয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এর জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে, প্রামাণ্য পুস্তক সমূহের ব্যাপক ও বিশদ অনুধাবন করতে হবে। এক্ষেত্রে রঙ্গনাথনের 'APUPA' নীতির সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

২ শব্দ বা শব্দসমষ্টি সংগ্রহ : বিষয়টির সংজ্ঞা ও নির্ধারিত পরিসীমার ওপর ভিত্তি করে বিষয়টির বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ, প্রভৃতির জন্য শব্দসমূহ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। উৎস হিসাবে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক, প্রামাণ্য গ্রন্থ, সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধসমূহ, দৈনিক সংবাদপত্র, অভিধান, কোষগ্রন্থ, পরিভাষা কোষ, গ্রন্থপঞ্জী, বর্গীকরণ তালিকা, বিষয় শিরোনাম তালিকা, বিষয়সূচী, বিষয় নির্ঘণ্ট, থিসরাস বা সমার্থক শব্দকোষ, গবেষণা সন্দর্ভ, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, দৃশ্য-শ্রব্য মাধ্যম, বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যম, প্রভৃতি থেকে সাহায্য নিতে হবে। প্রত্যেকটি শব্দের সংজ্ঞা ও পরিসীমা নির্ধারণ করতে হবে। এর জন্য নির্ধারিত আকারের কার্ড ব্যবহার করতে হবে এবং তা সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। কার্ডের একটি নমুনা দেওয়া হল :

Word(s) :	শব্দ/শব্দসমষ্টি
Definition :	সংজ্ঞা
Scope/Coverage :	সীমানা/ব্যবহারক্ষেত্রে
Source :	উৎস
Remarks :	মন্তব্য
Date :	তারিখ

৩ বিষয় শিরোনাম নির্বাচন : সংগৃহীত শব্দ বা শব্দসমষ্টিগুলি থেকে বিষয় শিরোনাম যে সব নীতির ভিত্তিতে নির্বাচন করতে হবে, তা হল :

ক) বানানের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে সহজ-সরল উচ্চারণ, চলতিকা ও সংসদপ্রণীত পরিভাষা কোষ বা যে কোন প্রতিষ্ঠিত, জনপ্রিয় কোষগ্রন্থের মতামত অনুযায়ী নির্দিষ্ট বানান গ্রহণ করে অন্য বানানগুলির জন্য নির্দেশিকা (Reference) তৈরী করতে হবে। যেমন — 'হিলিয়াম' ও হিলীয়াম' এর ক্ষেত্রে 'হিলিয়াম'কে গ্রহন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে 'হিলীয়াম' থেকে নির্দেশিকা তৈরী করতে হবে।

খ) একাধিক বাংলা সমার্থক শব্দের মধ্যে যেটি অধিক সংখ্যক তথ্য উৎসে ব্যবহৃত হয়েছে সেটিকেই বিষয় শিরোনাম হিসাবে নির্বাচন করা উচিত। এর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ ও অন্যান্য তথ্য উৎসগুলির 'পাঠ্যবস্তু(Text)'

সমীক্ষণ করে 'মর্যাদাক্রম(Rank list) তালিকা' নির্ণয় করা দরকার। যেমন - পদার্থবিদ্যা, পদার্থশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে 'পদার্থবিজ্ঞান' শব্দটির নির্বাচন করা যেতে পারে। অব্যবহার্য বিষয় শিরোনাম থেকে নির্বাচিত বিষয় শিরোনামে নির্দেশিকা তৈরী করতে হবে।

গ) বৈজ্ঞানিক শব্দ বা বিশেষক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দ এবং সাধারণ জনপ্রিয় শব্দের মধ্যে 'সাধারণ জনপ্রিয় শব্দটি'কেই বিষয় শিরোনাম হিসাবে নির্বাচন করতে হবে। যেমন - 'ভিটামিন সি' এবং 'অ্যাসকরবিক অ্যাসিড' এর মধ্যে 'ভিটামিন সি'কেই নির্বাচন করতে হবে। অব্যবহার্য বিষয় শিরোনাম থেকে নির্বাচিত বিষয় শিরোনামে নির্দেশিকা তৈরী করতে হবে।

ঘ) নতুন শব্দ এবং পুরাতন শব্দের মধ্যে নতুন শব্দটিকেই বিষয় শিরোনাম হিসাবে নির্বাচন করতে হবে। যেমন - কিমিয়াবিদ্যা ও রসায়ন এর মধ্যে রসায়নকেই নির্বাচন করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও পুরাতন শব্দ থেকে নতুন শব্দে নির্দেশিকা তৈরী করতে হবে।

ঙ) দেশী শব্দ ও বিদেশী শব্দের মধ্যে যে সকল বিদেশী শব্দের বহুল ব্যবহার আছে এবং যে সকল বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নেই বা এখনো গঠিত হয়নি, সেগুলিরক্ষেত্রে বিদেশী শব্দটিকেই লিপ্যান্তরিত করে বিষয় শিরোনাম হিসাবে নির্বাচন করতে হবে। আবার, বাংলা প্রতিশব্দ থাকলেও যার ব্যবহার সীমিত, সেক্ষেত্রেও বিদেশী শব্দকেই নির্বাচন করতে হবে। অব্যবহৃত শব্দ থেকে নির্বাচিত বিষয় শিরোনামে নির্দেশিকা তৈরী করতে হবে।

চ) একটি নির্দিষ্ট শব্দ বা শব্দসমষ্টিকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে উপস্থাপনা করা উচিত। যদি নির্দিষ্ট শব্দের অর্থের বিভিন্নতা থাকে তবে নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার ছাড়া অন্য অর্থে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, ব্যবহৃত শব্দটি ছাড়া অন্য শব্দ ব্যবহার যথাযথ হবে না বা হচ্ছে না, তবে ঐ শব্দটির প্রসঙ্গ নির্ধারণ করে দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে শব্দটির সঙ্গেই প্রসঙ্গটি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করতে হবে। যেমন - বৃদ্ধি, বৃদ্ধি (জীবনবিজ্ঞান), বৃদ্ধি (উদ্ভিদ); সমবর্তন (আলোক), সমবর্তন (বিদ্যুৎ); প্রভৃতি।

ছ) বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক প্রভৃতি যে রূপ শব্দকেই নির্বাচন করা হোক না কেন, বিষয়টিকে নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে বোঝানো চাই। তার জন্য যেটি উপযুক্ত সেটিকেই নির্বাচন করতে হবে। এর জন্য শব্দগুলির সংজ্ঞা, পরিসীমা, বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ প্রভৃতি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

জ) বিশেষণযুক্ত শব্দকে বিষয় শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, বিষয়গুলির সম্পর্ক অনুযায়ী সন্নিবিষ্ট করার জন্য আবর্তিত বিষয় শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যথায় শব্দের ব্যবহারের সাধারণ ক্রমটি অপরিবর্তিত রাখতে হবে। যেমন — তাত্ত্বিক রসায়ন; ভৌত রসায়ন; প্রাণিজ রসায়ন; জৈব রসায়ন; প্রভৃতি ক্ষেত্রে সম্পর্ক অনুযায়ী সন্নিবেশ ঘটাবার জন্য রসায়ন, তাত্ত্বিক; রসায়ন, ভৌত; রসায়ন, প্রাণিজ; রসায়ন, জৈব; প্রভৃতি নির্বাচন করা যেতে পারে। অন্যক্ষেত্রে সাধারণক্রমটি বজায় রাখা উচিত। যেমন - তীব্রস্কার, পরিমানগত বিশ্লেষণ, আয়তনিক বিশ্লেষণ, প্রভৃতি। আবর্তিত বিষয় শিরোনাম তৈরীর ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারে ঐ বিষয়ের বইয়ের সংগ্রহ, ব্যবহারকারীর আবেদন, প্রভৃতির কথা বিবেচনা করেই তৈরী করতে হবে। কখনই বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটাবার তাগিদে প্রলুব্ধ হওয়া উচিত হবে না; অব্যবহৃত শব্দ থেকে নির্বাচিত বিষয় শিরোনামে নির্দেশিকা তৈরী করতে হবে।

ঝ) বৈজ্ঞানিকের বা আবিষ্কারকের নাম জড়িত যে সব শব্দ বা শব্দসমষ্টি পাওয়া যাবে, সেগুলিকে অপরিবর্তিত রেখেই নির্বাচন করতে হবে। যদি কোন বিষয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা দেশের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে, তবে সেই নামটিকেই গ্রহন করতে হবে। যেমন - অ্যাভোগ্যাড্রো প্রকল্প, প্যাস্কাল সূত্র, ভোল্টমিটার, ওহমের সূত্র প্রভৃতি।

ঞ) রাসায়নিক চিহ্ন, ফর্মূলা, সমীকরণ, সংকেত, সূত্র, প্রভৃতিকে অবিকৃত রেখেই নির্বাচন করতে হবে। ওজন, মাপ, পরিমান সংক্রান্ত একক বা চিহ্ন প্রভৃতি যে দেশে যেভাবে স্বীকৃত তা অপরিবর্তিত রেখেই নির্বাচন করতে হবে।

৩। শিরোনামগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারন : বিষয়ের ভিত্তিতে

নির্বাচিত শব্দ বা শব্দসমষ্টিগুলির মধ্যে মোটামুটি চার ধরনের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। যেমন - সমতুল শব্দ (Equivalent terms), ব্যাপকতর শব্দ (Broader term), সংকীর্ণতর শব্দ (Narrower term) ও সম্পর্কিত শব্দ (Related term)। সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

ক) সমতুল শব্দ। সমতুল শব্দ বলতে সমার্থক শব্দ ও প্রায় সমার্থক শব্দ ভিন্ন বানানযুক্ত শব্দ, ভিন্ন বানান যুক্ত সমার্থক শব্দ, আবর্তিত শব্দ ইত্যাদি বোঝায়। সমতুল শব্দের জন্য শব্দটির সংজ্ঞা, পরিসীমা, প্রয়োগ, প্রভৃতি বিচার করা দরকার

এবং বিভিন্ন কোষগ্রন্থে থিসরাসে বা সমার্থকশব্দকোষে, বর্গীকরণ তালিকায় যে কাঠামো গ্রহণ করা হয়েছে তা বিচার করা দরকার। এরপর নির্বাচনের সূত্র অনুযায়ী বিষয় শিরোনাম তৈরী করতে হবে। সমতুল শব্দকে '=' চিহ্নের মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন —

তামা
= কপার, তাম্র, কিউপ্রাস

অব্যবহৃত শব্দ থেকে বিষয় শিরোনাম হিসাবে নির্বাচিত শব্দে নির্দেশিকা তৈরী করতে হবে।

খ) ব্যাপকতর ও সংকীর্ণতর শব্দ। ব্যাপকতর ও সংকীর্ণতর শব্দ বোঝাতে 'জাতি-প্রজাতি (Genus-Species)' সম্পর্ক 'সমগ্র-অংশ (Whole-Part)' সম্পর্ক, 'পিতা-পুত্র(Father-son)' সম্পর্ক, প্রভৃতি সূত্রের ভিত্তিতে যেরূপ অবস্থান দাঁড়ায় তা নির্ণয় করে শব্দগুলির মধ্যে সম্পর্ক বোঝানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে কোলন বর্গীকরণ তালিকা, ডিউই দশমিক বর্গীকরণ তালিকা, সার্বদশমিক বর্গীকরণ তালিকা, ইউনেস্কো থিসরাস, বিভিন্ন বিষয়ের থিসরাস সমূহ, লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের বিষয় শিরোনাম তালিকা, সিয়ার্স বিষয় শিরোনাম তালিকা, বাংলা গ্রন্থবর্গীকরণ তালিকা, বিভিন্ন কোষগ্রন্থ সমূহ, প্রভৃতির সাহায্য নেয়া যেতে পারে। কারণ ঐ সকল প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয় কাঠামোগুলি সমাজে প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণ —

বিজ্ঞান		অনু
পদার্থ বিজ্ঞান	বা	পরমানু
আলোক বিজ্ঞান		প্রোটন
বিপথন		

ব্যাপকতর শব্দকে '<' দ্বারা এবং সংকীর্ণতর শব্দকে '>' চিহ্ন দ্বারা উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমন —

রাসায়নিক গঠন
< রসায়ন, ভৌত ও তাত্ত্বিক
> আনবিক কাঠামো

এখানে, নির্বাচিত বিষয় শিরোনাম হল 'রাসায়নিক গঠন' এবং 'রসায়ন, ভৌত ও তাত্ত্বিক' হল রাসায়নিক গঠনের ব্যাপকতর শব্দ বা বিষয়। সেরূপ রাসায়নিক গঠনের সংকীর্ণতর বিষয় সম্বন্ধীয় শব্দ হল 'আনবিক কাঠামো'।

গ) সম্পর্কিত শব্দ। সমতুল শব্দ, ব্যাপকতর শব্দ ও সংকীর্ণতর শব্দ বাদে অন্য যে সব শব্দ কোন না কোনভাবে নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনাম সম্বন্ধীয় শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলিকে সম্পর্কিত শব্দ বলা যেতে পারে। যেমন - 'অনুঘটনক' ও 'অনুঘটন'। এই দুটি সমতুল শব্দ নয়, আবার এদের মধ্যে ব্যাপকতর ও সংকীর্ণতর সম্পর্কও নেই। অথচ, এদের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। সেটি হল, কারক-ক্রিয়া (Agent-Action) সম্পর্ক। এই সম্পর্ক নির্ণয় করা, আবার সম্পর্কহীন অবস্থা নির্ধারণ করা, বিশেষ করে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু অনুধাবনের পূর্বে নির্ণয় করা খুবই জরুরী কাজ। যে কোন বিষয় যে কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করতে পারে। আবার, একটি বিষয় উপস্থাপন করলে অন্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, জোর দিয়ে একথা বলা যায় না, কিন্তু যে কোন বিষয়কেই প্রসঙ্গ নির্ভরতা কাটিয়ে নিয়ে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে। অধ্যাপক পরেশ ভট্টাচার্য সঠিকভাবেই বলেছেন যে, এটা সম্পূর্ণরূপে নথিনির্ভর (Document specific)। র‍্যাঙ্গানাথন, কোটস, নীলমেঘন, রঙ্গনাথন, প্রমুখেরা বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করেছেন। বিষয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ঐ সূত্রগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয় শিরোনাম তালিকা তৈরীর সময় আগে থেকে সম্পর্ক তৈরী করে দেওয়া যেতে পারে। যেমন — আলফা রশ্মি ও ডেল্টা রশ্মি। এর জন্য ':' (কোলন) চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণ —

আল্‌ফা রশ্মি এবং ডেল্টা রশ্মি
: ডেল্টা রশ্মি : আল্‌ফা রশ্মি

৪ বিষয় শিরোনামগুলির ক্রম নির্ধারণ : আগের নিবন্ধে সমস্যাবলী ও তার সমাধানের পথনির্দেশ আলোচনার সময় দ্বিতীয় সমস্যা হিসাবে বিষয়ক্রমজনিত সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। মোটামুটিভাবে একটি গ্রন্থের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করলে এক বা একাধিক বিষয় পাওয়া যেতে পারে, আবার একটি মূল বিষয়ের মধ্যেই বিভিন্ন উপবিভাগ, উপাদান, রূপ, দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি থাকতে পারে বা পাওয়া যেতে পারে। বিষয়টির সম্পূর্ণ চরিত্রায়ন (Absolute Characterisation) করার পর যে সকল উপাদান পাওয়া যাবে, তাদের গুরুত্ব অনুযায়ী ক্রম নির্ধারণ করা অবশ্য প্রয়োজন। এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বিষয়ের কতরকম প্রভাগীয় বিশ্লেষণ (Facet Analysis) করা হবে বা হচ্ছে এবং বিষয়ের উপস্থাপিত চরিত্রের ওপর। গ্রন্থের মধ্যে উপস্থাপিত বিষয়গুলির গুরুত্ব ও সম্পর্ক কি রকমভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তার ওপর নির্ভর করে উপাদানগুলির ক্রম নির্ধারণ করতে হবে। এর সম্পর্কে একটি বা একাধিক সূত্র দেওয়া না থাকলে বিভিন্ন সূচীকারক বিভিন্নক্রমের উপস্থাপনা

করতে পারেন বা একই সূচীকারক বিভিন্নকালে বিভিন্নক্রমের উপস্থাপনা করতে পারেন। বিষয় নির্ধারণে রূপের সমতা (uniformity) ও সঙ্গতির অবিচলতা (consistency) ব্যাহত হবে। যার জন্য এতসব আয়োজন, তাই পণ্ড হবে। এর জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করেছেন। একেত্রে রঙ্গনাথন, কোটস, ভিকারী, প্রমুখের সূত্র অবশ্য বিশেষে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সূত্রগুলি হ'ল :

রঙ্গনাথন : Personality-Matter : Material/Matter : Method/Matter : Property-Energy-Space-Time. এছাড়া রয়েছে

কোটস : Thing-Part-Material-Property-Action-Agent.

ভিকারি : Thing(Product)-Part-Constituent-Property-Measure-Patient-Process/Action/Operation-Agent-Place/Condition-Time.

৫ বিষয়ের বিভাগ, উপবিভাগ, রূপ, প্রকৃতি নির্ধারণ : যে কোন বিষয় অন্য যে কোন বিষয়ের বিভাগ, উপবিভাগ, অঙ্গ প্রভৃতি হিসাবে উপস্থাপিত হতে পারে। যে কোন বিষয় নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে উপস্থাপিত হতে পারে। যে কোন বিষয় এবং তার চর্চা নির্দিষ্ট জাতি, ভৌগলিক অঞ্চল, ভাষা ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য বিষয় শিরোনাম তালিকায় বিভিন্ন ধরনের বিষয় বিভাজনের সুযোগ থাকা দরকার। যেমন —

ক) বিষয়গত বিভাগ (Topical Division)। যে কোন বিষয় অন্য যে কোন বিষয়ের উপবিভাগ হিসাবে উপস্থাপিত হতে পারে ও স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবেও অবস্থান করতে পারে। সেজন্য যে কোন দুটি বা তার বেশী বিষয়কে বিভাগ হিসাবে দেখানোর জন্য শব্দ বা শব্দসমষ্টির সঙ্গে '–' (ড্যাশ) চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, কয়লা-দহন। একেত্রে 'দহন' বিষয়টি 'কয়লা'র উপবিভাগ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যদিও 'কয়লা' এবং 'দহন' দুটি স্বতন্ত্র বিষয় শিরোনাম।

খ) রূপগত বিভাগ (Form Division)। যে কোন বিষয় নির্দিষ্ট একটি বা একাধিক রূপ বা ভিন্ন ভিন্নরূপ নিয়ে উপস্থাপিত হতে পারে। রূপ আবার মোটামুটি দুধরনের হতে পারে। এক, বাহ্যিক রূপ - বিষয়ের সঙ্গে তেমনভাবে সংপৃক্ত নয়, বিষয়টিকে রূপ থেকে পৃথক করে নিলেও বিষয়ের চরিত্রের কোন হেরফের হয় না। দুই, আন্তরিকরূপ - বিষয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংপৃক্ত থাকে। বিষয়টিকে সহজেই পৃথক করে নেওয়া যায় না। এই দুই রূপই যদি একই সঙ্গে থাকে তবে আন্তরিক রূপকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেমন - পদার্থবিজ্ঞান-অভিধান, পদার্থবিজ্ঞান-গবেষণা সন্দর্ভ, পদার্থ বিজ্ঞান-তত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান-ইতিহাস, প্রভৃতি। প্রথমে মূল বিষয় তারপর '–'(ড্যাশ) চিহ্ন, তার পর নির্দিষ্টরূপ যোগ করতে হবে। এইরূপ সংক্রান্ত একটি সাধারণ তালিকা নির্ণয় করে নেয়া দরকার। সেই তালিকা থেকে সরাসরি রূপসংক্রান্ত শব্দ বা শব্দসমষ্টি গ্রহন করে বিষয়ের সঙ্গে ড্যাশ '–' চিহ্ন সহযোগে যোগ করতে হবে। এটি হবে "সাধারণ রূপগত বিভাগের তালিকা"।

গ) কালগত বিভাগ (Periodical Division)। একটি বিষয় নির্দিষ্ট কোন যুগ, বছর, প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। সেটি উপস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট যুগ, বছর, প্রভৃতির একটি তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। প্রয়োজনে ঐ তালিকা থেকে বিষয়ের সঙ্গে ড্যাশ '–' চিহ্ন সহযোগে যোগ করা যেতে পারে। যেমন -'রসায়ন-প্রাচীনযুগ'। আবার, যদি কোন বিষয় নির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে ও সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে, প্রথমে বিষয়নাম, তারপর '–' ড্যাশচিহ্ন, তারপর ভৌগোলিক অঞ্চলের নাম, তারপর আবার '–' ড্যাশ চিহ্ন সহযোগে সময়ের বিভাগ উপস্থাপিত হতে পারে। যেমন, প্রাচীন যুগে ভারতীয় রসায়ন চর্চা', এর জন্য বিষয় শিরোনাম এরূপ হতে পারে - "রসায়ন-ভারত-প্রাচীন যুগ"। তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ হওয়া চাই।

ঘ) ভৌগোলিক স্থান বিভাগ (Geographical Division)। যে কোন বিষয় নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রথমে বিষয়নাম এবং তারপর '–' ড্যাশ চিহ্ন সহযোগে ভৌগোলিক অঞ্চলের নাম যোগ করে বিষয় শিরোনাম তৈরী করা যেতে পারে। যেমন - 'পশ্চিম বাংলার মাকড়সা" এর ক্ষেত্রে 'মাকড়সা-পশ্চিমবঙ্গ" নির্ণয় করা যেতে পারে। ভৌগোলিক অঞ্চলের নামের তালিকা প্রণয়ন করে নিতে হবে। তালিকা প্রণয়ন করার সময় সরকারীভাবে স্বীকৃত আধুনিক নাম ব্যবহার করতে হবে। পুরানো নাম থেকে নতুন নামে নির্দেশিকা তৈরী করতে হবে। তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ হওয়া চাই।

৬ নির্দেশিকা ব্যবস্থা (References) : সব ক্ষেত্রেই অব্যবহৃত শব্দ বা শব্দসমষ্টি থেকে নির্বাচিত বিষয় শিরোনামে নির্দেশিকা

তৈরী করতে হবে। অনুসন্ধানকারীরা কোন্ শব্দ, কোন্ রূপ, প্রভৃতি উল্লেখ করবেন তা আগে থেকে জানা সম্ভব নয়। সব শব্দের উল্লেখ করাও সম্ভব নয়। মূলতঃ ব্যবহারকারীদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য দু'ধরনের নির্দেশিকা পদ্ধতি নেয়া দরকার। এক - 'দেখুন' এবং দুই-'আরো দেখুন' নির্দেশিকা। 'দেখুন' নির্দেশ সাধারণতঃ অব্যবহৃত শব্দ বা শব্দ সমষ্টি থেকে ব্যবহৃত নির্বাচিত বিষয় শিরোনামে তৈরী করতে হবে। বৈজ্ঞানিক শব্দ ও জনপ্রিয় শব্দ, আবর্তিত শিরোনাম, নতুন ও পুরাতন শব্দ, সমার্থক শব্দ, প্রভৃতির ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করতে হবে। যেমন - পাখী দেখুন পাখি, ভৌত রসায়ন দেখুন রসায়ন, ভৌত, পদার্থবিদ্যা দেখুন পদার্থবিজ্ঞান, কিমিয়াবিদ্যা দেখুন রসায়ন, প্রভৃতি। 'আরো দেখুন' নির্দেশিকা ব্যবহৃত নির্বাচিত বিষয় শিরোনামের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। তবে, সংগ্রহের মধ্যে নির্দেশিত বিষয় দুটিরই অস্তিত্ব থাকা চাই। প্রয়োজনে ব্যাপকতর ও সংকীর্ণতর বিষয় শিরোনামের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭ বিষয় শিরোনাম তালিকার উপস্থাপনা ঃ প্রথম কথা হচ্ছে যে, বিষয় শিরোনামগুলিকে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে (letter by letter) সাজিয়ে নিয়ে উপস্থাপন করতে হবে। যুক্তাক্ষরগুলি সহজ উচ্চারণ পদ্ধতি অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়ে উপস্থাপন করতে হবে। সংখ্যা, চিহ্ন, রাশিমালা, প্রভৃতিকে বর্ণে উচ্চারণ করে বিন্যাসিত করা দরকার। সকল ক্ষেত্রেই দৃঢ়ভাবে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। ব্যবহৃত চিহ্নগুলির গুরুত্ব দেওয়ার খুব একটা দরকার নেই। উপস্থাপনের সাধারণ রূপটি আলোচনা করা হল ঃ

'রাসায়নিক বন্ধন
= বন্ধন, রাসায়নিক, রাসায়নিক যোজক
< কোয়ান্টাম রসায়ন
রসায়ন, ভৌত ও তাত্ত্বিক
রাসায়নিক গঠন
> অনু - কক্ষপথ
অপরাধর্মিতা
আনব সংযোজন
আন্তর্ধাতু বন্ধন

এখানে, মূল বিষয় শিরোনাম হল "রাসায়নিক বন্ধন"। "=" চিহ্নের পরে যে যে শব্দগুলি বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে সাজানো আছে — 'বন্ধন, রাসায়নিক' এবং 'রাসায়নিক যোজক' প্রভৃতি হল সমতুল শব্দ। এগুলি বিষয় শিরোনাম হিসাবে নির্বাচন করা হয়নি। কিন্তু এই শব্দগুলির বেশি ব্যবহার না থাকলেও অন্য বিষয়ের ব্যবহার আছে, অনুসন্ধানকারীরা খোঁজ করতে পারেন, তাঁদের সাহায্যের জন্য "=" চিহ্নের পরে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে, শব্দগুলির পার্থক্য নিরূপণের জন্য ';' সেমিকোলন ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলির প্রত্যেকটি থেকে নির্দেশিকা 'দেখুন' তৈরী করতে হবে। '<' চিহ্নের পরে লিখিত শব্দগুলি বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি মেনে এক একটি লাইনে লেখা হয়েছে। এগুলি 'রাসায়নিক বন্ধন' বিষয় শিরোনামের ব্যাপকতর বিষয় সম্বন্ধীয় শব্দ। এদের নিজ নিজ কর্মস্থানে উল্লেখ করা থাকবে। ">" চিহ্নের পরে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে এক-এক লাইনে লিখিত বিষয় সম্বন্ধীয় শব্দগুলি 'রাসায়নিক বন্ধনে'র সংকীর্ণতর বিষয় সম্বন্ধীয় শব্দ। এদেরও নিজ নিজ কর্মস্থানে উল্লেখ করা থাকবে। অনুরূপভাবে, 'রাসায়নিক গঠন' বিষয় শিরোনামের নিজ কর্মস্থানে যে রূপ থাকবে তা হল ঃ

রাসায়নিক গঠন
= গঠন, রাসায়নিক, রাসায়নিক কাঠামো, রাসায়নিক সংযুক্তি
< পদার্থ-উপাদান
রসায়ন, ভৌত ও তাত্ত্বিক
> আনবিক গঠন
. . . . . .
যোজ্যতা (তাত্ত্বিক রসায়ন)
রাসায়নিক বন্ধন

এটা সহজেই অনুমেয় যে, 'রাসায়নিক বন্ধন'এর স্থানে 'রাসায়নিক গঠন', কে ব্যাপকতর শব্দ হিসাবে এবং 'রাসায়নিক গঠনের স্থানে 'রাসায়নিক বন্ধন'কে সংকীর্ণতর বিষয় সম্বন্ধীয় শব্দ হিসাবে দেখানো হয়েছে। উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অবিচলভাবে এই ধারা অনুসরণ করে চলতে হবে। আগে সম্পর্কিত বিষয় উপস্থাপনা আলোচনা করেছি (দ্রঃ ডেল্টা রশ্মি ও আলফা রশ্মি (৩.গ. শেষাংশ)। সম্পর্কিত বিষয়গুলি ':' কোলন চিহ্নের মাধ্যমে উপস্থাপিত হবে। এছাড়া, উপস্থাপনার ক্ষেত্রে যে যে চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে, তা হল -, (কমা)/; সেমিকোলন/= (সমান চিহ্ন)/( ) (প্রথম বন্ধনী) প্রভৃতি। এগুলি যথাক্রমে আবর্তিত শিরোনাম, শব্দ পৃথকীকরণ, সমতুল শব্দ, প্রসঙ্গ নির্ধারণ, প্রভৃতির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলি হল বিষয় শিরোনাম তালিকার গঠন সংক্রান্ত মৌলিক চাহিদা।

এছাড়া, ব্যবহারকারীরা কিভাবে এই তালিকা ব্যবহার করবেন

তার পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ উদাহরণসহ থাকা চাই। বিশ্বের সামগ্রিক জ্ঞানভাণ্ডারের যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধীয় শব্দাবলী সংযুক্ত করা সম্ভব নয়, তার জন্য যে যে ব্যবহারকারীরা নতুন যে যে বিষয় নির্বাচন করতে চান, তাদের সহায়তার জন্য সমগোত্রীয় বিষয় শিরোনামের তালিকা তৈরী করে দেওয়া উচিত। সবথেকে ভালো হয় প্রণীত তালিকার মাধ্যমে কিছু কিছু পুস্তক ও প্রবন্ধের বিষয় শিরোনাম তৈরী করে সংযুক্ত করা যায়। ভবিষ্যতে তালিকাটির সংস্কার ও পরিবর্ধনের সুযোগ থাকা উচিত।

উপসংহার

এই পদ্ধতিগুলি সাধারণভাবে আলোচনা করা হল। স্থান-কাল-পাত্র'র বিচারে প্রয়োগের তারতম্য হতে পারে, তবে সার্বিক অবস্থার বিচারে এই নীতি, পদ্ধতি ও পদক্ষেপগুলি বাংলা ভাষায় যে কোন বিষয় শিরোনাম তালিকা তৈরীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করবে বলে আশা রাখি।

সহায়ক গ্রন্থের তালিকা :

১। অশোক মুখোপাধ্যায় - সংসদ সমার্থ শব্দকোষ - পরিবর্ধিত ২য় সং.-কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৪।

২। নিলাক্ষীনাথ মুখোপাধ্যায় - বিজ্ঞান : বিষয় শিরোনাম - কলিকাতা : বেঙ্গল, ২০০১।

৩। বন্ধু ঘোষ - বাংলা পরিভাষার দু'শ বছর ১৭৮৪-১৯৮৪ - কলিকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৮৮।

৪ হুইটকম্ব মুখোপাধ্যায় - বঙ্গীয় শব্দ কোষ - ২ খণ্ড - নিউ দিল্লী : সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৭৮।

৫। Chattopadhyay, Sunil Kumar - Scientific and technical terminology in modern Indian languages - Calcutta : Vidyoday Library, 1953

৬। Coates, E.J. - Subject Catalogues : headings and structures - London : The Library Association, 1960.

৭। Farradane, J.E. - Analysis and organisation of knowledge for retrieval (ASLIB Proceedings. - V. 22, no. 12, 1970. - p 607-16)

৮। Ranganathan, S. R. - Prolegomena to library classification - 3rd ed. - Bombay : Asia, 1976.

৯। Vickery, B. C. - Classification and Indexing in science. - 3rd ed.-London : Butterworth, 1975

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

যে সমস্ত সদস্যের ও প্রতিষ্ঠাণের ২০০০-২০০১ সালের পরিষদের চাঁদা বাকী আছে তাঁদের অবিলম্বে চাঁদা পরিশোধ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অন্যান্য সদস্যদেরও ২০০১-২০০২ সালের চাঁদা পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

যে সকল সদস্য আজীবন সদস্য পদের জন্য আংশিক চাঁদা জমা দিয়েছেন তাঁরা পুরো টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত আইনানুগভাবে সদস্যপদ থাকে না। এই সমস্ত সদস্যদের পরিষদ অফিসে যোগাযোগ করে বাকী চাঁদা পরিশোধ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

যাদের ২০০০-২০০১ সালের চাঁদা বাকী আছে তাদের গ্রন্থাগার পাঠানো স্থগিত থাকছে।

৪৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পঠিত

স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য সংগ্রহ এবং পরিষেবা ঃ

বিশ্ববিদ্যালয় - গ্রন্থাগার ভিত্তিক পর্যালোচনা

সলিল চন্দ্র খান, প্রকণা ঘোষ ও বিনোদবিহারী দাস, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যালয় বিধিবদ্ধ শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয় যেমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা কেন্দ্র তেমনি একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান - যার সামাজিক দায়দায়িত্ব আছে। পঠন-পাঠন এবং জ্ঞানচর্চাকে নব নব আবিষ্কারের মাধ্যমে সমাজ-কল্যাণে নিয়োজিত করা - বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্মধারা। সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মানবজ্ঞানের সবগুলি শাখায় জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা করে। যদিও বর্তমানে বিশেষ বিশেষ বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে মানবজ্ঞানের সব শাখাগুলির উপর গ্রন্থ সংগ্রহ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীতব্য বিষয়ের উপর যাবতীয় উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ ও গবেষণামূলক গ্রন্থ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়। বহির্বিষয় সংক্রান্ত ও আন্তঃবিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থাদি গ্রন্থাগারে রাখা উচিত। জ্ঞানরাজ্যের বিকাশের যথাযথ রূপের পরিচয় লাভের জন্য সাম্প্রতিকতম জ্ঞান ও গবেষণার ফল সম্বলিত গ্রন্থসংগ্রহ একান্ত আবশ্যক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারার অন্যতম একটি হলো - জ্ঞানভাণ্ডারের সংরক্ষণ — তা করা সম্ভব গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। গ্রন্থাগার ব্যতিরেকে প্রদর্শনশালা ও লেখ্যাগারে অনেক উপাদান সংরক্ষিত হয় — যা থেকে গবেষণার মাধ্যমে অতীত সম্পর্কে নতুন তথ্যাদির প্রকাশ ঘটে।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যম হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ধরনের উপাদান রক্ষণ করা একান্ত আবশ্যক। পাঠ্যপুস্তক, আকরগ্রন্থ, সাময়িকী পত্রিকা, গবেষণাপত্র, মানচিত্র, অ্যাটলাস, শ্রাব্য ও দৃশ্যমূলক উপাদান সমূহ সংগৃহীত ও সংগঠিত করা হয়।

ঐতিহাসিক নথিপত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন নথি/রেকর্ড, ঐতিহাসিক চিঠিপত্র, বিভিন্ন ভাষার, পুঁথিসংগ্রহ, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, সার্ভে রিপোর্ট, পরিসংখ্যান তথ্য ইত্যাদির সাথে সাথে স্থানীয় ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক, মুদ্রা/তাম্রশাসন বিষয় সংক্রান্ত উপাদান সংগ্রহ করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ও মুদ্রা ইত্যাদি বিশেষ করে মিউজিয়ামে রাখা হয় - এগুলির ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থাদি থাকে গ্রন্থাগারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপকদের লেখা অথবা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সাম্প্রতিক তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও তা থেকে পরিষেবা দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অন্যতম কাজ।

উপরোক্ত সংগ্রহ গড়ে তোলা এবং তা থেকে পরিষেবা বিশেষ করে বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে উন্নত পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে শুরু হয়েছে। বেশীরভাগ জায়গায় ইন্টারনেটের সুযোগসুবিধা নেওয়া হচ্ছে — নিজেদের সংগ্রহের ডেটাবেস্ তৈরীর কাজ এগিয়ে চলেছে — ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে বা নিজেরা ওয়েবপেজ তৈরী করে নিজেদের সংগ্রহের খবর সারা পৃথিবীতে পৌঁছে দিতে পারে — এবং সাথে সাথে পৃথিবীর অন্যান্য গ্রন্থাগারের বা অন্যান্য পরিষেবা ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত ভারতের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবার অনেকটাই বই/গ্রন্থাদি নির্ভর।

স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য উৎস সঙ্কলন ঃ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সকল বিষয়ের উপর সকল ধরনের গ্রন্থাদি/তথ্য উৎসের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা আছে। আজকের আলোচনার বিষয় "স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য উৎস সঙ্কলন/পরিষেবা" এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কি ধরণের স্থানীয় ইতিহাস উপাদান ও তথ্য উৎসের চাহিদা থাকতে পারে। তথ্য অনুসন্ধানকারীরা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর গ্রন্থাদি/তথ্যাদি আশা করতে পারেন।

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার যে এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার সংক্রান্ত ইতিহাস/তথ্যাদি

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় যদি কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নামাঙ্কিত বা

কোন বিখ্যাত ব্যক্তির অবদানের জন্য স্থাপিত হয় - সেই ব্যক্তি/মনীষি সম্পর্কে জীবনীমূলক তথ্য, তার লেখা/তাঁর উপর প্রকাশনা

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের স্মৃতি বিজড়িত/কর্মস্থল তাঁদের সম্বন্ধে তথ্য/জীবনী।

(ঘ) প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষকদের প্রকাশনা/বিভাগের গবেষণা

(ঙ) যদি বিশেষ বিষয়ে পাঠদান ও গবেষণা হয় সেই বিষয় সম্পর্কিত গ্রন্থাদি

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্যাদি/প্রতিবেদন/বিবরণ ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গ্রন্থাদি/তথ্যাদি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে পাঠক আশা করতে পারেন, বরং বলা ভাল, পাঠক দাবী করতে পারেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য উৎস সঙ্কলন

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত। রবীন্দ্রনাথের/জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে জোড়াসাঁকো এবং বি.টি.রোড (সিঁথি মোড়, বরানগর) তে অবস্থিত। চারুকলা এবং দৃশ্যকলা — দুটি অনুষদ জোড়াসাঁকোতে এবং বাকী অনুষদ বিটি রোডে অবস্থিত।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে/ঠাকুরবাড়ি সম্বন্ধে ইতিহাস/তথ্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহে থাকা উচিত। ঠাকুরবাড়ি বাংলা নবজাগরণের অন্যতম কেন্দ্র। ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য সকলের সম্বন্ধে তথ্যাদি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আশা করা যেতে পারে। উদয়শঙ্কর, অহীন্দ্র চৌধুরী, সুবিনয় রায়, কুমার রায়, রমা চৌধুরী, পবিত্র সরকার, ক্ষেত্র গুপ্ত - প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের জড়িত ছিলেন বা এখনও আছেন - তাঁদের লেখা/তাঁদের সম্বন্ধে বই ও অন্যান্য গ্রন্থাদির সংগ্রহ গড়ে তোলা উচিত।

সংগীত, নৃত্য, অঙ্কন ইত্যাদি বিশেষ বিষয়ের উপর গ্রন্থাগারে বিশেষ সংগ্রহ থাকা উচিত। জোড়াসাঁকো বাড়ির মানচিত্রের প্রতিলিপি/অন্যান্য ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর বাড়ির অন্যান্যদের আঁকা ছবি / লেখার পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন সময়ের ফটোগ্রাফ ইত্যাদি এবং জোড়াসাঁকো, বরানগর তথা কলকাতার ইতিহাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি ও অন্যান্য উপাদান গ্রন্থাগারে আশা করা যেতে পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে — রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সব কিছু না থাকলেও - রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগীয়/কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (মরকতকুঞ্জ ও জোড়াসাঁকো) রবীন্দ্রচর্চা গ্রন্থাগার, রবীন্দ্র ভারতী মিউজিয়ামে ও গ্রন্থাগার এবং রবীন্দ্রভারতী সোসাইটিতে উপরোক্ত বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ও তথ্যাদি পাওয়া যায়। গ্রন্থাগার এই সংক্রান্ত সংগ্রহ গড়ে তুলতে আগ্রহী এবং প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

- ★ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গ্রন্থাদি ৩৫০০ (আনুমানিক)
- ★ রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কিত গ্রন্থাদি ২১০০ (আনুমানিক)
- ★ রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বলিত পুরানো বাংলা সাময়িকী পত্রিকা
- ★ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত লেখা সম্বলিত বাংলা সাময়িক পত্রিকা।
- ★ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা (বাংলা/ইংরাজী)
- ★ রবীন্দ্রভারতী বার্ষিক প্রতিবেদন, বাজেট বই, নিউজ লেটার, কনভোকেশান প্রকাশনা ইত্যাদি।
- ★ রবীন্দ্রসঙ্গীত, অন্যান্য সঙ্গীত, নাটক, অঙ্কন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সমৃদ্ধ সংগ্রহ।
- ★ ক্ষিতিমোহন ঠাকুর বিশেষ সংগ্রহ
- ★ সজনীকান্ত দাস বিশেষ সংগ্রহ
- ★ ঠাকুরবংশের অন্যান্যদের লেখা/তাঁদের সম্পর্কে প্রকাশনা

রবীন্দ্রভারতী মিউজিয়াম ও তার গ্রন্থাগার

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি		০৪৫
অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি		১২৯
গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবি		০৫১
ঠাকুরবাড়ির অন্যান্যদের আঁকা ছবি	-	০৫৩
নন্দলালের আঁকা ছবি	-	০২০
ক্যাসেট, ডিস্ক (রবীন্দ্রনাথের গাওয়া গানও আছে)	-	৭৯৩
অলেখ্য ফটোগ্রাফ (বিভিন্ন উপলক্ষ্যের/ব্যক্তির)		

দুই বৎসর পূর্বে নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিপত্রের পাণ্ডুলিপি মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে সংগৃহীত

হয়েছে। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির তত্ত্বাবধানে মূল্যবান গ্রন্থাদি ও অন্যান্য উপকরণ আছে।

রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুর বংশের অন্যান্য ব্যক্তিত্ব, জোড়াসাঁকোর ইতিহাস, ঠাকুর বংশের ইতিহাস, পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বংশের ইতিহাস, বরানগরের ইতিহাস, মরকতকুঞ্জের ইতিহাস (বালক রবীন্দ্রনাথের সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎকার — তার তারিখ, বিবরণ ইত্যাদি) — এসবের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ ও সংগঠিত করা এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক তথ্য সঙ্কলন করা ও পরিষেবা দেওয়া - রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অন্যতম কাজ। গ্রন্থাগার কর্মীগণ এই সংক্রান্ত তথ্য উৎস সংগ্রহের কাজে প্রয়াসী আছেন - কারণ পাঠক সমাজ এই তথ্যাদি এই গ্রন্থাগারে আশা করতে পারেন।

উপসংহারে :

এইভাবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার সমূহে স্থানীয় ইতিহাস তথা উৎস ও বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের ও সংলগ্ন এলাকার বিষয়ক সাম্প্রতিক তথ্য সঙ্কলনের উদ্যোগ নেওয়া বিশেষ আবশ্যক - এটা গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্যতম কাজ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ

প্রকাশিত

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে নদীয়া

মূল্য - ১০০

সম্পাদক মণ্ডলী - নির্মল চন্দ্র চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, সত্যেন্দ্রলাল মজুমদার, শান্তিরঞ্জন দেব।

নদীয়ার মঠ-মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাড়ি, অট্টালিকার স্থাপত্যশৈলী, তেলোর কৃষ্টি, শিল্প ও ভাস্কর্যের আলোকচিত্র সমৃদ্ধ এ্যালবাম।

নদীয়ার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকারের আধিকারিক ডঃ গৌতম সেনগুপ্তের মনোজ্ঞ ভূমিকা গ্রন্থটির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছে।

প্রাপ্তিস্থান - পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯; সুজয়া প্রকাশনী, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদীয়া নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ কার্যালয়, নেতাজী সুভাষ রোড, নবদ্বীপ, নদীয়া।

নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের বার্ষিক পত্রিকা 'নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ স্মারক গ্রন্থ'
(রেজিস্ট্রেশান নং - ৬৭৩৯/৯৭)
পুরানো সংখ্যাগুলি এখনও পাওয়া যাচ্ছে।

গ্রন্থাগারের স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য উৎস সংকলন সম্পর্কিত পরিষেবা

শিবানন্দ পাল, গ্রন্থাগারিক, রাণীগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগার

১. গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা : পূর্ববর্তি অন্য কোন নাম থেকে থাকলে তা কি ছিল ?

প্রতিষ্ঠানের নাম রাণীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি। ঠিকানা ১৬, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রোড। পো: রাণীগঞ্জ। জেলা বর্ধমান। যার পূর্বতন নাম ছিল সরস্বতী কর্ম মন্দির এবং একদা যা ছিল সরস্বতী লাইব্রেরি।

২. কোন সালে প্রতিষ্ঠিত সম্ভাব্য সন তারিখ :

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এবং রেজিষ্ট্রি কৃত এই প্রতিষ্ঠান। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ রেলপথ চালু হয়েছিল। ফলে রাজধানী কলকাতার সঙ্গে রাণীগঞ্জের সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিল। ১৮৭০ সালেই রাণীগঞ্জ প্রতিষ্ঠিত শহর হিসেবে জমজমাট ছিল। ১৮৭৬ সালে রাণীগঞ্জ পৌরসভা গঠিত হয়। শহর আসানসোলের তখন জন্ম হয়নি। কলকাতার পর রাণীগঞ্জ শহর তখন বৃটিশ সরকারের সুয়োরানী।

ভারতে তখন শুরু হয়েছিল বৃটিশ পুঁজির লগ্নি। কাঁচামালের উৎস সন্ধানে এবং বৃটিশ পণ্যের বাজার লাভের জন্য রাণীগঞ্জের উন্নয়ন তখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কয়লা পরিবহনে সমস্যা ছিল। প্রয়োজনের তুলনায় জলপথে কয়লা পরিবহন করা যেত সামান্য। তাই রেল পথের উন্নয়ন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল অবশ্যম্ভাবী।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে রাণীগঞ্জের লাগোয়া বরাভপুরে ভারতের বিখ্যাত কাগজকল 'বেঙ্গল পেপার মিল' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাণীগঞ্জ ষ্টেশনের উত্তরে 'বার্ন এন্ড কোম্পানী' প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ রাণীগঞ্জ ক্রমশ এক শিল্প শহরে পরিণত হতে থাকে। ১৯১১ সাল পর্যন্ত মহকুমা শহর রাণীগঞ্জে মহকুমা শাসকের অফিস এবং কোর্ট কাছারী ছিল। ১৮৭৬ সালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাণীগঞ্জ পৌরসভা।

স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা পৌরসভাগুলিতে নির্বাচিত হতে থাকেন সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য। পরবর্তিকালে এঁদের কেউ কেউ সামাজিক উন্নয়নে এগিয়েও আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার এক বছর আগে ১৮৬৫ সালেই রাণীগঞ্জে সিহাড়সোল রাজ স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যে স্কুলের ছাত্র ছিলেন নজরুল। অথচ ১৯১৪ সালে বর্ধমান জেলায় সাকুল্যে মাত্র ২৭টি উচ্চ ইংরাজী স্কুল এবং বর্ধমান শহরে একটি মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ হয়েছিল। গোটা জেলায় মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ তখন সাক্ষর ছিলেন।

৩. গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় যে সব ব্যক্তিরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁদের নাম :

এই শহরে রাণীগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠায় যে সব ব্যক্তিরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁদের কথা জানা সম্ভব হয়নি। যেটা জানা গেছে তা হল - ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, নৃপেন চৌধুরী, জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ, গণেশ মিত্র (হাওড়া) এই সব বিখ্যাত ব্যক্তি ও মনিষীদের সংস্পর্শে এসেছিল এই প্রতিষ্ঠান।

কয়লাখনি অধ্যুষিত রাণীগঞ্জ শহর ছিল জন কোলাহল পূর্ণ এক শিল্প শহর। লেখাপড়া ও কারিগরি জ্ঞানে শিক্ষিত দেশের অন্যান্য অংশের মানুষ রুজির প্রয়োজনে এখানে এসে বাসা বেঁধেছেন। এখানকার সমাজ জীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের যোগ ছিল নিবিড়। ১৯৬৪ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলির যে পঞ্জী প্রকাশ করেছিল তার মধ্যে উল্লেখ আছে এই প্রতিষ্ঠানটির।

৪. গ্রন্থাগারটি কি ভাবে গড়ে ওঠে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

গ্রন্থাগারের ভবন বর্তমানে যে স্থানে দাঁড়িয়ে, সেই জায়গাটি প্রকৃতপক্ষে ১৯২১ সালে ২৫শে জানুয়ারী রাণীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরির অনারারি সেক্রেটারী রাণীগঞ্জ নিবাসী মোক্তার বাবু উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল কোল কোম্পানী লিমিটেডের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। মাত্র ১ টাকা জমার বিনিময়ে ৪ কাঠার পতিত জমি পাওয়া যায় এইশর্তে যে ওই জায়গায় রাণীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরির গৃহ নির্মাণ করা হবে।

লাইব্রেরি গৃহ নির্মান ব্যতিত ওই জমি অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাবে না। করলে ভূমিহীনরা ওই জমি খাস দখল করে নেবে।

এই বেঙ্গল কোল কোম্পানী লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রপিতামহ প্রিন্স দ্বারকা নাথ ঠাকুর। ১৮৪৩-৪৪ সময়ে তিনি রানীগঞ্জের নারান কুড়িতে বসবাস করেছিলেন। এখানে তাঁর নীলের ব্যবসা ও নীল কুঠি ছিল। পরবর্তি কালে এই নীল কুঠিকেই তিনি কয়লা কুঠিতে পরিণত করেছিলেন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পাবার পর রানীগঞ্জে এসেছিলেন তখন তাঁর পিতামহের স্মৃতিবিজরিত এই পরিত্যক্ত কয়লাখনি অঞ্চল সহ এগরা নারান কুড়িতে গিয়েছিলেন।

গ্রন্থাগারটি কিভাবে গড়ে উঠেছিল তা জানা না গেলেও গ্রন্থাগারটি যে এক শতাব্দী ধরে তার কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছিল তার প্রমান পাওয়া যায়।

সরস্বতী কর্ম মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিল একটি পাঠাগার। আর এর সঙ্গে যুক্ত ছিল একটি প্রথম শ্রেণীর ব্যায়ামাগার। দুস্থদের সেবা করার জন্য এদের একটি সেবা বিভাগ ছিল এবং একটি সখের রঙ্গমঞ্চ ছিল। সবগুলির কিন্তু একত্রে এক জায়গায় অবস্থান ছিল না। আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভাগের জায়গা বদল হয়েছে, লাইব্রেরিটি ছাড়া। লাইব্রেরি পরিচালনা, ফুটবল খেলা, রোগীর সেবা করা, শব সৎকার করা, আপদে বিপদে মানুষকে সাহায্য করা এবং সখের থিয়েটারের আড়ালে চলত বিপ্লবি কর্মকান্ড। বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত পিওন বই, পোষ্ট অফিসের পাশ বই ইত্যাদি থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় ১২৫ বছর এই দীর্ঘ সময় রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরিটির সঙ্গে রানীগঞ্জের বিদগ্ধ মানুষজনের যোগাযোগ ছিল নিবিড়।

রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরির পুরাতন আসবাব, দলিল, দস্তাবেজ, বইপত্র সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি। ওগুলির অধিকাংশে পুলিশের ভয়ে ও ভবন তৈরির সময় স্থানান্তরিত হয়েছে বারবার। ফলে মানুষের অবহেলায় ও অযত্নে ধ্বংস হয়েছে। পুরান একটি পিওন বই থেকে যে তথ্য উদ্ধার হয়েছে তা হল -

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই রানীগঞ্জ হাই স্কুলের সেক্রেটারিকে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ একটি চিঠি দিয়েছিলেন যা তিনি গ্রহন করেছিলেন। চিঠির বাহক ছিলেন জনৈক শিবু। এই বছর আর একটি দিনে তারিখটি অস্পষ্ট হয়ে গেছে এবং ২৯শে নভেম্বর লাইব্রেরির পক্ষ থেকে দুটি পত্র দেওয়া হয় আইনজীবী বাবু উমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে। এই চিঠি দুটির বাহক ছিলেন জনৈক কালী। এই বছরে ২৮ই ডিসেম্বর গ্রন্থাগারিক মন্মথ নাথ (পদবী অস্পষ্ট) কে একটি চিঠি দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ যা তিনি গ্রহন করেছেন ৩১শে ডিসেম্বর। এই চিঠিও বহন করেন কালী।

এর পর দেখা যাচ্ছে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর মারোয়াড়ী সনাতন বিদ্যালয়ের সম্পাদক কে একটি পত্র দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। চিঠির বাহক ছিলেন জনৈক হরি।

এরপর দীর্ঘ বিরতি। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী একসঙ্গে তিন জনকে পত্র দেওয়া হয়েছিল। ১) বাবু উপেন্দ্র মুখার্জী, ২) সম্পাদক সরস্বতী কর্মমন্দির, ৩) বীণাপানি নাট্য সমাজ। এই বছর ২৬শে সেপ্টেম্বর আরো একটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল স্থানীয় তিলক লাইব্রেরির সহ-সম্পাদককে।

এরপর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ। ফেব্রুয়ারী মাসের ৬ তারিখে একটি মাত্র চিঠি দেওয়া হয়েছে রানীগঞ্জ পৌরসভার পুর প্রধান কে। এরপর ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল একই দিনে ৬ জনকে চিঠি করা হয় তাঁরা হলেন - (১) বাবু হরিচরণ খান্না, (২) বাবু ভোলানাথ সাউ, (৩) বাবু শ্রীতিশ চন্দ্র সাউ, (৪) মিঃ সাহীবুল হুক চৌধুরী, (৫) বাবু রমানাথ ঘোষ, (৬) বাবু হরগোবিন্দ মল্লিক।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন রানীগঞ্জ পোষ্ট অফিসে ৪৬০ টাকা ১৪ আনা ৪ পয়সা জমা নিয়ে একটি পাশ বই খোলা হয় রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরির নামে। একটি একাউন্ট এখনও জীবিত।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুন অজিত কুমার সিংহ কে পত্র দিয়েছিল লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ। এই চিঠির বাহক ছিলেন জনৈক কমলা।

এরপর একেবারে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ। ২৩শে ডিসেম্বর ৩টি চিঠি দেওয়া হয়েছে। (১) সহ সম্পাদক রানীগঞ্জ লাইব্রেরি, (২) সভাপতি রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি, (৩) সহ সভাপতি রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি, এই চিঠির বাহক ছিলেন জনৈক নারায়ণ। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ তৎকালীন এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারী এইচ. বি. ঘোষ., ডি. পি. আই. কে ১০৬৭ - ইডিএন - ডি/ ৫এল-২ / ৬৪ নং পত্রে জানাচ্ছেন যে রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরিকে রানীগঞ্জ টাউন

লাইব্রেরির মান্যতা দিয়ে একটি সরকারি লাইব্রেরি করা যেতে পারে।

এরপর ৬ই মে তারিখে ১৩৬০ (৩) এস.ই/পি/৬এস-।। পি-৬৩ পত্র নম্বরে তৎকালীন ডি. পি. আই. মহোদয় এন. রায় সেই মতে বর্ধমানের জেলা শাসক, জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক ও রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরির সম্পাদক মহাশয়কে যাবতীয় গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরিকে সোসাইটি নিবন্ধ করণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুশাসনের স্বাক্ষর করেন (১) রাম রঞ্জন মিত্র, (২) জানদা রঞ্জন ঘোষ, (৩) ক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষ (৪) রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী (৫) বিভূতি ভূষণ রায়, (৬) লক্ষ্মী নারায়ন দেবভূতি (৭) অমর শঙ্কর দাস, এর সাক্ষী ছিলেন গোলক বিহারী মিত্র। স্মারক লিপি তৈরী করেছিলেন (১) রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী (২) রাম রঞ্জন মিত্র ও (৩) জগদীশ চন্দ্র মিত্র।

নজরুল বা শৈলজা নন্দের লেখায় কোথাও এই প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখ না থাকলেও অবস্থান গত দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি শৈলজানন্দের মাতামহ রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির খুব কাছে। রায় সাহেবের বাড়ির সরাসরি পশ্চিমে দু তিন টি বাড়ির পর বটি গড়িয়া পুকুরে যাবার রাস্তা, এই রাস্তার পশ্চিম ধারে রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি ভবন।

শৈলজানন্দ পড়তেন রানীগঞ্জ হাই স্কুলে। আর তাঁর বন্ধু সম্পর্কে শৈলজানন্দ নিজে লিখেছেন - 'ব্যবস্থা হল, শিয়াড়শোল খড়দিয়ে ছাওয়া এই ছোট্ট ঘর খানির নাম - 'মহমেডেন-বোর্ডিং'। পাঁচটি মুসলমান ছেলে বাস করে এখানে।

সেই পাঁচটি ছেলের ভিতর একটি হল - দুখু মিঞা। ভালো নাম - কাজি নজরুল ইসলাম।'

৪. ইংরেজ আমলে গ্রন্থাগার কে কেন্দ্র করে কোন স্বদেশী বা বিপ্লবী কার্যধারা থেকে থাকলে তার বিবরণ :

সরস্বতী কর্ম-মন্দির বা সরস্বতী লাইব্রেরি মূলত বিপ্লবী কার্যধারা পরিচালনার কেন্দ্র ছিল। অস্ত্র সংগ্রহ, বোমা নির্মাণের কৌশল, অস্ত্র চালানোর শিক্ষা, ডিনামাইট সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ এই কেন্দ্র থেকে গোপনে পরিচালনা হতো। রানীগঞ্জ সংলগ্ন অঞ্চলে বৈপ্লবিক কর্মকান্ড গোপনে পরিচালনা এবং বাংলা, বিহার ও অন্যান্য অঞ্চলের বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয় স্থল হিসাবেও এই প্রতিষ্ঠান নীরবে কাজ করেছে।

বিহারের সমাজ বাদী বিপ্লবী জয়প্রকাশ নারায়ন ও এক সময় নিকটবর্তী মোগমা থেকে পালিয়ে এসে এই প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়ে ছিলেন কিছুদিন।

একবার এই প্রতিষ্ঠানে পুলিশ হানা দেবে আশঙ্কায় কর্ম মন্দিরের লাইব্রেরির বইয়ের আলমারি সরিয়ে দেওয়া হয় শেখ কালুর হেফে। তাড়াতাড়ি সব কিছু সরানো সম্ভব হয়না। পুলিশ এসে কিছু আপত্তিকর কাগজপত্র ও লুকানো বোমা পায় ঘরটি পুলিশ ভেঙ্গে দেয়। রানীগঞ্জে যখন বন্দুক ছিনাইয়ের ঘটনা ঘটে তখন পুলিশের রোষের স্বীকার হতে হয় এই প্রতিষ্ঠানটিকে।

রেল ও সড়ক পথের যোগাযোগ, বিস্তীর্ণ কোলিয়ারি অধ্যুষিত জনপদ এবং দক্ষিণে দামোদর নদ ও মেজিয়ার জঙ্গল, ভৌগলিক দিক থেকে রানীগঞ্জকে করে তুলেছিল গুরুত্বপূর্ণ।

রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি তার দীর্ঘ সময়ে যে বৈপ্লবিক কর্ম-কান্ড পরিচালিত করেছে, বিভিন্ন সময়ে তার সাথে যুক্ত থেকেছেন সিহাড়সোলের নিবারণ চন্দ্র ঘটক ও রানীগঞ্জের ভীমাচরণ রায়। তিনি রানীগঞ্জের গান্ধী নামে পরিচিত। তাঁর মাসীমা বিপ্লবীদের মাসীমা বলে পরিচিত হয়েছিলেন। বৈপ্লবিক কর্ম-কান্ডে জড়িত থাকার জন্য তাঁর কারাদন্ড হয়েছিল। বাংলাদেশে এর আগে কোনো মহিলার কারাদন্ড হয়েছিল কিনা জানা যায়নি।

এছাড়া ছিলেন রানীগঞ্জের দুর্গাদাস হালদার, অমূল্যরতন ঘোষ, বনোয়ারি লাল বালোটিয়া, সেখ কালু (এঁর একটি প্রেস ছিল যেটি বিপ্লবী কর্ম-কান্ডের সঙ্গে গোপনভাবে জড়িত ছিল) আসানসোলের রামনাথ পান্ড্র, কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাকরের জয়নারায়ন শর্মা, কালুরাম আগরওয়াল, দুর্গাপুরের শচীনন্দন অধিকারী।

৫. গ্রন্থাগারটি সরকার পোষিত হয়ে থাকলে, কোন বছর থেকে তার বিবরণ :

রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি সরকার পোষিত শহর গ্রন্থাগার রূপে অনুমোদিত হয় ১৯৬৫ সালে। তখনই গ্রন্থাগারের নতুন ভবন তৈরির জন্য ২২হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়। তারপর গ্রন্থাগারের নতুন ভবন তৈরির কাজ আরম্ভ হয়। গ্রন্থাগারের সম্পদ - বই, আলমারি, বৈদ্যুতিক পাখা, দেওয়াল ঘড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন কর্ম-কর্তাদের বাড়ি আশ্রয় পায়। গ্রন্থাগার ভবনটি হবার পর পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে আসে সরকের হাওয়া। নব নির্মিত ভবনটি স্থানীয় যুবকবৃন্দ দখল করে নেন।

এই ভবনে 'কালচারালফোরাম' নামে একটি ক্লাবের জন্ম হয়। তারা ক্লাবের উন্নয়নে তৎকালীন ক্যাবারে নৃত্যের নায়িকা মিস্ শেফালীর নৃত্যানুষ্ঠান ও জুনিয়ার পি. সি. সরকারের ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান সংগঠিত করে।

রানীগঞ্জ শহরে প্রথম টি. ভি. আসে এই ভবনে ক্লাব সদস্যদের জন্য। তাছাড়াও এখানে টেবিল টেনিস, ক্যারাম, ইত্যাদি গেমসেরও ব্যবস্থা ছিল। ধীরে ধীরে রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি লোক চক্ষুর আড়ালে চলে যায়।

৫. ১৯৭৭ সালে সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তন, গাঁয়ে গঞ্জে নতুন সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা, রাজ্য বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বৃদ্ধি :

১৯৭৭-এ পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক পালা বদলের পর স্থানীয় মানুষ নতুন করে গ্রন্থাগারটির বিষয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। রাজ্যের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র রানীগঞ্জে এলে তাঁর হাতে একটি স্মারক লিপি তুলে দেওয়া হয়। বিষয়টি তিনি তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দেখতে অনুরোধ করেন। শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হস্তক্ষেপে জেলা শাসক, আসানসোলের মহকুমা শাসক, জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক ও সমাজশিক্ষা বিভাগের অন্যান্য আধিকারিকদের তৎপরতায় ১৯৭৯ সালের ২রা মে রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরিকে দ্বার পুনরায় উন্মুক্ত হয় জনসাধারণের জন্য।

৬. স্থানীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারটির ভূমিকা :

বর্তমানে গ্রন্থাগারে ১২ হাজার বই আছে। ৪টি দৈনিক পত্র ও ১৫টি সাময়িক পত্র, পত্রিকা নিয়মিত গ্রন্থাগারে আসে। পাঠককে একসঙ্গে ২৫ জনের বসে পড়বার ব্যবস্থা আছে। সমস্ত বই বাংলা বর্গীকরণ সূচী অনুযায়ী সূচীবদ্ধ আছে। নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সংখ্যা পাঁচশ। নিয়মিত বিভাগগুলির মধ্যে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র ছাড়া জনপ্রিয় বিভাগ কেরিয়ার গাইড বিভাগটি। মহিলা ও শিশুরা প্রতিষ্ঠানটিকে নিজেদের মনে করে ব্যবহার করে। এছাড়া আছে তিনশ জন বসবার স্থান সলেগ্ন বিরাট মুক্ত মঞ্চ। যা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কাজে ব্যবহৃত হয়।

বর্ধমান জেলার প্রথম জেলা গ্রন্থ মেলা ১৯৮৩ সালে রানীগঞ্জে সংগঠিত হয় এই গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে। তারপর থেকে প্রতি বছর সংগঠিত হয়ে আসছে রানীগঞ্জ বই মেলা। জেলা গ্রন্থমেলা দ্বিতীয় বারের জন্যও অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে ১৯৯৭-এ। তাছাড়া গ্রন্থাগার দিবস, আলোচনা চক্র, এলাকায় ৪টি প্রবীন গ্রন্থাগার নিয়ে গ্রন্থাগার আলোচনা পরিচালনা। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এই প্রতিষ্ঠানটিতে।

বর্তমান নির্বাচন কমিটি নির্বাচিত হয়েছেন ১৯৯৯-এ সম্পাদক বাসন্তি প্রসাদ সরকার সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ। এলাকার সাংস্কৃতিক কর্ম-কাণ্ডের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ দিন ধরে যুক্ত। সভাপতি হরিদাস পাঠক ঐতিহ্য মন্ডিত রানীগঞ্জ হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও রানীগঞ্জ পৌরসভার প্রাক্তন উপ-পৌরপ্রধান। গ্রন্থাগারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আছেন রানীগঞ্জ পৌরসভার বর্তমান পুরপ্রধান ঋনু দত্ত স্বয়ং এবং মেম্বার ইন কাউন্সিল অনুপ মিত্র ও রবীন্দ্রনাথ পাল। এছাড়া রয়েছেন রানীগঞ্জের অগণিত মানুষ যাঁরা চাইছেন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগার এবং ওই একই বছর প্রতিষ্ঠিত রানীগঞ্জ পৌরসভা যা আগামী ২০০১ সালে ১২৫ বছরে পদার্পন করবে তা আগামী ২০০১ সালে এক উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিতে ভাস্বর হয়ে উঠুক রানীগঞ্জের বুকে।

৭. প্রস্তাব

গ্রন্থাগার পরিষেবাকে জনপ্রিয় করা এবং তার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলায় জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক যে উদ্যোগ নিয়েছে তার সাথে এই সব স্থানীয় ইতিহাস সংগ্রহ করে তার সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিলে অনেক অজানা তথ্য অন্ধকার থেকে আলোয় উঠে আসবে।

প্রকাশক-গ্রন্থাগারিক-পাঠক সম্পর্ক

গত ২৫শে এপ্রিল বাংলা একাডেমীর জীবনানন্দ সভাঘরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বাংলা একাডেমী ও বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার যৌথ উদ্যোগে প্রকাশক-গ্রন্থাগারিক-পাঠক সম্পর্ক বিষয়ে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভা সঞ্চালন করেন বাংলা একাডেমীর সচিব শ্রী সনৎ চট্টোপাধ্যায়। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক হোসেনুর রহমান, অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্ত্তী, রবীন বল, অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী। প্রকাশকদের পক্ষ থেকে সবিতেন্দ্রনাথ রায় উপস্থিত সকলকে আলোচনা চক্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। বক্তাদের বই ও ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়।

আলোচনার সূত্রপাত করেন অধ্যাপক হোসেনুর রহমান। তাঁর ভাষণে উল্লেখযোগ্য বই লেখা ও প্রকাশনার বিষয়ে যেমন ছিল আবার পুস্তক বিক্রেতা চাহিদা অনুসারে সময়মত বই ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়ার অভিজ্ঞতার বিষয়ের উল্লেখ ছিল। পাণ্ডিত্যপূর্ণ বইয়ের লেখা ও প্রকাশনা খুবই গুরত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

প্রকাশক রবীন বল বলেন কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি ধরণের প্রকাশনা প্রয়োজন এ বিষয়ে এবং কোন কোন বইয়ের মুদ্রণ শেষ হয়ে গেছে এবং পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন এ বিষয়ে গ্রন্থাগারিকদের সাহায্য ও অভিজ্ঞতা জানতে চান।

অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী বলেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান গবেষণাও বহুজাতিক কর্পোরেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ফলে প্রকাশনার বিষয়ও তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকছে। আমাদের দেশের প্রকাশকদের দৃষ্টিভঙ্গী স্থির করতে হবে কি ছাপবেন এবং কেন ছাপবেন।

অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী বলেন এই ধরণের আলোচনা মাঝে মাঝে হয় — কোন পরিকল্পনা থাকে না। রাজ্যে বাংলা বই প্রচুর কিনছে গ্রন্থাগারগুলি। সরকারও ২-৩ কোটি টাকার বই কেনার ক্ষেত্রে ব্যয় করছে শুধু সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে। প্রকাশকরা বিপননের দিকটা গুরুত্ব দেন না। একটা ভাল গ্রন্থপঞ্জী নেই। গীল্ড যে গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করে তা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক - প্রকাশকদের মধ্যে সহযোগিতা হ'তে পারে।

সভার শেষে বিপননের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সবিতেন্দ্র নাথ রায়।

চিঠিপত্র

শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রী, আজীবন সদস্য, কর্মসূত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন মুখ্যগ্রন্থাগারিক, '৬০-এর দশকের সক্রিয় কর্মী নিচের চিঠিটি লিখেছেন। এতে পরিষদের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ-এর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ডাকে সারা দিয়ে অন্য সদস্যরা যদি এগিয়ে আসেন তবে 'গ্রন্থাগার'কে হয়ত সংকটের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

সম্পাদক

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
কলকাতা -
সবিনয় নিবেদন,

গ্রন্থাগার পত্রিকার কার্তিক, ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে পত্রিকার অর্থসঙ্কটের কথা জানতে পারলাম। বাংলা ভাষায় একটি প্রয়োগ বিদ্যার (টেকনিক্যাল) পত্রিকার পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস ও স্থায়ীত্ব বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। যে পত্রিকাটি কর্মজীবনের শুরু থেকে আজ ৪০ বছর আমার সঙ্গী তার এই পরিসমাপ্তি স্বভাবতই মনে দারুন ক্ষোভ ও দুঃখের সঞ্চার করে। আজ ৮ বছর অবসর জীবন যাপন করলেও এই দুঃখজনক ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে না থেকে দু একটি কথা বলতে চাই।

আমরা যারা কর্মজীবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে সুদিনে-দুর্দিনে নিত্যসঙ্গী মেনেছি তার এই পঞ্চাশ বছরের পত্রিকাটির ত্রাণ সম্ভার করতে আমার প্রস্তাব -

১. (ক) যাঁরা অবসরপ্রাপ্ত, তারা এককালীন ৫০০/১০০০ টাকা দিয়ে একটি "গ্রন্থাগার তহবিল" গড়ে তুলি।

(খ) যাঁরা কর্মরত (হয়তো অনেকেই আজকের তুলনায় আমাদের মত নিম্নআয়ভুক্ত নন) তাঁরা ১০০০ টাকা দান করে এই তহবিল গড়তে সাহায্য করুন।

২. অর্থসঙ্কট দূর করতে আরেকটি পন্থা - মাসিক পত্রিকাটি দ্বিমাসিক করা।

আমার এই প্রস্তাব সর্বজনগ্রাহ্য হলে খুশী হবো এবং আমিও সীমিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবো।

শুনেছি, বর্তমানে পরিষদ সদস্য সংখ্যা ২৭০০, তারই প্রেক্ষিতে ১০০-২০০ জন যদি একটি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তাহলে এই সম্মিলিত মহান প্রচেষ্টা কখনই বিফলে যাবে না।

ধন্যবাদ ও নমস্কার জানবেন।

২/৩এ, কেয়াতলা রোড — কৃষ্ণা দত্ত
কলকাতা - ৭০০ ০২৯. — ৪-১১-২০০০

পুঃ - শ্রীমতী দত্ত উক্ত পত্রের সঙ্গে টাকা ১০০০/- (এক হাজার টাকা মাত্র) পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমরা উক্ত অর্থের প্রাপ্তি স্বীকার করেছি ও আবার তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সম্পাদক

GRANTHAGAR

Vol. 50; No 12 March, 2001

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

Editorial : Ourselves

Being the 50th anniversary editorial, makes an appraisal of the organ of the Bengal Library Association in fulfilling the objectives of publishing the trends of library science and services in the state, the dynamism of library professionals, the activities of different library organisations etc.

Highlights the features of important articles, editorials that have been published since the first issue of the organ. Different problems of publishing the organ on a regular basis including the financial one are also focused.

Ray, Nihar Ranjan, Forward to the first issue.

Focuses on the need for publishing an organ of the Association. In this connection refers to the initiative taken by the Ballygunge Institute Calcutta, in publishing a fortnightly journal named 'Pathagar' which was however stopped for a variety of reasons.

While elaborating on the background for the emergence of an organ of the Association of its own, urges upon the library professionals of the state to sustain the venture by contributing articles on the different facets of library science and services in the state.

Editorial of the first issue of the Granthagar.

Narrates the background for the publication of an organ of the Association. Highlights on the fact as to how the organ can act as a link between the library professionals, and members of the public. Lands the initiative of the state Govt. in offering financial help to the cause of library movement.

Urges upon the library professionals to compile a book on the terminology of different terms used in library science in Bengali. Also informs about the plan to publish an index of articles published in Bengal journals and magazines.

Mukhopadhyay, Nirmalendu. About the 'Granthagar', a periodical.

Highlights on the different phases in the publication of the monthly organ of the Association. Describes in detail the efforts of the different editors in the regular publication of the organ, publishing a number of articles on a variety of subjects covering different facets of library science, library science training and library services, the trials and tribulations etc.

Nagraj, M. N. Milestones in the path of library service in India.

Highlights on the different stages in the development of library services in India Also discuses the efforts of the Maharaja of Baroda in introducing library services and training in his state, the efforts in Andhra Pradesh and other states. Discusses provision of library services in the planning process as well as financial help for the different five year plan including the establishment of Raja Rammohan Library Foundation as a centralised agency to oversee the development of library services in the different states.

Ohdedar, A.K.

What makes a library great.

Refers to Rabindra Nath Tagore's views on the functions of a library as were expressed in his address as chairman, Reception Committee, All India Library Conference, Calcutta, December 1926. The author questions as to whether of the two versions

(English and Bengali) which one was read at the confirms and suggests his opinion on the issue.

Ghosh, Sunil Behari. Printed reference material in Bengali.

Narrates historical background on the printed reference materials in Bengali. In this connection the author refers among other things, to a letter (dt. 17 Bhadra, 1301) written by late Rajnarayan Bose to the Secretary, Bangiya Shilya Parishad informing his donation of Long's Descriptive catalogue of Bengali books, to the Parishad.

Ray Chaudhri, Prabir. Down memory lane.

Refers with deep reverence the contribution of the different activists (who were eminent persons as well) in maintaing the daily routine activities of the Bengal Library Association while at the same spearheading library movement in the State, imparting training in library science etc. emphasizes on the point that as a dynamic social organisation, the Bengal library Association works as a forum for all who are interested in libraries, in the improvement of library science, irrespective of their political affiliation.

Mitra, Dr. Tarun Kumar. On system approach in ancient India.

Gives an acceptable definition of tantra and its different ramifications.

Mukhopadhyay, Dr. Barun Kumar. New horizones in public library services.

While giving a background of libraries and library services, emphasizes on the role of public libraries, he refers to the emergence of Community Information SERVICE (CIS) and Community Library and Information Centre (CLIC) as nodal points of library services in the urban and rural areas.

Bandyopadhyay, Ratna. Library in the light of information technology.

Describes the different facets of Information technology as applied to libraries. In this connection the author refers to the role of internet, CD ROM, on line catalogue, Polymedia electronic library, Digital and Virtual libraries.

Chandra, Biren. Library movement in state and library services.

While describing the background of library movement and emphasizes on the organisation, administrative structure, library Seicene planning of the different public libraries in the state.

Saha, Ramkrishna. Ranganathan's Five Laws of Library Seicnce and modernisation of public libraries in the state : an outline.

Modernisation of public libraries is discussed in the background of the essence of the Five Laws of Library Science. While discussing the outline of the modernisation scheme, refers also to digital library, virtual library, ploymedia, data base. Also refers to the need for retrain the library state to be rendered pinpointed, exhaustive, expeditious service from the now almost stagnated public libraries.

Das, Benode Behari and others. Rules for cataloguing of Bengali books.

Describes in detail the different steps involved in cataloguing Bengali books. Discuses among other thing the modification of rules of AACR2 to match, with that of cataloguing of Bengali books, subject headings for such books etc.

Mukherjee, Bijaypada & Manna, Debabrata. Facts cataloguing.

Whole discussing 'facts cataloguing' refers to cataloguing of non-book materials, Acts catalogue etc., appends a list of terminology.

Mukherjee, Dr. Pinakinath. Subject headings list in Bengali language.

Discusses the problems of subject headings list in Bengali. Relerce among other things to the problem of terminology and possible way for solving the same.

Bengal Library Association. Maldah District Conference.

Refers to the 15th District Conference, held on 28.01.2001 at Maldah District Library.

Majumder, Krishnapada. District book fairs. Some Comments.

Discusses the importance of district book fair in promoting reading habits amongst the member of the public. Also points out the position and negative effects of book fairs and suggests some corrective measures.

Letters to the Editor.

1. Sri S Ghosh from Taki District Library informs that a readers' forum has been formed to monitor library service of library.
2. Sri Asok Pramanik from Kutaighata, Birbhum expresses his despair although declared to develop the school libraries, the State GOVT.. has not made any grants to the said school library for the last 15 years and asks the BLA to take up the issue with Govt.

Govt order. Recruitment qualifications for college libraries.

The Principal Secretary to the Govt of West Bengal in his letter no.

$\frac{89\text{-Edn (CS)}}{8R\text{-}1/99}$ dt. 17.1.01

Stipulates the qualifications necessary for the recruitment of college libraries.

Vol. 51: No 1 April-May, 2001

Editorial

While discussing some of the plans for the Granthagar in the 51st year, falls a balance sheet of the previous year in respect of regularity of publication, members subscription issue, issue of sending articles for publications.

In view of the ensuing State Assembly elections, urges upon library professonals specially those working in the public libraries to see to it that the pace of development of library services, public libraries in particular are followed up.

Bandyopadhyay, Ratna. Use of public library in America - some expereiences. Describes the striking features of public library services in the USA including the cases of children doing their project works in public libraries, special programmes for developing reading habits of children, the voluntary services rendered by the retired person in such libraries etc.

Ghosh, Sipra. Problems of school library services and some suggested solutions : a regional survey while discussing some of the problems of school libraries and their corresponding solutions, highlights on the survey of the school libraries in Baruipara (South 24 Parganas)

45th Bengal Library Conference : A report.

The conference was held from 19 December-20 December, 2000 at the Sarat Sadan, Howrah. It was inaugurated by Sri Buddhadev Bhattacharya, Hon. Chief Minister, West Bengal and Presided over by Sri Arun Dasgupta. The President of the working sersion was Sri Prabir Roychowdhury. Papers, on the theme of the conference were read at the conference, respectively by Sarvasri. Prabir Roychowdhury, Benode Behari Das, Kankan Sarkar, Jolly Bagchi, Milali Ghosh, Asoke Kumar Roy, Gita Chatterjee, Ramkrishna Saha, Dr. Bimal chandra Chatterjee, Netai ch. Ghatak, Biplab

756·3/.008/15

Chakrabarti, Salil chandra Khan, Sukhendu De, Sibananda Pal, Sasanka Dasgupta. A large number of delegates participated in the discussion among whom mention may be made of Sri Keshablal Chakrabarti, Somnath Banerjee and others.

Saha, Ramakrishna. Compilation of information sources for an organisation's history (paper submitted to the 45th Bengal Library Conference)

In connection with the theme of conference on local information sources, history etc. discusses the need for collection and preservation of such materials at university level. Emphasis on the point that due emphasis should be given by libraries to make their existence meaningful and viable in respect of the services noted.

Library news.

1. The Hon. Chief Minister of West Bengal, Sri Budhadev Bhattacharya, inaugurated the new building of the Balpai public library (Hooghly) on 8.3.2001. The library was put on fire by the anti-socials on 31 October, 1998. It has since been renovated by the enthusiasm and initiative of all sections of the local people.
2. Sibananda Pal's new book "Anupama Khajuraho" was released during the Calcutta Book Fair, by Sri Prabir Roychowdhury.
3. The re-union of the Dept. of Library and information service, Jadavpur University, was held on 24 February, 2001.
4. The 75th anniversary of Kashipur Institute Library was held on 26th February, 2001.
5. Library Day was observed at Mahesh Ramkrishna Library on 6 January, 2001.
6. New building of the children's section of the Anirban Sangha Library was inaugurated on 11.3.2001.
7. The new reading room of the Rabindra Bhaban and Sahid Nityananda Memorial Library was inaugurated on 20 February, 2001, by Sri Nemai Mal, Hon. Member of Libraries, WB.
8. The new building of the Mankanali Rural Library was inaugurated on 6.3.2001 by Sri. Partha De, Hon. Minister of Health, WB.
9. The three sections of Deulpara Sabuj Sangha Pathagar (Hooghly) was inaugurated by Sri Nemai Mal, Minister of Libraries, on 23.11.2000.
10. The 24th conference of the Burdwan District Branch of Bengal Library Association, was held on 1st April, 2001.
11. Library Day was observed by Rail Park Public Library, Rishra, Hooghly on 20.1.2000.

Bengal Library Association : Notice

Invites applications from children and youth libraries of West Bengal on the award of best children's and youth library.

Letters to the editor :

1. Sri Rajendra Prasad Mohanti of Badkulla, Nadia sends rejoinder to the letter of Sri Asoke Pramanik, on the School libraries of West Bengal.

2. Sri. Basudev Kar, of Rasipur, Midnapore, sends letter on the subject noted in item no. 1.

Memorandum from the Library Directorate, Govt. of West Bengal.

Directs all the public libraries of West Bengal to prepare catalogues and classify the books, acquired for the libraries. As regards cataloguing it is advised to follow AACR and for classification of books the DDC - Third Summary.

P 10, 210

Annual Subscription Rs. 120.00 **Postal Regd. No. WB/RNP-335**
Single Issue Rs. 10.00 **Regd. No. R. N. 2674/57**

GRANTHAGAR

Volume 51. No. 2 May-June, 2001

CONTENTS

	Page
Libraries should be brought to the Public (Editorial)	33
Dr. Pinakinath Mukhopadhyay Subject heading list : an effort (pt II)	35
Salilchandra Khan, Srabana Ghosh and Binode Behari Das Local History and Collection of Information for service to the readers : A review based on University	41
Sibananda Pal Local history collection and Information source related service.	44
Publisher-Reader-Librarian relation	48
Letters to the Editor	49
English Abstracts	50

Bhattacharya. rsity Central ... (BO)

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Associ... ed from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. Phone : 244-6866. Printed ... P-4A, C.I.T. Road, Calcutta - 700 014.
Editor : Ramkrishna Saha. *Associate Editor* : Nirmalya Roy

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫১, সংখ্যা ৩ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা সহঃ সম্পাদক : নির্মাল্য রায় আষাঢ়, ১৪০৮

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

নতুন রাজ্য সরকার ও আগামী দিনের গ্রন্থাগার উন্নয়ন (সম্পাদকীয়) ৫৪

অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬
গবেষকের মূল্যায়নে বিদেশী প্রকাশনার সংখ্যা - একটি ক্ষতিকর নীতি

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়
কৃষি সম্প্রসারণে গ্রামীন গ্রন্থাগারের ভূমিকা

গীতা চট্টোপাধ্যায় ৬৩
উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থাগারবৃত্তিতে বাঙালী মনীষা : চন্দ্রনাথ বসু

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণের গ্রন্থাগার সমিতির ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও সম্মেলন ৬৭

গ্রন্থাগার সংবাদ ৭০

শোক সংবাদ ৭০

গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে দাতাদের তালিকা ৭০

English Abstracts ৭১

৪৯বর্ষের গ্রন্থাগারের বার্ষিক নির্ঘন্ট (I-IV)

'গ্রন্থাগার'-এ লেখা পাঠানোর সময় নীচের বিষয়গুলি নজর দিন

গ্রন্থাগার বৃত্তি ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে গ্রন্থাগার পত্রিকায় তাদের অভিজ্ঞতা ও মননশীলতার বিবরণ, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার সংবাদ প্রভৃতির জন্য সাদর আহ্বান জানাচ্ছে। এই পত্রিকাটি ৫০ বৎসর অতিক্রম করেছে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। মাতৃভাষায় এতদিন যাবৎ একটি পত্রিকা বাঁচিয়ে রাখা গৌরবের বিষয়। স্বভাবতই আমাদের বৃত্তির এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একে আরও ভাল প্রকাশনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এখানে আপনার ভূমিকা কম নয়।

সম্পাদকের কাছে যে সমস্ত লেখা আসে তাতে কতগুলি মূল তথ্য থাকে না, ফলে অসুবিধা হয়। এগুলি যাতে থাকে এজন্য কয়েকটি বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন। এতে পত্রিকার মান বাড়বে এবং পত্রিকাটি সমৃদ্ধ হবে।

১. লেখার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা, পিন কোড সহ পরিষ্কার ভাবে লেখা থাকবে। কর্মস্থলের ঠিকানা থাকা প্রয়োজন।

২. লেখা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের কাগজে এক পৃষ্ঠায় লেখা প্রয়োজন।

৩. ইংরাজী ভাষায় লেখার আখ্যা, লেখকের নাম দিলে বানানগত সমস্যা এবং আখ্যার সঠিক দ্যোতনা প্রকাশ পায়।

৪. বাংলা ও ইংরাজী সংক্ষিপ্তসার দিলে লেখার বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হয়।

৫. নীচের বিষয়গুলি উল্লেখ করে সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি থাকবে —

ক) লেখাটি গ্রন্থাগারে প্রকাশের জন্য পাঠানো হলো

খ) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হলো

গ) কপিরাইট পরিষদের

৬. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা বিশেষ প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। ইংরাজী ও বাংলা তথ্যসূত্র মিশিয়ে দিলে ভাল হয় না। বাংলা ও ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে। গ্রন্থপঞ্জীতে তথ্যসূত্রে সংখ্যা থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫১, সংখ্যা ৩ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা সহঃ সম্পাদক : নির্মালা রায় আষাঢ়, ১৪০৮

সম্পাদকীয়

নতুন রাজ্য সরকার ও আগামী দিনের গ্রন্থাগার উন্নয়ন

বিগত ১০ই মে রাজ্যের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো ত্রয়োদশ বিধানসভা গঠনের জন্য। নির্বাচনের ফল ঘোষিত হয়েছে ১৩ই মে। সমস্ত জল্পনা-কল্পনা অবসানের পর বামফ্রন্ট দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়েছে। শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। পূর্বতন গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়ী হয়ে পুনর্বার গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন। তবে এবার পূর্ণমন্ত্রী। বামফ্রন্টের বর্তমান নির্বাচনে স্লোগান ছিল আরো সুসংহত ও উন্নততর বামফ্রন্ট। স্বভাবতই সরকার গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রী কর্মসংস্কৃতির উপর জোর দিয়েছেন নতুন স্লোগান দিয়েছেন 'Do it now'। এ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদপত্রগুলি, যাদের অধিকাংশই বৃহৎ ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন তারা এই প্রচেষ্টাকে স্বভাবগতভাবেই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে এক আশা আকাঙ্খার সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রীসভায় অনেক মন্ত্রী বয়সে তরুণ এবং কর্মঠ হিসাবে তাঁদের সুনাম আছে। আবার বেশ কিছু মন্ত্রী দীর্ঘদিন যাবৎ মন্ত্রীত্ব পদে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। দ্বিতীয়তঃ সরকার দপ্তর পরিচালনার ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চাইছেন। তৃতীয়তঃ সরকারী কর্মীদের বৃহত্তম সংস্থা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সরকারের প্রশাসনিক নীতির সপক্ষে রয়েছেন এবং তাঁরাও কর্মসংস্কৃতির পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। সবচাইতে বড় কথা সরকার জনগণের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে চাইছেন। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ যা চান বা তাঁরা সরকারী কাজকর্ম যেভাবে দেখতে ইচ্ছুক তার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হতে পারে এ আশা করা যেতে পারে।

পাশাপাশি রাজ্য সরকারের অধীন নয় এমন আরো কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলির উপর সফলতা নির্ভর করছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আর্থিক টানাটানি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা। কেন্দ্রীয় সরকার যাঁরা পরিচালনা করছেন তাঁরা যদি পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেন, যার সম্ভাবনা খুবই প্রবল কারণ রাজ্যের বিগত বন্যা ত্রাণের ক্ষেত্রে এবং গুজরাটের ভূমিকম্পে যে ভূমিকা দেখা গেছে তার থেকে আশা করা মুস্কিল যে এই মতবাদের পরিবর্তন হবে। আর্থিক বিষয়ের মধ্যে বাজেটের অধিকাংশ অর্থ ব্যয় হয় বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে। ফলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দ সামান্য অংশই থাকে। এই দুটি বাস্তব কারণ উন্নয়নের পথে বড় বাধা। তৃতীয় বড় বাধা হলো আমলাতন্ত্রের বাধা। প্রশাসনের অনেকে দ্রুত কাজ করতে চাইলেই যে তা সম্ভব হবে এমন নয়।

গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে তার বিপরীত কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই। তবে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অনেকগুলি সমস্যার সমাধান হয়েছে এবং অনেক ইতিবাচক দিক উন্মোচিত হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে রাজ্যে সরকারী এবং সরকারের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মীদের বেতন কাঠামোর ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও কিছু কিছু গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে যেমন জেলা গ্রন্থাগারিক, স্কুল গ্রন্থাগারিক, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে সুবিচার পাওয়া যায় নি, তবুও আজকের দিনে সদ্য নিয়োজিত কর্মীরা ২০/২৫ বছর আগে নিয়োজিত কর্মীদের অবস্থায় নেই। রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলিতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বেশ বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, গ্রন্থাগারিকরা মাসের বেতন

নাসেই পাচ্ছেন। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের অবসরকালীন সুযোগ; সুবিধার সমস্যা অনেকাংশেই মিটেছে যদিও শিক্ষকদের সমতুল পদমর্যাদা তাঁরা পায় নি এবং আজও তাদের নির্বাচন কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে হয় না। সাধারণ গ্রন্থাগারে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা শূন্য পদে নিয়োগের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। বিগত বছরে সারা রাজ্যে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের সদস্যদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য তিনটি ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। কিছু কিছু জেলায় গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শনের কাজ শুরু হয়েছে। গ্রন্থাগারগুলিতে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা গেছে। রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিষদ ভবনে কম্পিউটার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে পাঁচটি কোর্স করা সম্ভব হয়েছে। কলকাতা নগর গ্রন্থাগারের জমি পাওয়া গেছে এবং অর্থ জমা দেওয়া শুরু হয়েছে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা একটি কমিউনিটি লাইব্রেরি এবং ইনফরমেশন সেন্টার (CLIC) প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন জেলা ও শহর গ্রন্থাগারে Career Guidance Cell-এর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রী সেগুলি ভালভাবেই ব্যবহার করছেন প্রচার ব্যবস্থার দুর্বলতা সত্ত্বেও। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরির উন্নয়ন, বারাসতে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, রায়গঞ্জে জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, দার্জিলিং জেলা গোর্খা পার্বত্য পরিষদের অন্তর্ভুক্ত এলাকার জন্য স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় গ্রন্থাগার ভবন নির্মান, পুস্তক ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার সেমিনার অনুষ্ঠান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

স্বাভাবিকভাবেই নবনির্বাচিত সরকারের কাছে প্রত্যাশা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম প্রত্যাশা হলো গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যাপকতা ও মানোন্নয়ন করা। বর্তমানে সরকার পোষিত আড়াই হাজার গ্রন্থাগার ৮ কোটি জনসাধারণের পরিষেবা দেওয়ার পক্ষে অতি দুর্বল এবং সমাজে প্রভাব ফেলতে অসমর্থ। স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের পাশাপাশি রয়েছে জনসাধারণের উদ্যোগে পরিচালিত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী গ্রন্থাগার যার সংখ্যা প্রায় সমপরিমান। এই গ্রন্থাগারের বড় অংশে অনুদান পেত DACSE থেকে, পৌরসভা থেকে। এই অনুদানগুলি বন্ধ হয়ে আছে দীর্ঘ দিন। এদের মূলসমস্যা হলো কর্মী সমস্যা। আজকের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাশ্রমের কদর নেই, আর অগণিত যুবক বেকারত্বের জ্বালায় কালাডিপাত করছে। একসময় রাজ্য সরকার এদের বেকার ভাতা দিত। আজ যে সব স্বেচ্ছাসেবী গ্রন্থাগার রয়েছে তাদের মধ্যে চালু ভাল গ্রন্থাগারগুলিকে ১০-১২ হাজার টাকা বার্ষিক অনুদান দিলে তারা বই, আসবাবপত্র যেমন কিনতে পারে আবার স্বেচ্ছাকর্মীদের আর্থিক সাহায্যও করতে পারে। স্বেচ্ছাকর্মীরাও কাজের মধ্যে উৎসাহ পায়। এদের মধ্যে অনেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রন্থাগার বৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গ্রন্থাগার দপ্তর বছরে প্রায় ৪৮-৫০ কোটি টাকা ব্যয় করছেন, যদিও এর সিংহভাগ যায় বেতন দিতে কিন্তু বই, পত্র-পত্রিকা ও আসবাব পত্রে ব্যয় যথেষ্টই। কিন্তু যে আশা নিয়ে গ্রন্থাগার আইন হয়েছিল এবং পোষিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছিল তা কতটা পূরণ হয়েছে তার মূল্যায়ন করার সময় অনেক আগে অতিক্রান্ত হলেও প্রয়োজনীয়তা শেষ হয় নি। সুতরাং গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে মূল্যায়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন। মামুলী অডিট নয় প্রয়োজন সবদিক খতিয়ে দেখা। যে গ্রন্থাগার ভাল কাজ করছেন, যাঁরা চেষ্টা করছেন তাদের সঙ্গে ঘুমন্ত গ্রন্থাগারকে মিশিয়ে দেখলে অপচয় বাড়বে। যাঁরা ভাল কাজ করছেন তাঁদের Incentive যেমন দেওয়া প্রয়োজন আবার যারা ঘুমিয়ে রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। কর্মসংস্কৃতির প্রশ্নে গ্রন্থাগারগুলিকে জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্মীরা অস্বীকার করতে পারেন না। যারা গ্রন্থাগারে আসতে অপারগ, বয়সের দরুণ, সামাজিক বাধার দরুণ, রোগের কারণে তারা কি গ্রন্থাগার পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকবেন? স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গোড়ার দিকে ভ্রাম্যমান পরিষেবা ছিল তার জন্য গাড়ী ছিল, সাইকেল দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কালক্রমে বেশিরভাগ জেলা গ্রন্থাগারে ঐ যান অচল হয়ে গেছে; কিন্তু আজ মফঃস্বল শহরে, গ্রামে রাস্তা-ঘাট হয়েছে বাস চলাচল বহুগুণ বেড়েছে তার সুযোগ গ্রহণ করে ভ্রাম্যমান পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা অসম্ভব নয়। তবে শূন্য পদে নিয়োগ সুনিশ্চিত করে এই পরিষেবার ব্যবস্থা শুরু করা কর্তব্য।

গবেষকের মূল্যায়নে বিদেশী প্রকাশনার সংখ্যা — একটি ক্ষতিকর নীতি

ডঃ অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

'Publish or Perish' — বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক ও অন্যান্য উচ্চ পদাধিকারীদের মধ্যে এইরকম একটা কথা প্রচলিত আছে। অর্থাৎ নিয়মিত আরো নতুন নতুন গবেষণা করতে হবে ও তার ফল, নিজের চিন্তা ভাবনা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে, জ্ঞানের ক্রমবিকাশ ঘটাতে হবে; না হলে তোমার খ্যাতি ও উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে — তোমার প্রকাশনা থেকে যাবে, তুমি হারিয়ে যাবে কালের স্রোতে।'

প্রসঙ্গতঃ যে কোনো বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক ইত্যাদি পদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে জানতে চাওয়া হয় ঐ ব্যক্তি বৃত্তির কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন? — তাঁর প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা কত ও কি কি? — এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল, কিন্তু এরপর জানতে চাওয়া হয় তাঁর কয়টি প্রবন্ধ বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ও কয়টি দেশী পত্রিকায়। সমস্যা এইখানেই। আন্তর্জাতিক মানের পত্রিকায় প্রকাশনার সংখ্যা জানতে চাইলে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু চাওয়া হয় বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত কয়টি প্রবন্ধ আছে! এর উপরেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কয়েকটি বিদেশী প্রকাশনা থাকতেই হবে!

ইংরাজ রাজত্বের কল্যাণে একসময়ে আমরা জানতাম দেশের ঠাকুরের চেয়ে বিদেশের কুকুরও বেশী খাতির পায়। প্রসঙ্গতঃ পূর্বে উল্লিখিত পদোন্নতি ও নিয়োগসমূহের ক্ষেত্রে আরো জানতে চাওয়া হয় তিনি কখনো বিদেশে গেছেন কিনা? - কতবার? - কোথায় কোথায় গেছেন ও কি জন্য? বিশাল দেশ ভারতের কোথায় কোথায় গেছেন ও কয়টি রাজ্য দেখেছেন তা জানার প্রয়োজন বোধ হয় না! জানতে চাওয়া হয় কখনো বিদেশের মাটিতে পা রেখেছেন কিনা!

আমরা জানি বহু তথাকথিত শিক্ষিত পরিবারই বিদেশ থেকে আনা নিকৃষ্ট মানের জিনিষকেও গর্বের সঙ্গে লোকের সামনে প্রদর্শন করে থাকেন ও দেশের প্রতিটি জিনিষই খারাপ এমন ভাব দেখান। সেখানকার কিছু ভাল ব্যবস্থা বা প্রথা এখানকার মতন করে এখানে চালু করা যায় কিনা সে প্রচেষ্টা না করে তাঁরা শুধু দেশের নিন্দা ও বিদেশের ভজনাতেই সার্থকতা বোধ করেন। একইরকম ভাবে আমাদের নীতি নির্ধারকেরাও দেশী পত্র-পত্রিকাগুলিকে হেয় করে বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিকে কদর দেন বেশী।

গবেষকের মূল্যায়নে বিদেশে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংখ্যাকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপকের প্রয়াস থাকে তাঁদের শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রবন্ধগুলি বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশ করার। আর অনুরোধ রাখতে বা প্রবন্ধের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য যেগুলি আছে বাজে লেখা দেশী পত্রিকায় পাঠান। এর ফলে দেশী পত্রিকার মান উন্নত হতে পারে না আর বিদেশী পত্রিকাগুলি ক্রমশঃ ফুলে ফেঁপে কলাগাছ। তাদের যেমন নাম - তার দশগুণ দাম।

একটু উদাহরণ দিলে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝা যাবে : শুধুমাত্র বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮১ থেকে ৯০ সালে পদার্থবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে পি এইচ.ডি কৃত গবেষকগণ যে সর্বমোট ২৫৭টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে ১৫৫টি বা প্রায় ৬০ শতাংশের বেশীই বিদেশী পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে।[১] (অনেক নামীদামী প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের মধ্যে এই প্রবণতা আরো বেশীই দেখা যায়)। আর যে সব বিদেশী পত্রিকায় ঐ প্রবন্ধগুলি ছাপা হয়েছে তাদের এক কপি করে কিনতে গেলে পদার্থবিদ্যার ২০টি ও গণিত শাস্ত্রের ৭টি, মোট ২৭টি পত্রিকার ক্রয়মূল্য পড়ে প্রায় ২৩,৫০,০০০/- (তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)[১,২]। আবার গবেষকরা সর্বদাই চান এই সমস্ত পত্র পত্রিকা তাঁদের প্রতিষ্ঠানে কেনা হোক। গবেষণার খাতিরে তার প্রয়োজনও হয়।

বিশাল অংকের বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করে গ্রন্থাগারে কিনে আনা পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে আমাদের দেশের লেখকদের অনেক লেখাই থাকে, যার বিনিময়ে তাঁরা কানাকড়িও পান না। অথচ তাঁদের প্রবন্ধের মেধাস্বত্ব (copy right) চলে যায় ঐ সব বিদেশী প্রকাশনা সংস্থার হাতে। তারা বিশাল অংকের ব্যবসা করে আর আমরা আমাদের দেশের গরীব জনসাধারণের পয়সায় গবেষণা চালিয়ে, তার ফলাফল সমৃদ্ধ লেখার মেধাস্বত্ব বিদেশী প্রকাশনার হাতে তুলে দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে —

বিদেশী পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপিয়েছি বলে। এও তো এক ধরণের Brain drain, অর্থের অভাবে অধিকাংশ পত্রিকাই আমরা কিনতে অপারগ হই। আমাদের প্রকাশিত প্রবন্ধ দেশের মানুষ পড়তে পায় না পয়সার অভাবে, তা থেকে উপকৃত হয় বিকশালী দেশের জন সাধারণ।

কিন্তু ঐ সব প্রবন্ধ যদি আমাদের দেশী পত্রিকায় প্রকাশিত হত তবে তাদের মানোন্নয়ন তো ঘটতই, এ ছাড়াও ছোট ছোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগারগুলিও স্বল্পমূল্যে ঐ সব পত্রিকা কিনতে পারত ও জ্ঞানের প্রসার ঘটত।

আমরা দেশের Patent অধিকার ও মেধাস্বত্ব নিয়ে বিভিন্ন স্থানে Patent awareness seminar করছি কিন্তু কী-ভাবে দেশের গবেষণা লব্ধ জ্ঞানের মেধাস্বত্ব হারাচ্ছি ও বিশাল অংকের ব্যবসা বিদেশীদের হাতে তুলে দিচ্ছি তা আমরা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারছি না। এভাবে আমাদের কর্ম সংখ্যক জ্ঞান পিপাসুদের অন্ধকারে রেখে নিজের দেশের বহুমুখী ক্ষতি সাধন করছি।

এ বিষয়ে সচেতন হবার সময় এসেছে। বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, গবেষকদের দেশী পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপানোয় উদ্বুদ্ধ করতে উদ্যোগ নিতে হবে। এতে আমাদের পত্রিকাগুলির তো মানোন্নয়ন হবেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিদেশী গবেষকরাও উৎসাহিত হবেন এখানকার পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করতে। এর ফলে বিশাল অংকের বিদেশীমুদ্রা খরচ না করেও দেশের গ্রন্থাগারগুলি আরো ভালো ভালো গবেষণা প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিক, গবেষক, শিক্ষকদের হাতে তুলে দিতে পারবে। এই সমস্ত পত্রিকা বিদেশের বাজারে তখন আরো বেশী করে স্থান পাবে ও আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের ব্যবসা বাড়বে। সমস্ত abstracting, indexing journal-এ ও citation index-এ তাদের সসম্মান স্থান হবে।

তবে এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগ নিতে হবে আমাদের নীতি-নির্ধারকদেরই। নিয়োগ বা পদোন্নতির জন্য বিদেশী পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রবন্ধের অতিরিক্ত গুরুত্ব বা সুবিধা দেওয়া বন্ধ করতে হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ পত্রিকার মূল সমস্যা দেরীতে প্রকাশন। এর একটা বড় কারণ ভালো প্রবন্ধ না পাওয়া। ভারতের বহু ভালো পত্রিকা আন্তর্জাতিক citation index বা abstracting/indexing journal-এ স্থান পায় না শুধুমাত্র দেরীতে প্রকাশিত হয় বলে। তাই এদের impact factor খুব কম হয়। এটা বুঝতে হবে যে, আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকার মান নির্ধারণে এই impact factor-কে গণ্য করা যায় না।

নিজেদের দেশের পত্র পত্রিকা সমূহের যথোপযুক্ত মান নির্ধারণ করতে হবে, সেগুলোর মানোন্নয়নে সাহায্য করতে হবে। গবেষক, ছাত্র শিক্ষক, বৈজ্ঞানিকদের দেশের পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করায় উৎসাহিত করতে হবে। তাতেই দেশের মঙ্গল।

References :

1. Bandyopadhyay, Amit Kumar. Bibliometric analysis of doctoral dissertations of the University of Burdwan : a study of information flow in some selective disciplines. Ph.D thesis, Jadavpur University, 1999.
2. Ulriche's International Periodicals Directory, 1999. New Jersey, R. R. Bowker. 5 Vols.
3. Conversion rate as per :
   Good Office Committee Report, 30th Nov. 2000.
   (In : ILA Newsletter. 16(II) Nov. 2000.)

কৃষি সম্প্রসারণে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা ঃ

সার্বিক ভাবেই ভারতীয় অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। একথাও অনস্বীকার্য যে, গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই কৃষির উপর ভরসা করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। ১৯৯১-এর আদমসুমারী অনুসারে মোট জনসংখ্যার ৭৪.৩ শতাংশ গ্রামে বসবাস করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গেও ৭৫ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।

বর্তমান কৃষি নির্ভর দেশীয় অর্থনীতির কয়েকটি নমুনা পেশ করছি। ২০০০-২০০১ বর্ষে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা রাখা হয়েছে ২১২ মিলিয়ন টন।

Export's Committee-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে 'Agricultural exports in April-November, 1999 Registered a decline of 11.6 percent which reduce the sector's share in the total export basket to 14.5 percent'।

অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে লক্ষ্য মাত্রার একটা বড় রকমের ফারাক থেকে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাজেট ২০০০-২০০১ বর্ষে Central plan outlay-তে কিভাবে কৃষি ক্ষেত্রে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে মাননীয় পাঠকেরা তা লক্ষ্য করুন।

Central plan outlay (By sectors, in Rs. Crore)

	1999-2000 (RE)	2000-2001 (BE)
Agriculture and Allied activities	3,017	3,623

আমাদের দেশীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে কৃষি সম্প্রসারণ এর ভূমিকা কোনো ভাবেই অস্বীকার করা যাবে না।

আধুনিকতার পথ বেয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছি এবং আজ এসে পৌঁছেছি তথ্য বিজ্ঞানের যুগে (IT era)। তথ্য চাই, সঠিক ও নির্ভুল তথ্য। তা পৌঁছাতে হবে সঠিক মানুষের হাতে এবং সবচেয়ে কম সময়ে (At the least possible time)।

গ্রন্থাগার আজ শুধু পাঠককে তার রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থ সরবরাহ করবে তাই নয়, গতানুগতিকতার বাইরে বেরিয়ে এসে সঠিক পাঠককে জীবন ও জীবিকার জন্যে প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য পরিবেশন করবে। পরিবেশন করতে হবে পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী ও খুব দ্রুত। FAO 1975 ও 1983 সালে সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার দিক দিয়ে সক্রিয় অংশ ও কৃষি শ্রমিকদের অনুপাতের ওপর যে তথ্য দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে,

মহাদেশ	জনসংখ্যায় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সক্রিয় অংশ		জনসংখ্যায় কৃষি শ্রমিকের অনুপাত		অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সক্রিয় অংশে কৃষি শ্রমিকের অনুপাত	
	1975	1983	1975	1983	1975	1983
এশিয়া	41.92	40.99	61.62	55.85	61.41	55.50
ইউরোপ	44.43	45.25	17.15	13.25	17.81	13.74

উৎস ঃ FAO Production year book 1984 (Vol. 38). Rome : FAO. 1985.

উন্নত দেশগুলিতে প্রতি এক শতাংশ কৃষি শ্রমিক থেকে জাতীয় আয় হয় এক শতাংশ বা তার বেশী। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই আয় 0.5 শতাংশ বা তার বেশী। এরই প্রভাব পড়ছে দেশের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে। অর্থাৎ গবেষণালব্ধ তথ্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সঠিকভাবে, সঠিক সময়ে কৃষিজীবী মানুষের হাতে পৌঁছাচ্ছে না। এই জায়গাতেই গ্রামীণ, গ্রন্থাগারগুলির কৃষিনির্ভর তথ্যভিত্তিক পরিষেবা দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

1994 সালের ইউনেস্কো কর্মসূচীতে বলা হয়েছে 'High quality and relevance to local needs and conditions are fundamental'.

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির পাঠকদের শ্রেণীবিভাগ করলে আমরা নিম্নলিখিত ভাগগুলি দেখতে পাই।

1. শিশু, কিশোর
2. যুবক/যুবতী
3. শিক্ষক/শিক্ষিকা
4. ছাত্র/ছাত্রী
5. চাকুরীরত প্রাপ্তবয়স্ক
6. গৃহবধূ
7. অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন কৃষিজীবী
8. অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি
9. সদা সাক্ষর মানুষ
10. অন্যান্য

Local needs বলতে এইসব পাঠকদের আঞ্চলিক চাহিদার কথা বলা হচ্ছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পাঠকদের একটা বড় অংশ হল অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন কৃষিজীবী মানুষ। এদের চাহিদা অবশ্যই তাদের জীবিকা কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এদের জন্যে যে সময়োপযোগী কৃষি বিষয়ক তথ্য পরিষেবা প্রয়োজন সেই প্রয়োজন বাস্তবে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি মেটাতে সক্ষম হচ্ছে কি? হলেও কতদূর? কিভাবে তা আরো উন্নত করা যাবে? এটাই আজকের জ্বলন্ত প্রশ্ন।

আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও পরিকাঠামোগত কিছু অসুবিধা যদিও অনেক কিছুরই অন্তরায় তবুও এ বিষয়ে দায়িত্বনিষ্ঠ, সচেতন গ্রন্থাগারিকের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে এবং তাঁরা সেই দায়িত্ব পালনে যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন। এই আশা করা যেতেই পারে।

কৃষি সম্প্রসারণ বা Agricultural extension বলতে বুঝি Agricultural extension is nothing but the dissemination of knowledge or new innovation from laboratory or research station to practical field and returning back the problem if any, identified during practical implementation to the concerned authority (Evaluation and feed-back).

অর্থাৎ সময়োপযোগী কৃষি বিষয়ক গবেষণালব্ধ তথ্যের সঠিক আদান-প্রদান, গবেষণাগার থেকে ব্যবহারিক কৃষি ক্ষেত্রে, যদি প্রয়োগগত কোনো অসুবিধা দেখা দেয় তা তৎক্ষণাৎ মূল্যায়ন ও পথনির্দেশ করা। এই দায়িত্ব পালনে গ্রামীণ গ্রন্থাগার একটি বড় ভূমিকা নিতে পারে।

দেশের শিক্ষিত জনগণ দেশের গর্ব। প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে গ্রন্থাগার সুদীর্ঘকাল থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে নিজ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের অগ্রগতির অন্যতম বাহক হল গ্রন্থাগার। যে কোনো প্রগতি বা অগ্রগতির (Development process) মূল লক্ষ্য হল দুটি।

(i) আঞ্চলিক বিকাশ (Area development)

(ii) অঞ্চলের জন সমষ্টির বিকাশ (Target group development and man power development)

কৃষিভিত্তিক তথ্য পরিষেবা প্রদানে একটি কথা অবশ্যই বিবেচনায় রাখা ভালো তা হল সঠিক তথ্যের সময়োপযোগী পরিবেশন। এখানে Retrospective information-এর কোনো স্থান নেই। সংবাদপত্রের অফিসের গ্রন্থাগারের মতই এখানেও 'Now or Never'.

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি প্রাঞ্জল হয়। ধরা যাক, রবি মরশুমে একজন পাঠক যদি উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের জাতি ও রোপনের সময় জিজ্ঞাসা করেন তাঁকে সেই উত্তর যথা সম্ভব সত্বর দিতে হবে। পরবর্তীতে আউশ ধানের মরশুমে এই তথ্য যদি তাঁকে দেওয়া হয় তবে এই তথ্যের যৌক্তিকতাই থাকবে না। কোনো একটি নির্দিষ্ট সপ্তাহের আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি পরামর্শ সেই সপ্তাহেই পাঠকের কাছে না পৌঁছালে গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে।

কৃষিনির্ভর তথ্যভিত্তিক পরিষেবা ঃ কয়েকটি সুপারিশ

(ক) গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকা, লিফলেট, প্যামফ্লেট সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবেশন করতে পারে। জাতীয় সার নিগম, বীজনিগম (Seed corporation), জাতীয় উদ্যানবিদ্যা বিভাগ (National Horticultural Board), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (যেমন - বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, নদীয়া), বিভিন্ন বেসরকারী সার ও কীটনাশক সংস্থা (Novartis, Lupin, Monsanto ইত্যাদি), বন দপ্তর ইত্যাদি এধরণের প্রচুর লিফলেট বা প্রচারপুস্তিকা প্রকাশ করে থাকেন।

বিষয়	লেখক	প্রাপ্তি স্থান	বিনিময় মূল্য
চীনা বাদামের চাষ	কৃষি অধিকার, পঃবঙ্গ সরকার	কৃষি তথ্য সংস্থা, কৃষি অধিকার পঃবঙ্গ সরকার ও সম্প্রসারণ বিভাগ, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।	—
সবুজ গোখাদ্য চাষ ও সংরক্ষণ	ডঃ অরুণ কুমার মুখার্জী ও মহঃ আব্দুর রকীব	সম্প্রসারণ শাখা বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	
ধানের টুংরো রোগ ও প্রতিকার	ডঃ শঙ্কর মুখোপাধ্যায়	ঐ	
আনারস চাষ	উদ্যান বিজ্ঞান বিভাগ,	ঐ	—

উদাহরণ স্বরূপ :

গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক এইসব ক্ষেত্রে পৃথক পরিগ্রহণ বই বা Accession Register ব্যবহার করতে পারেন। এইসব প্রচার পুস্তিকাগুলি খুবই তথ্যবহুল ও গবেষণা লব্ধ তথ্য সমন্বিত হয়।

(খ) ক্ষুদ্র ও সুলভ কৃষিবিষয়ক পত্রিকা :-

সরকারী ছাড়াও বেসরকারী উদ্যোগে অনেক ক্ষুদ্রকৃষি বিষয়ক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যাতে অনেক বিখ্যাত কৃষি বিশেষজ্ঞরা তথ্য বহুল মূল্যবান লেখা লেখেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগার এইগুলি সংগ্রহ করে প্রয়োজনানুযায়ী কৃষিজীবী পাঠককে সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে পারে। কয়েকটি এরকম পত্রিকা হল — সার সমাচার (ত্রৈমাসিক), সোনালী ফসল (পাক্ষিক), সবুজ সোনা (পাক্ষিক)। এছাড়াও যোজনা পত্রিকা গোষ্ঠীর 'ধনধান্যে' (মাসিক) — গ্রাহক মূল্য বার্ষিক ৭০টাকা, দ্বিবার্ষিক ১৩৫ টাকা।

"চাষবাস" (মাসিক) - প্রধান কার্যালয় অখিল মিস্ত্রী লেন, শিয়ালদহ, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৬ টাকা, বিশেষ সংখ্যার মূল্য ২০ টাকা, বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১০০ টাকা।

(গ) আঞ্চলিক নির্দেশ গ্রন্থ বা নামপঞ্জী তৈরী :

গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক ঐ অঞ্চলের উপর নির্দেশ গ্রন্থ বা নাম পঞ্জী তৈরী করতে পারেন। তথ্যের অনেকটাই কৃষি বিষয়ক। এই নির্দেশ গ্রন্থে জেলার অধ্যক্ষ, কৃষি আধিকারিক, তত্ত্বাবধায়ক কৃষি আধিকারিক, যৌথ পরিচালক কৃষি, নিকটস্থ কৃষি খামার, নার্সারী, সার-কীটনাশকের দোকান এদের ঠিকানা, ফোন নম্বর (সম্ভব হলে) অবশ্যই লিখে রাখতে হবে। অঞ্চলের প্রধান কৃষিজ ফসল যদি পাট হয় তবে তার সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বিনিময় মূল্য (গতবছর ও বর্তমান বছর) সংগ্রহে রাখতে হবে। অঞ্চলের মূল ফসল যদি আলু হয় তবে নিকটবর্তী হিমঘর, তার মালিকের নাম, ঠিকানা, হিমঘরের ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত হওয়া একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের কৃষি সমবায় সমিতি, কৃষকদের ঋণের সময়সীমা, অনুদান পাওয়ার পদ্ধতি ও ব্যবস্থা, জল ক্রয়ের মূল্য (সেচ) ইত্যাদি তথ্যবহুল নামপঞ্জী বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

(ঘ) ব্ল্যাক বোর্ড, বোর্ডের ব্যবহার :-

ব্ল্যাক বোর্ড বা বোর্ডে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক অনেক সময় তথ্য লিখেও পাঠকদের অবহিত করতে পারেন। কৃষিজ ফসলের বাজার দর, মাস হিসাবে সেই দরের ওঠানামা, সপ্তাহ ভিত্তিক কৃষি পরামর্শ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, ফসলের বীজ রোপণের সময়, বীজের রোপণ হার, বীজের মূল্য, সারের পরিমাণ এবং মূল্য ইত্যাদি তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে একজন গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক এই তথ্য পাবেন কি করে?

জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। Agriculture Finance Corporation Ltd. মাসিকভাবে Techno-Economic Feasibility Report প্রকাশ করে থাকেন। এতে কৃষিফসলের নাম, সর্বোচ্চ দাম-মাস, সর্বনিম্ন দাম-মাস এই হিসাবে নির্দেশিত থাকে। National Horticultural Boardও বুলেটিন প্রকাশ করে থাকে। অনেক তথ্য জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিকের কাছ থেকেই পাওয়া যায়।

(ঙ) সংবাদপত্র ভিত্তিক পরিষেবা (News Clippings Service)

সংবাদপত্র ভিত্তিক পরিষেবা কি ও কেন, তার ভবিষ্যত, গুরুত্ব ইত্যাদি আগেও আলোচিত হয়েছে। আমার শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীতুষার কান্তি সান্যাল মহাশয় এ বিষয়ে IASLIC

bulletin ও গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিশদ আলোচনা করেছেন।

বিভিন্ন সংবাদপত্রে সপ্তাহের কোনো বিশেষ দিনে একটি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় কৃষি বিষয়ক তথ্য দেওয়া হয়। এর মধ্যে আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি পরামর্শ, ফল-সব্জীর পাইকারী দর, কীট আক্রমণ প্রতিরক্ষা, বিপণন ব্যবস্থা, কৃষি বিষয়ক মানুষের বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রচুর তথ্য থাকে। আঞ্চলিকভাবেও এরকম অনেক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। পাঠকদের সংবাদপত্র পাঠের পর গ্রন্থাগারিক এই ধরণের তথ্য সম্বলিত সংবাদগুলি কেটে বিভিন্ন প্যাকেটে রেখে দেবেন। কাটিং-এর উপরে সংবাদ পত্রের নাম (অতি সংক্ষেপে), প্রকাশ তারিখ উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। প্যাকেটের উপর বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম সঠিকভাবে উল্লেখ করলে তা সঠিক পাঠককে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য পরিবেশনে সাহায্য করবে।

একটি স্বতন্ত্র খাতায় এই বিষয়ে পাঠকদের মতামত নিলে তা ভবিষ্যতে আরো উন্নত পরিষেবার সহায়ক হবে। পাঠকের সম্মতি নিয়ে পুরোনো সংবাদগুলি প্যাকেট থেকে বাতিল করা যেতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে ঐ অঞ্চলের শুধুমাত্র প্রধান কৃষি ফসল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করা যেতে পারে।

(চ) কর্মশালা, আলোচনাসভা, সমাবেশ :-

গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সম্মতি নিয়ে গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার সংলগ্ন মাঠ বা বড় জায়গা (যদি থাকে) তবে ঐ কাজ করতে পারবেন। বেসরকারী বিভিন্ন কীটনাশক ও সার প্রস্তুতকারক সংস্থার উদ্যোগে অনেক সময় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি অনেক সময় গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করার জায়গা পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি এই সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করতে পারে। গ্রন্থাগারিক এই কর্মশালা বা আলোচনা সভায় উপস্থিত থেকে সভা পরিচালনার কাজেও সাহায্য করতে পারবেন। সভা শেষে কৃষকদের যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তা তারা উপস্থিত বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করে সঠিক পরামর্শ নিতে পারবেন। গ্রন্থাগারিক প্রয়োজনে মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন। অর্থাৎ গ্রন্থাগারিক Liaison হিসাবে কাজ করবেন এবং নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে বিস্তৃত করার সুযোগ নেবেন। নিকটস্থ বা ঐ অঞ্চলের কৃষি বিজ্ঞানের ছাত্র, গবেষক, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ, সম্প্রসারণ অধিকারিক, কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক (KPS), তত্ত্বাবধায়ক অধ্যক্ষ কৃষি, বনবিভাগ ইত্যাদি সরকারী পদস্থ কর্মীদের আমন্ত্রণ জানালেও তাঁরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

সরকারী সাহায্যে কৃষি বিভাগ বিভিন্ন জেলায় স্লাইড শো করে থাকেন। নদীয়া জেলায় যৌথ পরিচালক কৃষি, তত্ত্বাবধায়ক অধ্যক্ষ, কৃষি আধিকারিক বহু জায়গায় স্লাইড শো-এর মাধ্যমে বন্ধুপোকা, শত্রুপোকা, চাষীদের চিনতে সাহায্য করছেন।

এছাড়াও নিকটবর্তী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যদি কর্মশালা, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন এবং তাতে যদি গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা আমন্ত্রণ পান তবে তা ভবিষ্যত কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণে সহায়ক হবে। প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীন গ্রন্থাগারিকেরা অনেক প্রচার পুস্তিকা, পোষ্টার সংগ্রহ করতে পারবেন। এইগুলি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পরবর্তীকালে কৃষিজীবী পাঠকের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে।

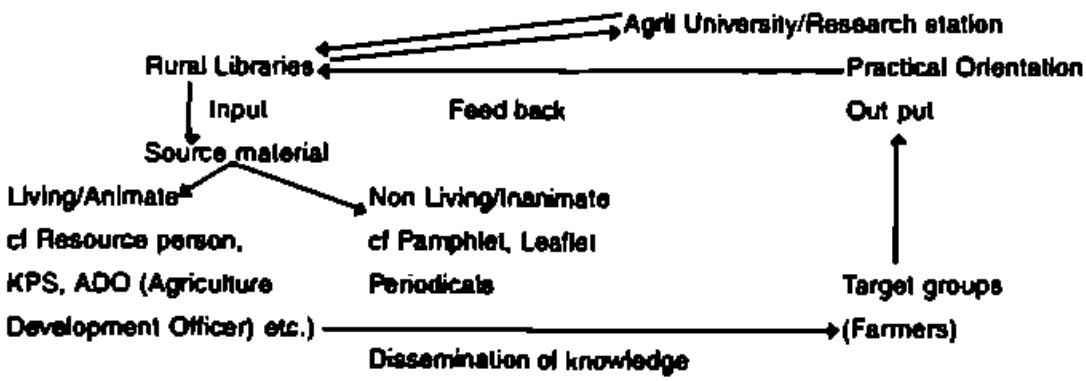

আমারই লেখা আগের একটি রচনা থেকে Diagram তুলে দিচ্ছি যা এই প্রকল্পকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করবে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কৃষি নির্ভর তথ্য ভিত্তিক পরিষেবার ক্ষেত্রে পূর্বে আলোচিত সবকটি সুপারিশই কোনো একটি নির্দিষ্ট

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পক্ষে বাস্তবে ফলপ্রসূ করা সম্ভব নয়। কিন্তু অধিকাংশগুলিই গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক পরীক্ষামূলকভাবে করে দেখতে পারবেন। এর জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সদিচ্ছা ও কাজ করার মানসিকতা।

পশ্চিমবঙ্গে ছয়টি (6) কৃষি গবেষণাকেন্দ্র ও সমসংখ্যক উপগবেষণা কেন্দ্র আছে। এছাড়া নদীয়ার মোহনপুরে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সদ্য গঠিত উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (কুচবিহার), বিশ্বভারতীর পল্লীশিক্ষাভবন ইত্যাদি থেকেও কৃষিক্ষেত্রে মূল্যবান গবেষণালব্ধ তথ্য ও পরামর্শ পাওয়া যায়।

মূল কৃষি গবেষণাকেন্দ্রগুলি নিম্নরূপ :—

(১) কালিম্পং (দার্জিলিং)

(২) পুন্ডিবাড়ী (কুচবিহার)

(৩) মাঝিয়াম (দঃ দিনাজপুর)

(৪) গয়েশপুর (নদীয়া)

(৫) ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর)

(৬) কাকদ্বীপ (দঃ ২৪ পরগণা)

অর্থাৎ অধিকাংশ জেলায় কৃষি গবেষণাকেন্দ্র আছে। এইসব গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন গবেষণালব্ধ তথ্যের জন্ম হচ্ছে। এই তথ্য বিস্তার তথা সম্প্রসারণে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও নিজেদের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টার সফল রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকা নেবে।

কয়েক বছর পূর্বে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার অনুরূপ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা তা আজও ফলপ্রসূ হয় নি।

অতীতের কথা ভুলে আজকের এই তথ্য বিস্ফোরণের যুগে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি এগিয়ে আসুক, তথ্য আদান-প্রদানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিক। গতানুগতিক পরিষেবার বাইরেও গ্রন্থাগারগুলি এইভাবে গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী জনসমষ্টির সাথে একাত্ম হতে পারবে। এতে গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই পরিষেবার মাধ্যমে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি নতুন নতুন গবেষণালব্ধ তথ্যের সহযোগিতায় কৃষিক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

—ঃ সূত্র নির্দেশ ঃ—

1. Anath Bandhu Mitra
Agricultural problems of West Bengal and remedies – Calcutta : K C Sarkar & Comp., 1988; P. 31-32

2. প্রভাত কুমার মজুমদার
জনসংখ্যাতত্ত্বের গোড়ার কথা, ২য় খন্ড — কলিকাতা : পঃ বঙ্গের রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১; পৃষ্ঠা ৫১-৫২

3. ব্যাসদেব চট্টোপাধ্যায়
কৃষি স্থিতি পরিসম্পৎ এবং সম্ভাবনা — (পশ্চিমবঙ্গ; বর্ষ ৩১, সংখ্যা ১৭-২১; পৃঃ ১৭-২১; ১৪০৪)

4. নির্মল চন্দ্র চৌধুরী ও অনঙ্গ ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত)
বিষয় সাধারণের গ্রন্থাগার — কলিকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৯০; পৃঃ ১৭৪-১৭৫

5. অসিতাভ দাশ
গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা — (গ্রন্থাগার; বর্ষ ৪৫, সংখ্যা ৮; পৃঃ ২৩-২৫, ১৪০২)

6. কল্পন সরকার
সাধারণ গ্রন্থাগারে তথ্য ব্যবস্থার রূপ ও তার বিকাশ — (গ্রন্থাগার; বর্ষ ৪৫, সংখ্যা ৮; পৃঃ ৯-১৪, ১৪০২)

7. ভুবার কান্তি সান্যাল
গ্রামীণ গ্রন্থাগারে সংবাদপত্র ভিত্তিক পরিষেবা — (গ্রন্থাগার; বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ১১; পৃঃ ৮-৯, ১৪০৫)

8. T. K. Sanyal and B. Sengupta
News information : Organisation and control – (IASLIC bulletin; vol. 22, no. 3; p. 105-127, 1977)

9. Debabrata Bhattacharya, Amitava Dey And Tulima Dey
Implementation of networking in agricultural information system of W.B. (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার ও পুনর্মিলন স্মারক পুস্তিকা, ২০০০)

10. Kousik Chatterjee
Probable role of rural Libraries in the field of Agriculture. (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার ও পুনর্মিলন স্মারক পুস্তিকা, ২০০০)

উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থাগারবৃত্তিতে বাঙালী মনীষা ঃ চন্দ্রনাথ বসু

গীতা চট্টোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বারদেশে পৌঁছে ইংরেজ শাসনে ভারতে নব যুগের সূচনা হয়। এই যুগপরিবর্তনে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন এবং শিক্ষার বিস্তার বাঙালীকে আধুনিক ভাবনা চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। এই আধুনিক চিন্তা-চেতনায় বাংলার সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে নবজাগরণের সূচনা হয়। এই নবজাগৃতির ফলে বাঙালীর সমাজ ব্যবস্থায় প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় রাজনীতিতে স্বাধীন মতবাদের বিকাশ এবং সাংস্কৃতিক জগতে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের উদ্ভব ঘটে। বাংলার জীবনযাত্রায় এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রধান কারণ মুদ্রণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও তাঁর প্রসার। মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসারে মুদ্রিত গ্রন্থের বাহুল্যের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট প্রচার দেখা যায়। একদিকে জনজীবনে শিক্ষালাভের আগ্রহ এবং অন্য দিকে মুদ্রিত গ্রন্থের সহজলভ্যতা স্বভাবতঃই শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণের আগ্রহ দেখা যায়। এর ফলে বই সংগ্রহ করে রাখার জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই ব্যক্তিগত গ্রন্থ-ভাণ্ডার গড়ে তোলেন। কিন্তু এই সব ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের বাইরে সাধারণ শিক্ষিত লোকেদের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উৎসাহ তখনও দেখা যায় নি। এ দেশের শিক্ষিত ইংরেজরাই প্রথম সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। যে সব বিদেশী প্রাচ্যবিদরা এ দেশে এসেছিলেন তাঁরাই এ দেশকে জানার আগ্রহে এ দেশ সম্পর্কিত বই-এর সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে আগ্রহী হন। এরই ফলে আমরা পাই এশিয়াটিক সোসাইটি, ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ লাইব্রেরি, বেঙ্গল লাইব্রেরি ইত্যাদি। সেই সময় লাইব্রেরিতে ইংরেজরাই গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হতেন। পরবর্তীকালে এ দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিরা ছাড়া আর কাউকে গ্রন্থাগারের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হত না। এঁরা উচ্চ বেতনে এই কাজে নিযুক্ত হতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা বেশ কয়েকজন বাঙালী মনীষীকে এই গ্রন্থাগার বৃত্তিতে দেখতে পাই। তাদের মধ্যে আছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, চন্দ্রনাথ বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ। বর্তমানে চন্দ্রনাথ বসুর জীবনীই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে তুলে নেয়। এরপর থেকে তারা নিজেরাই ভারতকে শাসন করার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি ঠিক করে। বৃটিশরা বুঝেছিলেন ভারতে রাজ্যশাসন পরিচালনার জন্য চাই কঠোর নিয়মকানুন এবং সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে তাঁরা এ কথা মনে করে যে এ দেশকে অধিকারে রাখতে হলে এ দেশের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে জানা দরকার। তাঁদের শাসনাধীনে এই দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনা, ইংরেজদের সম্বন্ধে তাঁদের ধ্যানধারণা, নিজেদের দেশ সম্বন্ধে ভারতবাসীর চিন্তা ভাবনা — এ সমস্তই শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ইংরেজ শাসকদের জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। এই কারণে তাঁরা দেশীয় লেখকদের লেখা বই, পত্রপত্রিকার মধ্যে দিয়ে দেশবাসীর মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। এই উদ্দেশ্য কার্যকরী করতে সেই সময় এ দেশে প্রকাশিত বই-পত্রপত্রিকা বৃটেনে বোর্ড অব ডাইরেক্টরের ইণ্ডিয়া অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হত। যে সব বই বা পত্রিকা পাঠান যেত না সেইগুলির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ পাঠান হত। এই অনুবাদের জন্য বৃটিশ সরকার কিছু বাঙালী পণ্ডিত নিয়োগ করেন।

এই বই পাঠানো বেশ কিছু দিন চলেছিল। কিন্তু দেখা গেল এই পদ্ধতিতে সরকারের উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না দেখা যাচ্ছে প্রকাশিত অনেক বই বা পত্রপত্রিকা পাঠানো যাচ্ছে না, অন্যদিকে অনেক প্রকাশিত বই বা পত্রিকা সরকারের অগোচরেই প্রচারিত হচ্ছে। এইসব দিক বিবেচনা করে ভারত সরকার ১৮৬৭ সালের ২২ মার্চ প্রেস ও পুস্তক নিবন্ধভুক্তি আইন (The Press and Books Registration Act) বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনে বলা হয় মুদ্রণালয় ও সংবাদপত্রগুলিকে সরকারের কাছে রেজিষ্ট্রি বা নিবন্ধভুক্ত করতে হবে। এই আইনে এই প্রথম ভারতের সমস্ত মুদ্রিত বিষয়বস্তুর বাধ্যতামূলক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য হল ভারতের সমস্ত মুদ্রণালয় ও তাদের প্রকাশিত যাবতীয় প্রকাশনা সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং ভারতের মুদ্রিত প্রতিটি বই বা পত্রিকার কপি ভবিষ্যতে মানুষের জন্য সংরক্ষিত রাখা। এই আইনের ফলে একটি পৃথক বিভাগে এইসব বই - সংবাদপত্র - সাময়িক পত্রিকা সংরক্ষণ করা হল। এখন থেকে এই সব প্রকাশিত বস্তু বিলাতে পাঠানো বন্ধ হল। এই সমস্ত মুদ্রিত সম্ভার থেকে সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ একটি বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী করে লন্ডনে বোর্ড অফ ডিরেক্টরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যে বিশেষ বিভাগে বাংলার প্রকাশনা শিল্পসমূহকে সংরক্ষিত করা হল তাকে বলা

হয় 'বেঙ্গল লাইব্রেরি'। এই লাইব্রেরির সংগৃহীত যাবতীয় মুদ্রিত বস্তুর একটি ত্রৈমাসিক তালিকা প্রস্তুত করা হয়। Calcutta Municipal Gazette-র সঙ্গে এই ত্রৈমাসিক তালিকাটি "Descriptive catalogue of books and publications registered into presidency of Bengal" নামে প্রকাশিত হতে থাকে। সাধারণভাবে এই তালিকাকে বলা হত Bengal Library Catalogue। এই ক্যাটালগ ভারতের স্বাধীনতাপূর্ব বাংলায় প্রকাশন জগতের একমাত্র প্রামাণ্য দলিল। এই তালিকায় একটি মুদ্রিত বই বা পত্রিকার, নাম, লেখক বা সম্পাদক, মুদ্রণালয়, মুদ্রাকর, প্রকাশক, প্রকাশস্থান, প্রকাশ তারিখ, পরিমাপ, চিত্র, পত্রিকার ক্ষেত্রে বর্ষ, মাস, কালানুক্রম, সম্পাদক ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য থাকে। বই বা পত্রিকার বিষয় এবং অন্য কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে তারও উল্লেখ করা হয়। এই তালিকা যাঁরা প্রস্তুত করতেন তাঁরা হলেন বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক বা বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান। এই পদটি পুরো বয়ান ছিল এই রকম Librarian of the Bengal Library and Keeper of the Catalogue of Books under section 18 Act XXV of 1867। আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও কি নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁরা এই 'বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ' সঙ্কলন করতেন, তা এই তালিকাটি দেখলেই বোঝা যায়। এই বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান পদে বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিতরা নিযুক্ত হয়েছেন। বেঙ্গল লাইব্রেরির প্রথম বাঙালী গ্রন্থাগারিক সাহিত্য সাধক চন্দ্রনাথ বসু।

চন্দ্রনাথ বসু হুগলী জেলার কৈকলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬০ সালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেন। ১৮৬৫-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং এম.এ ও বি.এল পরীক্ষায় ১৮৬৭-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি ঢাকায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী গ্রহণ করেন এবং পরে তিনি জয়পুরে জয়পুর কলেজের প্রিন্সিপাল হন। কিন্তু এই চাকুরীও তিনি ছেড়ে দেন। ইতিমধ্যে বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে লোকের দরকার হয়। শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা চন্দ্রনাথের গুণপনার কথা জানতেন। তিনি বলেন যে চন্দ্রনাথ যদি বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক হতে চায় তবে তাঁকেই এই পদ দেওয়া হবে। ১৮৭৯ খৃঃ ৭ই অক্টোবর চন্দ্রনাথ ২০০-২৫০ টাকা বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান পদে যোগদান করেন।

চন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারিকরূপে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের ত্রৈমাসিক গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করতেন। ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত চন্দ্রনাথ বাংলা বই সম্পর্কে খুব বেশী ওয়াকিবহাল ছিলেন না। এখানে এসে তিনি বাংলা ভাষা, সাহিত্য, বাঙালীর সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি সম্পর্কে নিজেকে শিক্ষিত করে তুললেন। এই লাইব্রেরির সংরক্ষিত বাংলা বইগুলি থেকে অর্জিত জ্ঞান তাঁর ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্য চর্চায় ও বাংলা লেখার উৎস হয়েছিল। সাত বছর চন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারিক পদে ছিলেন। এরপর তাঁকে অনুবাদকের কাজও দেওয়া হয়। সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কোন সম্পাদকীয়, সংবাদ, মন্তব্য ইত্যাদি এবং বইতে প্রকাশিত কোন অংশ বিশেষ অনুবাদ করে গোপন রিপোর্ট তৈরী করে সরকারের কাছে পাঠাতে হত। সাধারণভাবে ইংরাজ সরকারের কাজকর্মের বিরূপ সমালোচনা, সরকারের কাছে আপত্তিকর এমন মন্তব্য, রাজনৈতিক সভাসমিতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি অনুবাদ করে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরী করা হত। সরকারের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যই এই প্রতিবেদনের প্রয়োজন ছিল। এই কাজ যেমন দায়িত্বপূর্ণ, তেমনি পরিশ্রমসাধ্য ও অপ্রীতিকর। কাজের পরিমাণও অনেক বেশী। চন্দ্রনাথ এই কাজ প্রথমে করতে চান নি। কেননা তিনি জানতেন এর আগে অনেকে এই কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সাহেব কর্তৃপক্ষদের চাপে শেষ পর্যন্ত এই কাজ নিতে তিনি বাধ্য হন। চন্দ্রনাথ জানতেন এই অনুবাদের কাজ মোটেই সহজসাধ্য নয়। সেকালের বাংলা লেখা থেকে ইংরাজী করা, পরিভাষার অভাব ও প্রকাশভঙ্গীর দুর্বলতা হেতু নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। চন্দ্রনাথ জানতেন এই প্রতিবেদনের উপর ইংরাজ সরকারের শাসন পরিকল্পনা কিছুটা নির্ভরশীল। সুতরাং, প্রতিবেদন যদি ঠিক না হয় তবে সরকারের কাছে সঠিক বার্তা পৌঁছবে না, ফলে সরকার বিভ্রান্ত হবেন এবং সরকারের নীতি ও কাজে ভুল ভ্রান্তি দেখা দেবে। অনিচ্ছা সত্ত্বে এই কাজ গ্রহণ করলেও তিনি খুব নিষ্ঠা নিয়ে এবং গুরুত্ব সহকারে এই কাজ করতেন। দীর্ঘ সময়ে এই কাজ করার জন্য এই কাজই তার ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠল, বাড়ীতেও তিনি এই কাজ চালিয়ে যেতেন। সতের বছর এই কাজ করার পর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ১৭৫ টাকা পেনসন নিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই চন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিতর্কসভায় যোগ দিতেন এবং বিভিন্ন সভায় তাঁর মতামত নির্ভিকভাবে প্রকাশ করতেন। তিনি Calcutta University Magazine-র একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর লেখার মৌলিকত্ব ও গভীরতা শিক্ষিত সমাজের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। চন্দ্রনাথ

বি.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান আর ব্লকম্যান সাহেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চন্দ্রনাথকে বলেন "তুমি পরীক্ষায় ব্লকম্যান অপেক্ষা বড় হইয়াছিলে, কিন্তু ব্লকম্যান আইন-ই-আকবরীর ন্যায় গ্রন্থখানা অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন। তুমি কি কাজ করিলে"। চন্দ্রনাথ দেখলেন তিনি শুধু পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আর কিছু করেননি। অবশ্য এই সময় তিনি 'বেঙ্গলী' ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় লিখতেন। কিন্তু বাংলায় তখনও কোন কিছু লেখেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বাংলায় লেখা শুরু করেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে থেকে চন্দ্রনাথের বিখ্যাত অভিজ্ঞান শকুন্তলের আলোচনা ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। এই লেখা দিয়েই চন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের জয়যাত্রা। এরপর তিনি সরকারী কাজ ছাড়া আর ইংরাজি রচনা লেখেন নি। মাতৃভাষা চর্চাতেই সারাজীবন নিবিষ্ট ছিলেন।

চন্দ্রনাথ বসু শুধু বাংলা ভাষা নয় বাঙালীর প্রাচীন ঐতিহ্য যা বাঙালীরা ইংরাজী শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাবে ভুলতে তাকে তুলে ধরতেও একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা করেছেন। যুক্তি দিয়ে হিন্দু ধর্মের সত্যকে প্রতিষ্ঠা সকলের সামনে উপস্থিত করা, হিন্দুত্বের মধ্যে যা কিছু ভাল তাকে প্রচার করা এবং বাঙালীর যা কিছু গৌরবের তাকে আত্মবিস্মৃত বাঙালীর স্মৃতিপটে এই ছিল চন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার উপাদান। হিন্দুদের সামাজিক প্রথা সম্পর্কে চন্দ্রনাথবাবুর মতামত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত করে। হিন্দুবিবাহ বিশেষ করে বাল্যবিবাহ সমর্থনে চন্দ্রনাথবাবুর যুক্তি, পৌত্তলিকতা এবং নিরামিষ আহার সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বাবুর মতো রবীন্দ্রনাথ তীব্র সমালোচনা করেন। চন্দ্রনাথবাবু রবীন্দ্রনাথের রচনার সমালোচনা প্রসঙ্গে অনেক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের সমালোচনা করেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মাধ্যমে দুই সাহিত্য সাধকের এই বিতর্ক সেই সময় সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারকদের সাহায্যে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। চন্দ্রনাথবাবুর হিন্দুদের সামাজিক প্রথার সমর্থনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "আমার লেখায় হিন্দু ছাঁচের প্রকৃতি দেখা দেয় কি য়ুরোপীয় ছাঁচের প্রকৃতি দেখা দেয় তাহার নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।" আজকাল আমরা যেন একটি যুগপরিবর্তনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান আছি। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বল্লাল সেন হইয়া উঠিয়া নিজ নিজ ঘরগড়া আদর্শ অনুসারে হিন্দু-অহিন্দু শ্রেণী নির্ণয় পৃথক তাহাই কেবল গলার জোরে দেশের লোকের উপর জারি করিবার চেষ্টা করিতেছি। আশ্চর্য নাই কালক্রমে পরিবর্তনবিপ্লব শান্ত হইয়া বুদ্ধি স্থির হইলে দেখা যাইবে হিন্দু প্রকৃতির সহিত য়ুরোপীয় প্রকৃতির তেমন বিরোধ নাই, কেবল বর্তমানকালের হীনদশাগ্রস্ত ভারতের নির্জীব গোঁড়ামি ও কিম্ভূতকিমাকার বিকৃত হিন্দুয়ানীই যথার্থ অহিন্দু। অতএব এ কথা লইয়া আপনি অধিক কষ্ট পাইবেন না। এ বিষয়ে আপনার মত আপনি লালন করুন এবং আমার মত লইয়া আমি থাকি — এ কথার সিদ্ধান্ত দূর থাক তর্ক করিবারও সময় হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের এ চিঠিতেই বোঝা যায় আগেরকার দিনে গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে যতই মতবিরোধ থাকুক না কেন তাঁরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না। চন্দ্রনাথবাবুর মনের উদারতা ও অমায়িক স্বভাবের প্রশংসা রবীন্দ্রনাথ অনেকবারই করেছেন। লেখকের কর্তব্যজ্ঞানেই তিনি চন্দ্রনাথবাবুর বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন চন্দ্রনাথবাবুকে বন্ধুভাবে পেতে চেয়েছেন চন্দ্রনাথবাবু রবীন্দ্রনাথের লেখনীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে তাঁকে আন্তরিকভাবে আশীর্বাদ করেছেন। চন্দ্রনাথবাবু রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন "তোমার সহিত চলিবার সামর্থ আমার নাই — তোমার গতি এতই দ্রুত, এতই বিদ্যুৎবৎ। তোমায় প্রতিভার পরিমাপ নাই - উহার বৈচিত্র্য যেমন, প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত।" নিজেদের আদর্শের সমর্থনে তর্কবিতর্ক করেলেও সারা জীবন তাদের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল।

ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই চন্দ্রনাথবাবুর লেখার গতি স্বচ্ছন্দ ও সরল। দুই ভাষাতেই তাঁর অসাধারণ দক্ষতার জন্যই তিনি অনুবাদকের কাজে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁকে বিশেষ পেনশন দেওয়ার জন্য বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ষ্টেট সেক্রেটারীকে যে পত্র দেন তাতে লেখা হয় "The work of the Bengali translator requires capacity of a high order, good judgement and scrupulous fairness. All these qualities have been continously exhibited by Chandra Nath Bose". বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ানের পদে কাজ করার সময় তিনি 'Calcutta Review', 'Bengalee' পত্রিকায় ইংরেজীতে এবং 'বঙ্গ দর্শন' 'নবজীবন' ইত্যাদি পত্রিকায় বাংলায় প্রবন্ধ লিখতেন। চন্দ্রনাথ বসুর ইংরাজী ও বাংলা অনেক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজীতে ১৮টি প্রবন্ধ ও বই লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য Some university matter (1872), Political economy and famine

in Bengal (1874), High education in India (1878), The Partition Agitation (1907).

বাংলায় চন্দ্রনাথবাবু তাঁর আত্মজীবনী 'পৃথিবীর সুখদুঃখ' সহ ১৪টি বিভিন্ন বিষয়ের বই লিখেছেন। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি পাঠ্য পুস্তকও আছে। তাঁর মধ্যে তালিকা এই আলোচনার শেষে দেওয়া হল। তাঁর সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবু নিজে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন "আমার বাংলা লিখিবার এই একটি রীতি বা নিয়ম আছে যে, বাঙ্গলায় যাহা কিছু কেহ কখনও লেখে নাই, এমন ভাল কথা বলিবার থাকিলেই আমি লিখি, নাহলে লিখি না এই জন্য আমি লিখিয়া গেলাম বড় অল্প, কিন্তু যাহা লিখিয়া গেলাম এ দেশে তাহা আর কেহ লেখে নাই।" এই কথার মধ্যে সত্যতা যাই থাকুক না কেন, এ কথা সে যুগের সকলেই স্বীকার করেছেন সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর মতন সমালোচক তখন কেউ ছিল না বললেই চলে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চন্দ্রনাথবাবুকে ইউরোপীয় বিখ্যাত সমালোচকদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই একনিষ্ঠ সাহিত্য সেবককে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩০২-এ সহঃ সভাপতি, ১৩০৩-এ স্থায়ী সভাপতি পদে বরণ করে নেয়। ১৯১০-এর ২০ জুন চন্দ্রনাথ বসু দেহত্যাগ করেন।

চন্দ্রনাথ বসুর লেখা বাংলা বই-এর তালিকা —

১. ঋ: পন্থা, ১৮৯৮, ৬৮ পৃষ্ঠা
২. গার্হস্থ্য পাঠ, ১৮৮৬, ১০১ পৃষ্ঠা
৩. গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি, ১৮৮৭, ৩৮ পৃষ্ঠা
৪. হিন্দুরা ১৮৯১, ১৫১ পৃষ্ঠা
৫. শতপতি - সম্বাদ (ঐতিহাসিক উপন্যাস), ১৮৮৪, ৬২ পৃষ্ঠা
৬. পৃথিবীর সুখ দুঃখ (আত্মজীবনী), ১৯০৯, ১২৮ পৃষ্ঠা
৭. ফুল ও ফল, ১৮৮৫, ৮৪ পৃষ্ঠা
৮. বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি, ১৮৯৯, ৫২ পৃষ্ঠা
৯. 'বেতালে' ব্রহ্মরহস্য, ১৯০৩, ৪১ পৃষ্ঠা
১০. শকুন্তলাতত্ত্ব, ১৮৮১, ১৫১ পৃষ্ঠা
১১. সংযম - শিক্ষা বা নিম্নতমে সোপান, ১৯০৪, ১২৪ পৃষ্ঠা
১২. সাবিত্রীতত্ত্ব, ১৯০৩, ২১৫ পৃষ্ঠা
১৩. হিন্দু বিবাহ, ১৮৮৭, ৫৪ পৃষ্ঠা
১৪. হিন্দুত্ব, ১৮৯২, ৪০৫ পৃষ্ঠা

এছাড়া তিনি 'প্রথম নীতি পুস্তক', 'প্রথম পাঠ' ইত্যাদি কিছু পাঠ্য পুস্তক তিনি রচনা করেছেন। চন্দ্রনাথ বসুর ইংরাজী রচনা বিভিন্ন পত্রিকায় আছে। এখনও সঙ্কলিত হয়নি।

নির্দেশিকা —

১. শুকপাখায় মজুমদার — চন্দ্রনাথ বসু : জীবন সাহিত্য, ১৯৮৪
২. চন্দ্রনাথ বসু — পৃথিবীর সুখ দুঃখ, ১৩১৫
৩. বংশী মাল্লা — ভারতের প্রেম আইন, ১৮৮৭
৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — চন্দ্রনাথ বসু (সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৮ম খণ্ড)
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — চিঠিপত্র; চন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কা: পৌ, ১৩৫১

English Abstracts

Vol. 49, No. 10-11 Feb-April, 2000

Continued from Page - 71

The meeting held on 4 April, 1999 at the Moulali Yuba Kendra, was presided over by Sri Nirmalendu Mukherjee, President of the Association. It was said to be attended by 139 members.

The following members were elected as office-bearers of the Association : 1998-2000 –

President	: Sri Nirmalendu Mukherjee
Vice-Presidents	: Sri Prabir Roychaudhury
	: Sri Hiran Kumar Datta
	: Sri Biren Chandra
	: Suchitra Ganguly
	: Asitabha Das
General Secretary	: Arun Roy
Joint Secretary	: Anup Kumar Sarkar
Asstt. Secretary	: Nirmalya Roy
Treasurer	: Pulak Kar
Editor, Granthagar	: Ramkrishna Saha

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণের গ্রন্থাগার সমিতির ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের কর্মী সমিতির ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও প্রথম ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের 'গীতাঞ্জলী' প্রেক্ষাগৃহে গত ১০ই এবং ১১ই ফেব্রুয়ারী ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত হলো। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি শ্রী বীরেন চন্দ্র। সম্মেলনের উদ্বোধকের আসন অলংকৃত করেন বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল। প্রধান অতিথি হিসাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব শ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে এক বিশেষ মাত্রা প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণপদ মজুমদার। এছাড়াও শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি শ্রী রবীন্দ্র পাল এবং বীরভূম জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শ্রী সন্তোষ কর্মকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন এবং সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকদের পক্ষে শ্রী অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির এবং সাংসদ শ্রী সোমনাথ চ্যাটার্জী এবং আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সমুজ্জ্বল করে তোলেন।

সম্মেলনের শুরুতে গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষের একটি মিছিল বোলপুর কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে গীতাঞ্জলী প্রেক্ষাগৃহের আঙিনায় পৌঁছায়। সেখানে সমিতির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়। এরপরই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। সাধারণ সম্পাদক শ্রী অরুণ রায় স্বাগত ভাষণ দেন। প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রয়াত গ্রন্থাগার কর্মীবন্ধু, গুজরাতে ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহত মানুষজনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। উদ্বোধক শ্রী নিমাই মাল তাঁর ভাষণে বলেন শিল্প সংস্কৃতির উপর বর্তমান তীব্র আক্রমণ নেমে আসছে। তবু বিভিন্ন প্রতিকূলতা এবং বাধা বিঘ্নের মধ্যেই আমাদের চলার পথ খুঁজে বের করতে হবে এগিয়ে যেতে হবে, মানুষকে বইয়ের দিকে ঘুরিয়ে আনতে হবে - মানুষের সঙ্গে মিশে তাদেরকে আরও বেশী বেশী করে গ্রন্থাগারমুখী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে - এ এক কঠিন লড়াই। তিনি আরও উল্লেখ করেন সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে যতটা সম্ভব দাবী পূরণের চেষ্টায় সরকার প্রয়াসী। পরিশেষে তিনি গ্রন্থাগারের সাথে এলাকার মানুষের জীবন্ত যোগাযোগ গড়ে তোলার কাজে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানিয়ে সম্মেলনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার বলেন, জনশিক্ষা প্রসারে সহায়ক শক্তি এই গ্রন্থাগার আন্দোলন - এই আন্দোলন মানুষের মূল্যবোধের উত্তরণের আন্দোলন। গ্রন্থাগার পরিষদের ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমেই আমাদের এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন বিগত চব্বিশ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকারের যাত্রার শুরু থেকেই এই সরকার আমাদের আন্দোলনকে সমাক রূপ দানের ক্ষেত্রে নিয়ত সাহায্য করে গেছেন। কিছু দাবীদাওয়া বাকী থাকলেও আগামী দিনে সরকার সহানুভূতির সঙ্গেই সেগুলি বিবেচনা করবেন বলে তিনি প্রকাশ করেন।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী উল্লেখ করেন যে ১৯৬৪ সাল থেকে এই সমিতি যেভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, পরিষেবাকে বিস্তৃত করেছে, তা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। তিনি বলেন গ্রন্থাগারের ভূমিকা জনজীবনে আগেও ছিল আছে এবং থাকবে। অতীতে এক ধরণের পরিষেবা ছিল, বর্তমানে তা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে আমরা ইলেকট্রনিক বইয়ের যুগে এসে পৌঁছেছি - তাই আমাদের পরিষেবাকেও সেইভাবে সময়োপযোগী করে তুলতে হবে। তিনি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন মার্কিন রাজ্যে প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার সত্ত্বেও পুস্তক প্রকাশনা বাড়ছে। মুদ্রিত বইয়ের কোন বিকল্প হয়নি, হবে না। তবে আধুনিক প্রযুক্তিকরণকেও মেনে নিতে হবে - সর্বস্তরে এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। শুধু বিনোদন নয় - মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকরী, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতিকে পরিষেবার আওতায় আনতে হবে। নবসাক্ষরদেরও এই পরিষেবার মধ্যে যুক্ত করতে হবে। তিনি দেশের বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন আমাদের দেশ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছে। বিশ্বায়নের প্রয়োজনে কয়েক লক্ষ কর্মচারী কর্মচ্যুত হয়েছেন। লাভজনক সংস্থা ব্যাঙ্ক বীমা প্রভৃতি আরও বিভিন্ন শিল্পকে বেসরকারীকরণ করা

হয়েছে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে শেষ করতে নিয়ত বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি আহ্বান জানান শিক্ষার গৈরীকীকরণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ লড়াইয়ে নামতে হবে, পশ্চিমবাংলার সাফল্যকে ধরে রাখতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারকে পুনরায় ক্ষমতায় নিয়ে আসতে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং সাংসদ শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বলেন যে মানুষের স্বার্থে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রসার করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ২৪ বছর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজ পশ্চিমবঙ্গবাসীর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। শান্তি, শৃঙ্খলা আজ বিঘ্নিত - গণতন্ত্রের সমাধি রচনার চেষ্টা চলছে। যদি একটি সুস্থ সরকার না থাকে, যদি লক্ষ্য স্থির না থাকে তবে যথার্থ পরিস্থিতির সুযোগ ঘটবে না। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ভাবনাচিন্তা করে আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান, সব শেষে তিনি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এর পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয়। সাধারণ সম্পাদক তাঁর প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয়, রাজ্য পরিস্থিতি, বিস্তার, সংগঠন ও গ্রন্থাগার পরিষেবার সকল দিকগুলির বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন। এরপরে কোষাধ্যক্ষ সমিতির আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন।

প্রতিবেদনের ওপর বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মোট ১৩ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এঁরা ছিলেন – দীপক কুমার জানা - মেদিনীপুর, অজিত গাঙ্গুলী - বাঁকুড়া, আইয়ুব হোসেন - মুর্শিদাবাদ, পার্থ ব্যানার্জী - পুরুলিয়া, দিবাকর পন্ডিত - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, অশোক গোস্বামী - বর্ধমান, অমিত মুখার্জী - উত্তর ২৪ পরগণা, সুজিত চক্রবর্তী - শিলিগুড়ি, দুর্গা সাহা - দার্জিলিং, গোর্খা হিল কাউন্সিল এরিয়া কমিটি, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য - মালদা, কমলকান্তি দাস - হাওড়া, বাদল গুহ - জলপাইগুড়ি, অমিতাভ চ্যাটার্জী - কলকাতা, অমল সরকার - বীরভূম, বিকাশ চন্দ - দক্ষিণ দিনাজপুর, পতিত পাবন কুমার - হুগলী, সতীশ সরকার - নদীয়া, তপনকুমার রায় - কুচবিহার, অমিত সেনগুপ্ত - উত্তর দিনাজপুর।

আলোচনার বিষয়গুলি থেকে উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় বাজেটের শতকরা ১০ ভাগ শিক্ষাখাতে ধার্য করতে হবে, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের ভূমিকা ও কর্মধারাকে আরও বিস্তৃত করা, রাজ্য ও জেলা গ্রন্থাগার প্রশাসনের উদ্যোগ ও আন্তরিকতার অভাব দূর করার চেষ্টা, শূন্যপদে কর্মীনিয়োগ, জেলা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক পদপূরণ, অবসর গ্রহণকারী গ্রন্থাগার কর্মীবন্ধুদের দ্রুত পেনশন পাওয়ার ব্যবস্থা, প্রভিডেন্ট ফান্ড-এ গচ্ছিত টাকার সুদ সহ হিসাব বৎসরান্তে জেলা আধিকারিকের দপ্তর থেকে পাওয়ার ব্যবস্থা সংগঠনের নিজস্ব গৃহনির্মাণ, সাইকেল শিওন পদের নাম পরিবর্তন, নিয়মিত প্রমোশনের সুযোগ সম্প্রসারণ করা প্রভৃতি সমস্যার জরুরী সমাধান হওয়া প্রয়োজন। পরিষেবাকে সংহত সময়োপযোগী ও আধুনিকীকরণের জন্য সরকারী অনুদান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা ও আলোচিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ও সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের যে ভাবনা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা হলো সারা দেশে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আঘাত, ব্যাপক বিশ্বায়ন, কর্মী ছাঁটাই বেসরকারীকরণের জন্য প্রচেষ্টা চলছে তাকে যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করতে হবে। প্রতিরোধ সংগ্রামে মুখর হতে হবে এবং সমস্ত রকম চক্রান্তের মোকাবিলা করে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য বজায় রেখে রাজ্যে আবার বন্ধু বামফ্রন্ট সরকারকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

আলোচনার শেষে সম্পাদক শ্রী রায় তাঁর জবাবী ভাষণ দেন। তিনি উল্লেখ করেন সমিতি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা তৈরী করতে হবে। বাস্তব উপলব্ধির বিষয়ে কর্মীবন্ধুদের সজাগ হতে হবে। জেলা শাখাগুলিকে আরও সচেতনভাবে কাজ করতে হবে। সামগ্রিকভাবে আন্দোলনের স্তর পর্যায় বিচার করে, দেশকালের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দাবী নির্ধারণ করে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের ছোট সংগঠন, কর্মীসংখ্যাও অত্যন্ত স্বল্প। গ্রন্থাগারগুলিও সারা রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কর্মীদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের মানসিকতা বুঝে দাবী নির্ধারণের পথে যেতে হবে এবং যে কর্মসূচী নির্ধারিত হবে তাকে কার্যকরী করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। জেলা নির্ভর সংগঠনে জেলার বিশেষ ভূমিকা থাকা একান্ত দরকার। জেলা দুর্বল হলে রাজ্য দুর্বল হবে। কিছু কিছু সাংগঠনিক দুর্বলতা আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এ বিষয়ে আজ সকলকে একান্তভাবে সজাগ থাকতে হবে এবং সংগঠনকে সবল ও শক্তিশালী করতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে এগোতে হবে। সংগঠনগতভাবে আমরা

প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছি। গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা, গ্রন্থমেলা, সাম্প্রতিককালে কেরিয়ার গাইডেন্স স্কীম চালু করা প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিষেবাকে সংহতিকরণের প্রয়াসে, পাঁচ হাজার গ্রন্থাগার কর্মীর দাবীপূরণে এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রয়াসী। সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও যতটা সম্ভব সুযোগ প্রদানে সরকারের কার্পণ্য নেই। আজ পশ্চিমবঙ্গে শুভ শক্তি তৎপর। তাই আজ আমাদের দায়িত্ব বর্তায় এই অশুভ শক্তির বিনাশ সাধনে নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে রাজ্যে আরও সচেতন, আরো সংগ্রামী, আরো কল্যাণমুখী আরো উদ্যোগী বন্ধু বামফ্রন্ট সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

সম্মেলনের শেষ পর্বে সম্পাদক বীরভূম জেলার সকল কর্মীবন্ধু ও যে সকল স্বেচ্ছাসেবক বন্ধু ও স্থানীয় গণআন্দোলনের নেতৃত্বে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান।

প্রায় চারশত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলেন। সম্মেলনের শেষ পর্বে অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে সম্পাদক শ্রী প্রভব দত্ত ৩১তম এই রাজ্য সম্মেলনে আগত সকল প্রতিনিধিবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে এই সম্মেলন আমাদের কাছে যে বার্তা বয়ে আনল তা গ্রীষ্মের দাবদাহ নয়, নয় বর্ষার প্রতিকূলতা, এমনকি কাম্য নয় হেমন্তের বন্ধ্যাত্ব বা শীতের জড়তা, এই সম্মেলন আমাদের কাছে বয়ে আনুক নব-বসন্তের প্রত্যয়ের সন্দেশ - 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'। যে বিভ্রান্তি আজ সমাজ জীবনকে আচ্ছন্ন করেছে তার তমসা কাটিয়ে আমরা যেন জীবনের জয়গান গাইতে পারি।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির রাজ্য কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ

সভাপতি : বীরেন চন্দ

সহ সভাপতি : শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়

" " : অশোক দাস

: দেবদাস ভট্টাচার্য

সাধারণ সম্পাদক : তরুণ রায়

যুগ্ম সম্পাদক : রাধামাধব সরকার

সহ সম্পাদক : সুনীল মণ্ডল

: শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী

: তপন বসু ঠাকুর

কোষাধ্যক্ষ : অর্চনা শ্রীমানী

রাজ্য কমিটির সদস্য ঃ

দেবদাস ভট্টাচার্য - মেদিনীপুর, পাপড়ি সেনগুপ্ত - কলকাতা, সতীশ মাহাতো - পুরুলিয়া, ফটিক গোস্বামী - বাঁকুড়া, প্রভব দত্ত - বীরভূম (বোলপুর), বিকাশ রায় - মেদিনীপুর, গোপাল সরকার - কুচবিহার, নীতিশ বসু - জলপাইগুড়ি, হেমন্ত গোস্বামী - পুরুলিয়া, শম্ভু গাঙ্গুলী - হুগলী, প্রদ্যুত দত্ত - হুগলী, মির্জা সামসুল হোদা - বাঁকুড়া, নিতাই দেব - কলকাতা, তাপস বসু ঠাকুর - উ: ২৪ পরগণা, হরকালি মারিক - নদীয়া, মোহনলাল মণ্ডল - কুচবিহার, শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী - হাওড়া, শিবানন্দ পাল - বর্দ্ধমান, তরুণ রায় - সিউড়ি (বীরভূম), অশোক দাস - হাওড়া, শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায় - কলকাতা, বীরেন চন্দ - শিলিগুড়ি (দার্জিলিং), কাজী ইমামুদ্দিন - দ: ২৪ পরগণা, রামপদ পাল - হুগলী, আলি আহমেদ খান - কনগাঁ (উ: ২৪ পরগণা), পরেশ সাহা - উ: ২৪ পরগণা, নির্ভীক ঘোষ - ঘড়দহ, (উ: ২৪ পরগণা), শেখর কান্তি দত্ত - হালিশহর (উ: ২৪ পরগণা), অমিত কুমার রায় - সাঁতড়াগাছি (হাওড়া), জগদীপ সাঁপুই - হাওড়া, সুনীল সরকার - কুচবিহার, অজিত গাঙ্গুলী - বাঁকুড়া, পমি সেন - কলকাতা, বাদল গুহ - জলপাইগুড়ি, অমিতাভ চক্রবর্তী - কালনা (বর্দ্ধমান), সুজিত চক্রবর্তী - শিলিগুড়ি (দার্জিলিং), বিকুপদ মান্না - মেদিনীপুর, হিরন্ময় সাহা - মালদহ, আব্দুল ওদুদ - হবিবপুর (মালদহ), সমীর চক্রবর্তী - বালুরঘাট (দক্ষিণ দিনাজপুর), পতিত পাবন কুমার - ধনিয়াখালি, হুগলী, অমিতকুমার পাত্র - চম্পাহাটি (দ: ২৪ পরগণা), অশোক সিংহ মহাপাত্র - নবদ্বীপ (নদীয়া), গোপাল আচারিয়া - পুরুলিয়া, জিৎ বাহাদুর - দার্জিলিং, রাধামাধব সরকার - লালবাগ (মুর্শিদাবাদ), তপন ঘোষ - কাশিম বাজার (মুর্শিদাবাদ), সুনীল মণ্ডল - বর্দ্ধমান, স্বদেশ সাহা - বালুরঘাট (দ: দিনাজপুর), পঙ্কজ কর - বালুরঘাট (উ: দিনাজপুর), দুর্গা সাহা - দার্জিলিং, অমলেশ দত্ত - কলিকাতা, হিমাংশু জোয়ারদার - উ: ২৪ পরগণা।

গ্রন্থাগার সংবাদ

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগারে বিশ্ব বই দিবস উদযাপন

ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ২৪ এপ্রিল —

গত ২৩ এপ্রিল, ২০০১ নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার ঘূর্ণীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'বিশ্ব গ্রন্থদিবস, ২০০১' উদযাপন করা হয়। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বিশ্ববিশ্রুত শেক্সপিয়ারের জন্ম তারিখটিকে (২৩ এপ্রিল) সারা বিশ্ব গ্রন্থপ্রেমী মানুষ 'ওয়ার্ল্ড বুক ডে' রূপে পালন করেন। একটি স্মরণীয় তারিখকে এমনভাবে চিহ্নিতকরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণও বটে। এই উপলক্ষে নদীয়া জেলা গ্রন্থাগারের পাঠ কক্ষে আয়োজিত সমরোপযোগী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের সদস্য ও জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শ্রী বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়। প্রায় পঞ্চাশ জন সভাসভ্যা, পাঠকপাঠিকা ও গ্রন্থাগার অনুরাগী মানুষ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় পঁচিশ জন আলোচনায় অংশ নেন এবং গ্রন্থাগারের পরিষেবার সামগ্রিক উন্নয়ন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতামত বিনিময় করেন ও গঠনমূলক প্রাসঙ্গিক পরামর্শ দেন। গ্রন্থাগারে সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে শ্রী গৌরচন্দ্র সরকারকে সাম্প্রতিক কালের সেরা পাঠকের সম্মানে ভূষিত ক'রে একটি স্মারক উপহার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক শ্রী মদনমোহন মল্লিক। সভাপতি মহাশয় তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে বলেন, টি. ভি. ইত্যাদি বৈদ্যুতিক মাধ্যমের প্রবল দাপটের মধ্যেও মানুষ উপলব্ধি করছেন 'বইয়ের কোনও বিকল্প নেই'। সভায় যাঁরা বক্তব্য রাখেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী মনোরঞ্জন বিশ্বাস, শিশির বাগচী, সেন্টু প্রামাণিক, কল্যাণ বিশ্বাস, সৌগত কুন্ডু, শংকর দত্ত, সমরেন্দ্র প্রামাণিক, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য প্রমুখ। সভার সঞ্চালক ছিলেন রামকৃষ্ণ দে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি করা হয়েছে। যেহেতু সদস্যদের গ্রন্থাগার বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর মত অবস্থা ক্রমশঃ অবনতি ঘটছে। এজন্য কার্যনির্বাহক সমিতি 'গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল' খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার

শোক সংবাদ

বিগত ২২শে মে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য এবং বঙ্গবন্ধু ব্রতী সংঘ পাঠাগারের পূর্বতন গ্রন্থাগারিক কমলেশ ভট্টাচার্য-এর জীবনাবসান ঘটেছে। তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

কর্মসচিব

গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে দান

পরিষদের অন্যতম সহ সভাপতি শ্রীমতী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে ১০০০.০০ টাকা দান করেছেন।

পরিষদের বর্তমান কর্মসচিব অরুণ রায় গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে ১০০০.০০ দান করেছেন।

পরিষদের আজীবন সদস্য এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রী শান্তিপদ ভট্টাচার্য গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে ৫০০.০০ টাকা দান করেছেন।

পরিষদের পক্ষ থেকে এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার

GRANTHAGAR

Vol. 49: No 10-11 Feb-April, 2001

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

Editorial : Information Service In library

Suggests among other things the determination of the thrust area of libraries especially the public library in the context of providing pin-pointed, exhaustive, expeditious reference service to meet the muti-dimensional information needs of the members of the public - conventional services such providing reading room and lending services are not considered enough in an age of information explosion. Refers also to the dearth of sufficient number of reference books in Bengali covering different varieties of information needs. Urges joint efforts on the parts of Central Govt. State Govt, State Universities, Bengal Library Association in the early publication of such ready reference books in Bengali.

Basu, Pramil Chandra - Library movement.

While tracing the history of library movement in India and specially that of West Bengal, urges establishment of close liason between the books and other documents of a library and the members of the public. It is further observed the success of a library in providing multi dimensional library service to the members of the public would elevate the status of each of the libraries and would lay the foundation of library movement on a some footing.(Reprinted from Granthagar, Jaistha-Ashar, 1360 BS)

Ghatak, Nital Chandra.

Special post-graduate training and curriculum for library professionals working in Medical College and Medical Institutes.

Highlights on the need for modernisation of curriculum of medical libraries in India. Points also to the problems faced by librarians of medical college libraries in rendering efficient library services for education and research in medical colleges. Suggests special post graduate training and curriculum for library professionals working in medical colleges and institutes.

Kumar, Abhijit.

18th National Conference of IASLIC, Trichur, 1998.

The said conference was held on 21-24 December, 1998, at the Agricultural University, Trichur. The Conference was said to be inaugurated by Sri T. K. Ramakrishnan, Rural Dev. Minister, Govt. of Kerala and presided over by Dr. S Nair, Vice Chancellor of Kerala Agricultural University. The book 'Subject indexing system' jointly edited by Dr. S. B. Shosh and Dr. J. N. Satpathy and published by IASLIC was released in this conference. Highlights on the resolution adopted in the conference.

West Bengal Public Library Association.

Calcutta District 14th Annual Conference.

Highlights on the different resolutions adopted in the conference, held on 11.12.99 at the hall of the Bengal Library Association. Refers among other things on the need for improving library service in the public libraries of West Bengal. Refers also to the problems in respect of pay and status of employees working in public libraries and urges the Govt. for the speedy reddressal of the grievances of the employees.

Bengal Library Association.

63rd Annual General Meeting of the Association.

Continued to Page - 66

GRANTHAGAR

Vol. 51: No 3 May-June, 2000

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. T. K. Sanyal

Editorial : Libraries should be brought to the public.

Emphasizes among other things, on the need for adopting marketing policy in public libraries for attracting members of the public to such libraries. Adequate publicity work is also to be undertaken to make resource of the libraries known to the public so that they can utilize them for their day to day information needs, it is felt. The responsibility of the management, members of the staff are also emphasized.

Mukhopadhyay, Dr. Pinakinath. Subject headings list : an effort (pt. II).

In continuation of previous article on the same subject, discuss the problem of subject headings list in Bengali. Refers among other things to the problems of terminology, the methods of constructing subject headings and possible ways for solving any such problem that might arise.

Khan, Salil Chandra and others.

Local history and collection of information for service to readers : A review based on University (Read at the 45th Bengal Library Conference).

Discusses the different scopes in utilizing the library resources of University libraries in developing local history collection. Discusses also as to how resources of the Rabindra Bharati University Library and Museum can be helpful in this respect.

Pal, Sibananda. Local history collection and information source related service.

Highlights on the different aspects of improving library services with special reference to the local history collection from such libraries including publication of collections of these libraries for informing members of the public.

Publisher–Reader–Librarian relation

A seminar on the above subject was held at the Bangla Academy on 25 April, 2001 under the joint auspices of the Bengal Library Association, Bangla Academy and Publishers and Book Sellers' Association of Bengal.

Letters to the Editor

In her letter dated 4.11.2000 Miss Krishna Datta, Life Member of Bengal Library Association, ex. chief Librarian of Jadavpur University Library has appealed to the library professionals (both ex and present) to donate generously to "Granthagar Fund", to mitigate the financial crisis of the monthly organ. She also suggests to make it bi-monthly instead of monthly to off-load the financial burden.

The editor informs that Miss Datta has also sent Rs. 1000/- along with the letter which has duly been acknowledged.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বার্ষিক নির্ঘন্ট

বর্ষ ৪৯; বৈশাখ - চৈত্র, ১৪০৬

- সম্পাদক -

রামকৃষ্ণ সাহা

সহযোগী সম্পাদক -

নির্মাল্য রায়

ক. লেখক-আখ্যা সূচী (লেখকের নাম ও আখ্যা-পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

খ. বিষয়ানুগ তালিকা (বিষয় শিরোনাম পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি.আই.টি রোড, স্কীম-৫২

কলিকাতা - ৭০০ ০১৪.

১৪০৮

গ্রন্থাগার
বার্ষিক নির্ঘন্ট। ৪৯ বর্ষ। ১৪০৬
ক : লেখক - আখ্যা সূচী
বর্ণানুক্রমে সজ্জিত

৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী। ১০-১১; মাঘ-ফাল্গুন। পৃ - ১৫।

অনীতা ভট্টাচার্য্য (বিশ্বাস) দ্রঃ সত্যব্রত সেন ও অনীতা ভট্টাচার্য্য (বিশ্বাস)। অবসৃত জন ও উন্নয়ন। সত্যব্রত সেন। ১২; চৈত্র। পৃ - ৮

অভিজিৎ কুমার। ইয়াসলিকের অষ্টাদশ জাতীয় সম্মেলন, ত্রিচুর, ১৯৯৮। ১০-১১; মাঘ-ফাল্গুন। পৃ - ১০।

অরুণ ঘোষ। একটি বিশেষ লাইব্রেরী। ৫-৭; ভাদ্র-কার্ত্তিক। পৃ - ৩।

ইতিহাসের বিকৃতি (সম্পাদকীয়) ১২; চৈত্র। পৃ - ১।

একটি বিশেষ লাইব্রেরি। অরুণ ঘোষ। ৫-৭; ভাদ্র-কার্ত্তিক। পৃ - ৩।

কথা প্রসঙ্গে। জনৈক অবসর প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে। ৫-৭, ভাদ্র-কার্ত্তিক; পৃ - ৫-৮। ৮-৯, অগ্রহায়ণ-পৌষ। পৃ - ১৩।

কালিয়াচক টাউন লাইব্রেরী। কালিয়াচক। মালদহ ২-৪; জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ। পৃ - ১৭।

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি, কৃষ্ণনগর। নদীয়া। ২-৪, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, পৃ - ১৭।

— বিশ্ব পুস্তক ও গ্রন্থ স্বত্ব দিবস। ১, বৈশাখ। পৃ - ১২।

গ্রন্থাগার আন্দোলন। প্রমীল চন্দ্র বসু (পুনর্মুদ্রিত) ১০-১১, মাঘ-ফাল্গুন। পৃ - ৩-৫।

গ্রন্থাগার-এর নববর্ষ। (সম্পাদকীয়) ১; বৈশাখ। পৃ - ১।

গ্রন্থাগার সমূহের নেটওয়ার্কিং (সম্পাদকীয়)। ৮-৯, অগ্রহায়ণ-পৌষ। পৃ - ৯।

গ্রন্থাগারে তথ্য পরিষেবা। (সম্পাদকীয়) ১০-১১; মাঘ-ফাল্গুন। পৃ - ১।

চিঠিপত্র। অরুণ ঘোষ। ১; বৈশাখ। ১৬।

চিঠিপত্র। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। ১; বৈশাখ। পৃ - ১৬।

জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক (ছদ্ম) কথা প্রসঙ্গে। ৫-৭; ভাদ্র-কার্ত্তিক। পৃ ৫।

—, —। ৮-৯; অগ্রহায়ণ-পৌষ। পৃ - ১৩।

দ্বিজেন্দ্র পাঠাগার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ২-৪; জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ। পৃ - ১৭।

নতুন আঙ্গিকে সিয়ার্সের বিষয় শিরোনাম তালিকা। সত্যানন্দ মন্ডল ও সুবল চন্দ্র বিশ্বাস। ১; বৈশাখ। পৃ ২-৭।

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরীজ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, সং ৫-৭; ভাদ্র-কার্ত্তিক। পৃ - ৯।

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ৫-৭, ভাদ্র-কার্ত্তিক। পৃ - ৯।

—। ২-৪, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ। পৃ - ১৭।

নিতাই চন্দ্র ঘটক। মেডিক্যাল কলেজের ও চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির জন্য স্নাতকোত্তর স্তরে বিশেষ পাঠক্রম ও পাঠমালা সম্পর্কে বিশেষ সুপারিশ। ১০-১১; মাঘ-ফাল্গুন। পৃ - ৬।

নির্বাচিত ভূমিকা সাহিত্যের পঞ্জী। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২; চৈত্র, পৃ - ২।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রয়াত বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে। ২-৪; জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, পৃ - ১০।

—। বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন : আধুনিক গ্রন্থাগারের উন্মেষ ও বিকাশ। ১; বৈশাখ। পৃ - ২।

পলাশী অঙ্গুরিকা গ্রন্থাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। ১; বৈশাখ। পৃ - ১২।

প্রমীল চন্দ্র বসু। গ্রন্থাগার আন্দোলন। ১০-১১; মাঘ-ফাল্গুন। পৃ - ৩।

প্রয়াত বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে। নির্মলেন্দু

মুখোপাধ্যায়। ২-৪; জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ। পৃ-১০।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণ। সং ১০-১১; মাঘ-ফাল্গুন। পৃ-১৫।

— মালদহ জেলা শাখা। দ্বিবার্ষিক সম্মেলন। ১; বৈশাখ। পৃ — ১২।

—। হুগলী জেলা শাখা। আলোচনা চক্র। ১২; চৈত্র। পৃ - ৮।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন : আধুনিক গ্রন্থাগারের উন্মেষ ও বিকাশ। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। ১; বৈশাখ। পৃ - ২২।

বারুইপুর শহর গ্রন্থাগার। ১, বৈশাখ। পৃ - ১২।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তির সমস্যা (সম্পাদকীয়)। ২-৪; জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ। পৃ - ১।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচিত ভূমিকা, সাহিত্যের পঞ্জী। ১২; চৈত্র। পৃ - ২

ব্রাহ্ম লাইব্রেরী, মহিয়াড়ী, আন্দুল-মৌড়ী। হাওড়া। ৫-৭; ভাদ্র। পৃ - ৯।

ভারতে জন গ্রন্থাগার আইন : চিন্তা ভিন্নতার রূপরেখা (অর্থ ও প্রশাসন)। সত্যব্রত সেন ও অনীতা ভট্টাচার্য (বিশ্বাস)। ৮-৯; অগ্রহায়ণ-পৌষ। পৃ - ৩।

ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা। মাধবচন্দ্র চ্যাটার্জী। ২-৪, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ। পৃ - ২।

মাধব চন্দ্র চ্যাটার্জী। ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা। ২-৪; জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ। পৃ - ২।

মালদহ জেলা : WBPLEA-এর ২৪তম দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা : ১; বৈশাখ। পৃ - ১২।

মেডিক্যাল কলেজে ও চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির জন্য স্নাতকোত্তর স্তরে বিশেষ পাঠক্রম ও পাঠমালা সম্পর্কে একটি সুপারিশ। নিতাই চন্দ্র ঘটক। ১০-১১, মাঘ-ফাল্গুন। পৃ - ৬।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক (সম্পাদকীয়)। ৫-৭; ভাদ্র-কার্তিক। পৃ - ১-২।

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী এ্যান্ড মিউচুয়াল ইমপ্রুভমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন, শ্রীরামপুর, হুগলী। ৫-৭, ভাদ্র-কার্তিক। পৃ - ৯।

সত্যব্রত সেন। অবলুপ্ত জন ও উন্নয়ন। ১২; চৈত্র। পৃ - ৮।

সত্যব্রত সেন ও অনীতা ভট্টাচার্য (বিশ্বাস)। ভারতে জন গ্রন্থাগার আইন : চিন্তা ভিন্নতার রূপরেখা (অর্থ ও প্রশাসন)। ৮-৯; অগ্রহায়ণ-পৌষ। পৃ - ৩।

সত্যানন্দ মন্ডল ও সুবল চন্দ্র বিশ্বাস। নতুন আগ্রিকে সিয়ার্সের বিষয় শিরোনাম তালিকা। ১; বৈশাখ। পৃ - ৭।

সুকান্ত স্মৃতি সাহিত্য পাঠাগার, পুঞ্জাড়ি, পুরুলিয়া। সং ২-৪; জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ। পৃ - ১৭।

সুবল চন্দ্র বিশ্বাস

দেখুন

সত্যানন্দ মন্ডল ও সুবল চন্দ্র বিশ্বাস।

English Abstracts. সং ১, বৈশাখ। পৃ - ১৪।

English Abstracts. সং ৮-৯। পৃ - ১৫।

Govt. of W.B. deptt. of Higher Education. G.O on the revision of pay for the non-teaching staff of the State-aided Universities, 1999.

বিষয়ানুগ সূচী

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত

অনুলয় সেবা তথা
মাঘ-ফাল্গুন/ পৃ - ১

অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তি ও উন্নয়ন
চৈত্র/ পৃ - ৮

ইয়াসলিক জাতীয় সম্মেলন
মাঘ- ফাল্গুন/পৃ - ১০

গ্রন্থাগার আইন
অগ্রহায়ণ-পৌষ/পৃ - ৩

গ্রন্থাগার আন্দোলন
বৈশাখ/ পৃ - ২
মাঘ-ফাল্গুন/পৃ - ৩

গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক
অগ্রহায়ণ-পৌষ / পৃ - ১
ভাদ্র-কার্তিক / পৃ - ১

গ্রন্থাগার পত্রিকা
বৈশাখ/পৃ - ১

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ
মাঘ-ফাল্গুন/পৃ - ৬।

গ্রন্থাগার সংবাদ
চৈত্র / পৃ - ১১
জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ/ পৃ - ১৭
বৈশাখ/পৃ - ১২
ভাদ্র-কার্তিক / পৃ - ৯

গ্রন্থাগারিক দিবস
অগ্রহায়ণ-পৌষ/ পৃ - ১৬

চিঠিপত্র
বৈশাখ/ পৃ - ১৬

তথ্য পরিষেবা ও অনুলয় পুস্তক
মাঘ-ফাল্গুন/পৃ - ১

তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ - বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে
জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ / পৃ - ১

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার সমিতি - কলিকাতা জেলা সম্মেলন
মাঘ-ফাল্গুন/পৃ - ১২

পুস্তক নির্বাচন - তথ্যের সত্যাসত্য
চৈত্র/পৃ - ১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ - ত্রুটির তালিকা - ২০০০
চৈত্র/পৃ - ১১।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ - বার্ষিক সাধারণ সভা
মাঘ-ফাল্গুন/পৃ - ১৫।

—হুগলী জেলা শাখা
চৈত্র/ পৃ - ১১

বিশেষ গ্রন্থাগার
ভাদ্র-কার্তিক/পৃ - ৩

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ/ পৃ - ১, পৃ - ২

বিষয় শিরোনাম তালিকা
বৈশাখ/ পৃ - ৭

ভূমিকা সাহিত্যের পঞ্জী
চৈত্র/পৃ - ২

শোক সংবাদ - বি. এস. কেশবন
চৈত্র / পৃ - ২ কভার

সাধারণ গ্রন্থাগার আইন
অগ্রহায়ণ-পৌষ/ পৃ - ৩

স্মৃতিচারণ
ভাদ্র-কার্তিক/পৃ - ৪
জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ/পৃ - ১০।

English Abstracts
অগ্রহায়ণ-পৌষ/পৃ - ১৫
বৈশাখ / পৃ - ১৪

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Regd. No. R.N. 2674/57
Registration No : Tech/WB/RNP - 335/2001
Licence No. : Tech/WB/RNP- 335/LPWP-54/2001
Licensed to post without prepayment.

GRANTHAGAR

Volume 51, No. 3 June-July, 2001

CONTENTS

	Page
New WB State Govt and Library Development	54
Amit Kumar Bandopadhyay Number of foreign publications used for evaluation of researchers : a detrimental policy	56
Kaushik Chattopadhyay Role of library for extension of agriculture	58
Gita Chattopadhyay Chandranath Basu - a Bengali intellectual in library profession	63
WB Public Library Employees' Association : 31st Annual General Meeting and Conference	67
Library News	70
Condolence News	70
List of donors for 'Granthagar'	70
English Abstracts	71
Granthagar - Annual index of 49th vol.	(I-IV)

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from 34 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. Phone : 244-6866. Printed at Laser World, P[illegible] C.I.T. Road, Calcutta - 700 014.

Editor : Ramkrishna Saha

Associate Editor : Nirmalya Ray

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫১, সংখ্যা ৪ সম্পাদক : কৃষ্ণকৃষ্ণ সাহা সহঃ সম্পাদক : নির্মলেন্দু রায় শ্রাবণ, ১৪০৮

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
সাধারণ গ্রন্থাগারে তথ্য পরিষেবা প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়)	৭৩
সুদীপরঞ্জন হাটুয়া ও সমীরকুমার জালাল **নতুন শতাব্দীতে গ্রন্থাগারিক : তাঁদের ভূমিকা ও কর্তব্য**	৭৬
সুখেন্দু দে সাধারণ গ্রন্থাগারে স্থানীয় ইতিহাস এবং তথ্য উৎস সঙ্কলন এবং এই সম্পর্কিত পরিষেবা	
শশাঙ্ক দাশগুপ্ত বাচামারী গ্রামের গ্রন্থাগারের (কবি ভারতীভবন সাধারণ গ্রন্থাগার) স্থানীয় ইতিহাস, তথ্য উৎস সঙ্কলন এবং এই সংক্রান্ত পরিষেবা	৮১
গ্রন্থাগার সংবাদ	৮৩
জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে কথাপ্রসঙ্গে	৮৪
৪৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিবরণী	৮৭
গ্রন্থ সমালোচনা	৮৯
সরকারী আদেশনামা	৯১
English Abstracts	৯৬
গ্রন্থাগার : বার্ষিক নির্ঘণ্ট; ১৪০৭	(i-viii)

'গ্রন্থাগার'-এ লেখা পাঠানোর সময় নীচের বিষয়গুলি নজর দিন

গ্রন্থাগার বৃত্তি ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে গ্রন্থাগার পত্রিকায় তাদের অভিজ্ঞতা ও মননশীলতার বিবরণ, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার সংবাদ প্রভৃতির জন্য সাদর আহ্বান জানাচ্ছে। এই পত্রিকাটি ৫০ বৎসর অতিক্রম করেছে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। মাতৃভাষায় এতদিন যাবৎ একটি পত্রিকা বাঁচিয়ে রাখা গৌরবের বিষয়। স্বভাবতই আমাদের বৃত্তির এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একে আরও ভাল প্রকাশনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এখানে আপনার ভূমিকা কম নয়।

সম্পাদকের কাছে যে সমস্ত লেখা আসে তাতে কতগুলি মূল তথ্য থাকে না, ফলে অসুবিধা হয়। এগুলি যাতে থাকে এজন্য কয়েকটি বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন। এতে পত্রিকার মান বাড়বে এবং পত্রিকাটি সমৃদ্ধ হবে।

১. লেখার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা, পিন কোড সহ পরিষ্কার ভাবে লেখা থাকবে। কর্মস্থলের ঠিকানা থাকা প্রয়োজন।

২. লেখা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের কাগজে এক পৃষ্ঠায় লেখা প্রয়োজন।

৩. ইংরাজী ভাষায় লেখার আখ্যা, লেখকের নাম দিলে বানানগত সমস্যা এবং আখ্যার সঠিক দ্যোতনা প্রকাশ পায়।

৪. বাংলা ও ইংরাজী সংক্ষিপ্তসার দিলে লেখার বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হয়।

৫. নীচের বিষয়গুলি উল্লেখ করে সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি থাকবে —

   ক) লেখাটি গ্রন্থাগারে প্রকাশের জন্য পাঠানো হলো

   খ) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হলো

   গ) কপিরাইট পরিষদের

৬. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা বিশেষ প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। ইংরাজী ও বাংলা তথ্যসূত্র মিশিয়ে দিলে ভাল হয় না। বাংলা ও ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে। গ্রন্থপঞ্জীতে তথ্যসূত্রে সংখ্যা থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫১, সংখ্যা ৪ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা সহঃ সম্পাদক : নির্মলেন্দু রায় শ্রাবণ, ১৪০৮

সম্পাদকীয়

সাধারণ গ্রন্থাগারের তথ্য পরিষেবা প্রসঙ্গে

১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হ'লে 'গ্রন্থাগারগুলিকে শুধুমাত্র বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা না করে জনশিক্ষা প্রসারে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচনা করার সরকারী নীতি' গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে আর আর যা কিছু বলা হয়েছিল তার মধ্যে জনসাধারণের চেতনা বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনে তথ্য পরিবেশন প্রভৃতি কাজে গ্রন্থাগারের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে - সেই অনুযায়ী কর্মসূচী গ্রহণ করা।

এই সিদ্ধান্ত যে সঠিক ও সময়োপযোগী ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক পট পরিবর্তনের ফলে নতুন দিন আসার যে প্রত্যাশা ছিল তাতে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রন্থাগারেরও একটা ভূমিকা ছিল। কিন্তু সেই ভূমিকা পালনে গ্রন্থাগারগুলি কতদূর সক্ষম হয়েছে তা বিচার করতে গেলে নির্মোহ আত্মসমীক্ষা ও আত্ম বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

এক বছর আগে 'গ্রন্থাগার'-এর এক সম্পাদকীয়তে 'সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবা' (শ্রাবণ ১৪০৭) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। তার পুনরাবৃত্তি না করে এখানে আরও কয়েকটি কথা বলতে চাই। অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করাও দোষের নয়।

আমাদের হাতে যদিও কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই যা দিয়ে আমরা সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিষেবার ক্ষেত্রের অগ্রগতির পরিমাপ করতে পারি, তবু পরিষদের নিজস্ব সূত্র থেকে যতদূর তথ্য সংগ্রহ করা যায় তার উপর নির্ভর করে বলা যায়, গত ২০ বছরে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবার ক্ষেত্রে খুব যে একটা পরিবর্তন হয়েছে তা মনে হয় না। সাধারণ গ্রন্থাগারে তথ্য পরিষেবার কোন আয়োজন যেমন আগেও ছিল না আজও নেই। আজও এখানে সেই সনাতন বই লেন-দেনই চলেছে - বেশিরভাগ পাঠকই বিনোদনমূলক বইপত্র পড়ে চলেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে তথ্য পরিষেবার কোন সুযোগ যে চাহিদা সৃষ্টি হয়নি। গ্রন্থাগার যে তথ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে পাঠকদের মধ্যে তেমন কোন বোধও গড়ে উঠছে না।

সরকারের ঘোষিত নীতিতে গ্রন্থাগারগুলির কর্মপন্থা বদলের যে আভাস দেওয়া হয়েছিল সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো কখনও খুব সহজ ছিল না, এবং সেই পথে কম বাধা-বিঘ্নই আছে একথা মেনে নিয়েও বলতে হয়, গত ২০ বছরে সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার কোন প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হয় না। তবে এগুলি কি শুধুই কথার কথা ছিল?

সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থানুকূল্য এবং সহায়তা, পৃথক গ্রন্থাগার মন্ত্রক ও গ্রন্থাগার বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর উদ্ভব; সামগ্রিকভাবে রাজ্য স্তরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান, উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকর্তার অধীনে ডাইরেক্টর অব লাইব্রেরী সার্ভিসেস এবং উপদেষ্টা সংস্থা হিসেবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বমূলক রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ (SLC) এবং জেলাস্তরে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার (LLA) এই সব ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও কেন এমন অবস্থা হচ্ছে তা ভাবা প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে সরকারের উপর দোষারোপ করে লাভ নেই। কারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছেন তা মূলত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ও সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পরামর্শ অনুযায়ীই করেছেন। সুতরাং এটা হল তাঁদের আত্ম সমীক্ষা ও আত্ম বিশ্লেষণ।

পরিমাণগতভাবে দেখলে পশ্চিমবঙ্গের মত এত বেশি সাধারণ গ্রন্থাগার ভারতের অন্য কোথাও নেই। গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়ের পরিমাণও যে কোন রাজ্য থেকে এখানে অনেক বেশি। কিন্তু গুণগতভাবে দেখলে, কারও কারও মতে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে ভারতের এমন কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পিছিয়ে আছে। অন্ততঃ

তথ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে।

এতকাল রাজ্যের জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ ছিল অক্ষর জ্ঞানহীন। এখন এ রাজ্যে সাক্ষরের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু জনচেতনা বৃদ্ধি বা জনগণকে গ্রন্থাগারাভিমুখী করার প্রচেষ্টা নানাকারণে সফল হয়নি। স্বল্পশিক্ষিত ও সদ্য সাক্ষরদের জন্য বই প্রয়োজনানুসারে প্রকাশিত হয় না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক না হওয়ায় ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা গ্রন্থাগার বিশেষ ব্যবহার করতেন না এবং সেই ট্রাডিশনই চলে আসছে। নিরক্ষর ও অল্পশিক্ষিতদের গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ করার কোন ব্যবস্থা নেই। বরং অনেকে মনে করেন, রেডিও, টিভি প্রভৃতি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রতি আকর্ষণ বেশি হওয়ায় গ্রন্থাগারে বই ও পত্রপত্রিকা পড়ার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি কখনোই তথ্যকেন্দ্র হয়ে উঠবে না যে পর্যন্ত না এইসব প্রতিবন্ধক দূর হয়ে তথ্যের চাহিদা গড়ে ওঠে। জনচেতনা বৃদ্ধি ও ব্যাপক সামাজিক অবক্ষয় দূর করে সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশও সম্ভব নয় যদি সমাজের নেতৃস্থানীয়েরা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁদের নিরাসক্ত ভূমিকা ত্যাগ করে এ ব্যাপারে এগিয়ে না আসেন।

বর্তমানে পাঠকদের পাঠের প্রতি অনীহা, তাঁদের বিনোদন মূলক গ্রন্থপাঠের প্রকাতা থোঁক, তথ্য ব্যবহার করার মতো কৌতূহল ও চাহিদার অভাব এবং গ্রন্থাগার কী পরিষেবা দিতে পারে সে সম্পর্কে ধারণার অভাব — এইসব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার পন্থা নিয়ে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা এ পর্যন্ত হয়েছে কিন্তু তার প্রয়োগ বড় একটা দেখা যায় না। একমাত্র অনুসন্ধানের পথেই কিছু করা সম্ভব। সদস্যদের ঠিকানায় গিয়ে দেখা করা। ঘরে ঘরে সম্ভাব্য পাঠকের অনুসন্ধান, প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে সমীক্ষা, পাঠাভ্যাসের সমীক্ষা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পরিসংখ্যান তৈরী করা যায়। পাঠক যদি গ্রন্থাগারে না আসেন, কথা উঠেছিল, তবে গ্রন্থাগারকেই পাঠকের কাছে নিয়ে যাওয়া হোক। অতীতে এই ভাবনার ফলে কয়েকটি জেলা গ্রন্থাগারে গ্রাম্যমাণ গ্রন্থযান ক্রয় করা হয়েছিল এবং অনেকগুলি গ্রন্থ-কেন্দ্রে পুস্তক সরবরাহ করা হত সেই সব অঞ্চলের পাঠকের জন্য। এই কাজ বেশিদিন চলেনি। গ্রন্থযানগুলি ব্যক্তিগত ব্যবহারে লেগেছে বলে অভিযোগ শোনা যায়। পরে এই পরিষেবা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে একজন করে সাইকেল পিওন নিয়োগ করা হয়েছিল পাঠকদের কাছে বই পৌঁছনোর জন্য। কিন্তু সেই পরিষেবাও চলেনি, অথচ সাইকেল পিওন আজও আছে।

একটা কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখা দরকার। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতিবিধান শুধুমাত্র গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর নির্ভর করে না। এর বেশিরভাগই নির্ভর করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যাঁরা নীতি নির্ধারণ করেন তাঁদের উপর। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে সুষ্ঠুনীতি, গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তাঁদের থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান, উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত সেবার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ কর্মীবাহিনী, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সহযোগিতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে জনসাধারণের চেতনা বৃদ্ধি প্রভৃতি অনেক প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত। এজন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং গ্রন্থাগার মস্তকের আমলাদের তথাকথিত আমলতান্ত্রিক মনোভাব এবং গতানুগতিকতা ত্যাগ করে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে তাকে সফল করার চেষ্টা করতে হবে।

বর্তমানে সাধারণ গ্রন্থাগারে যে বৃত্তি সহায়ক কার্যক্রম কেরিয়ার গাইডেন্স প্রোগ্রাম চালু হচ্ছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোথায় কোথায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়, কাজের বাজার, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কী করণীয়, ছাত্র, শিক্ষক, চাষবাস ও কুটির শিল্পে নিযুক্ত লোকদের কাজে লাগে এমন তথ্যের সন্ধান দেওয়া। অবশ্য এই কেরিয়ার গাইডেন্স প্রকল্প সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবার একদিক মাত্র। এজন্য উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহও সংগঠনের প্রয়োজন আছে।

সরকার এখন গ্রন্থাগারে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা এবং তথ্য পরিষেবার উপর জোর দিতে চান। ৪৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনেরও আলোচ্য বিষয় ছিল সাধারণ গ্রন্থাগারে স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য উৎস এবং এই সম্পর্কিত পরিষেবা। এই সম্মেলনের সভাপতি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক অরুণকান্তি দাশগুপ্তের পর্যবেক্ষণও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'প্রথাগত গ্রন্থাগারিকতা পদ্ধতি এবং তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের আবশ্যিকতা নিয়ে বিতর্ক চলেছে। এ দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সমস্যা হল এ দুয়ের সমন্বয় সাধন করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবে তা স্থির করা। নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আমরা বড় বেশি আত্মহারা হয়ে পড়ি - ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি নিয়েও হয়েছে তাই। নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করলে কি ফল পাওয়া যাবে তা দেখতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি যে সমস্ত ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজনীয় ও উপযোগী সেখানে তা করা হচ্ছে না - যেখানে তা করা হচ্ছে তা থেকে কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। কম্পিউটার ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট এগুলি অনেক ক্ষেত্রে কেবল মর্যাদার পরিচায়ক। অনেক ছোট গ্রন্থাগারে যেখানে দিনে হয়তো ৫/১০ খানা বইয়ের বেশি লেনদেন নেই সেখানে তার হিসাব রাখার জন্য কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু অনেক বড় বড় গ্রন্থাগারে তার ব্যবহার নেই।'

নূতন শতাব্দীতে গ্রন্থাগারিক ঃ তাদের ভূমিকা ও কর্তব্য

সুদীপ রঞ্জন ঘাটুয়া ও সমীর কুমার জুলোল
ডকুমেন্টেশান রিসার্চ ও ট্রেনিং সেন্টার (DRTC)

সারাংশ ঃ

তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নতি বর্তমান সমাজকে তথ্যকেন্দ্রিক সমাজে পরিণত করিতেছে। ক্রমবর্ধমান তথ্যের তাৎক্ষণিক চাহিদা বর্তমানে এই পেশায় যুক্ত ব্যক্তিগণের কাছে এক নূতন প্রতিবন্ধকতা। এই প্রবন্ধে আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব কিভাবে এই দ্রুত পরিবর্তনশীল তথ্যের যুগে তথ্য ব্যবহারকারীগণের চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমান গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিবর্তিত হইতেছে।

ভূমিকা ঃ

গ্রন্থাগার হইল জ্ঞানের মন্দির এবং ইহার প্রধান কার্য বিশ্বজ্ঞান সংরক্ষণ ও বিস্তার করা। কিন্তু বর্তমান সমাজ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইয়া নূতন সমাজের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং এইখানে গ্রন্থাগারের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির যুগে ব্যবহারকারীগণের চাহিদা পূরণ গ্রন্থাগারিকগণের নিকট এক নতুন চ্যালেঞ্জ। ব্যবহারকারীগণের তথ্যের প্রতি আগ্রহ এবং কৌশল এত দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে যে তাহা চলতি তথ্য ব্যবস্থাকে এক দারুণ সমস্যার মূলে ফেলিয়া দিতেছে। এখানেই গ্রন্থাগারিক, বা বলিলে ভাল হয়, পেশাদার তথ্য সরবরাহকারীগণের বিশাল ভূমিকা রহিয়াছে।

পরিবর্তন ঃ

সাধারণভাবে গ্রন্থাগার বলিতে যাহা বুঝি তাহা হইল পুস্তক ও অন্য ছাপানো বস্তুর সংগ্রহশালা। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণা পাল্টাইয়া গিয়াছে। গ্রন্থাগার বলিতে পুস্তক সংগ্রহ ছাড়াও এখন বোঝায় তথ্যকেন্দ্র যা তথ্যের সংগ্রহ ও উদ্ধার ও সঞ্চালন (Dissemination) করে। এখন তথ্য সংগৃহীত হয় ফ্লপি, ক্যাসেট, ম্যাগনেটিক টেপ, কম্প্যাক্ট ডিস্ক (CD), কম্পিউটার হার্ডডিস্ক এবং অত্যাধুনিক ডি. ভি. ডি. (Digital Video Disk) -তে। এমনকি ম্যাগনেটিক টেপ, পাঞ্চকার্ড এখন প্রায় বাতিল। এই নূতন বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলি কল্পনাতীত স্থান সঙ্কুলান করে, যাহা প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির একটি বিশাল সমস্যা।

একইসঙ্গে গ্রন্থাগার পরিষেবারও অসম্ভব পরিবর্তন হইয়াছে। যদি ক্রমান্বয়ে গ্রন্থাগার পরিষেবার একটি লেখাচিত্র (Graph) অঙ্কন করা যায় তাহা হইবে নিম্নরূপ —

নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ পদ্ধতি (Closed Access System) অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশ পদ্ধতি (Open Access System)। পুস্তক বা ঐ ধরণের নথি সরবরাহ - রেফারেন্স সেবা; ফটোকপির সুবিধা, আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋণ সেবা, রেফারেন্স সেবা, গ্রন্থ তালিকা ও সাহিত্য অনুসন্ধানের সুবিধা। এছাড়াও আছে তাৎক্ষণিক সচেতনতা সেবা (Current Awareness Service) এবং নির্বাচিত তথ্য বিস্তার সেবা (SDI), সূচীকা গঠন (Indexing), সংক্ষিপ্তসার গঠন (abstracting) এবং ডেটাবেস গঠন সেবা।

গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ঃ

১. **তন্ত্র বিশ্লেষক (System analyst)**

গ্রন্থাগারিকের প্রধান কর্তব্য হইল তথ্যের উদ্ধার ও সংগ্রহ (Information Storage and Retrieval)। এই কম্পিউটারের যুগে এই দায়িত্ব পালন করিতে হইলে তাহাকে যাহা করিতে হইবে তাহা হইল —

(ক) বর্তমান সিস্টেমের মূল্যায়ন

(খ) বর্তমান সংগ্রহের মূল্যায়ন

(গ) বর্তমান সিস্টেমের উন্নতির নকশা

(ঘ) ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সিস্টেম

২. **তন্ত্রের গঠনকারী (System designer)**

তন্ত্রের গঠনকারী তন্ত্র ও প্রযুক্তিবিদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা পালন করেন। এই ভূমিকা পালন করিতে তাহাকে যাহা করিতে হয় —

(ক) তন্ত্রের নকশা যেন অবশ্যই তন্ত্রের লক্ষ্যকে পরিতৃপ্ত করে।

(খ) তন্ত্র যেন যথেষ্ট দক্ষ হয় লক্ষ্য পূরণের জন্য।

(গ) ইহা যেন অবশ্যই পরিবর্তনশীল হয়।

(ঘ) নকশার সমস্যা খুঁজিয়া বাহির করা।

(ঙ) কর্মসূচী (Program) নির্দিষ্টকরণ।

(চ) কর্মসূচীর প্রয়োগ।

৩. ডেটাবেস নিয়ন্ত্রক (Database Administrator)

একজন দক্ষ ডেটাবেস নিয়ন্ত্রক হিসাবে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা হইল —

(ক) ডেটাবেস কাঠামোর নকশা গঠন করা।

(খ) বিভিন্ন ফাইলের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা।

(গ) নথির গঠনের (record format) নির্ধারিত মান বজায় রাখা।

(ঘ) উপযুক্ত হার্ডওয়্যার (Hardware) ও সফটওয়্যার (Software) সংগ্রহের আগে কর্তৃপক্ষের (Management) সাথে আলোচনা করা এবং উহাদের উপযোগিতা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে বোঝানো ও খুশী করা।

৪. ডেটাবেস ম্যানেজার (Database Manager)

ডেটাবেস ম্যানেজার হিসাবে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ডেটাবেস গঠন, ডেটাবেস প্রশাসন, রক্ষণাবেক্ষণ, নবীকরণ এবং অনুপ্রবেশ বিন্দুর (access point) দক্ষ পরিচালনা করা।

৫. তথ্য বিশ্লেষক (Information Analyst)

এই ভূমিকায় গ্রন্থাগারিকের প্রাথমিক দায়িত্ব ব্যবহারকারীগণের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা। একজন দক্ষ তথ্যবিশ্লেষক হিসাবে তাঁহার অবশ্যই প্রোগ্রামিং (Programming) এবং তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকিতে হইবে। তাঁর প্রধান দায়িত্ব ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করিয়া তার সংগৃহীত ডেটাবেস হইতে সঠিক ও ন্যূনতম সময়ে তথ্য সরবরাহ করা। একজন তথ্য বিশ্লেষক কম্পিউটারকৃত নির্বাচিত তথ্যবিস্তার সেবা (SDI), অতীত সম্পর্কীয় (Retrospective) সেবা ইত্যাদি সেবারও যোগান দিতে পারেন। বর্তমান ওয়েব (www) পরিবেশে তথ্যের বহর প্রতি মিনিটে এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে ব্যবহারকারীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছেন এবং এইখানেই তথ্য-বিশ্লেষক পারেন প্রয়োজনীয় এবং সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্য নির্বাচন করিয়া ব্যবহারকারীর প্রয়োজন মেটাইতে।

আরো যে সমস্ত নূতন ভূমিকায় বর্তমানে গ্রন্থাগারিকগণকে দেখা যাইতেছে তাহা হইল —

৬. নেটওয়ার্ক ম্যানেজার (Network Manager)

৭. প্রতিনিধি (Intermediary)

৮. ডেটাবেস বিশেষজ্ঞ (Database specialist)

৯. নির্দেশক (Guide to users)

১০. সমন্বয়কারী (Co-ordinator)

১১. সংগ্রাহক থেকে জ্ঞান অনুসন্ধানকারী (Knowledge Prospector) - পুরাতন ক্ল্যাসিফায়ার, ক্যাটালগার, ইন্ডেক্সার হইতে আধুনিক মেটাডেটা (Metadata) বর্ধনকারী এবং প্রকাশক, বিশেষত ইন্টারনেট প্রকাশনা।

১২. কারিগরী উৎপাদক (Technical Processor)

১৩. জ্ঞানের নাবিক (Knowledge Navigator)

প্রয়োজনীয় দক্ষতা :

বর্তমানে পেশাদার তথা সরবরাহকারীকে পুরাতন গ্রন্থাগারিকের দক্ষতা ছাড়াও আরো যে সমস্ত গুণগুলি জরুরী তাহা হইল —

১. তাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

২. মানবিক ও আর্থিক সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের দক্ষতা থাকিতে হইবে।

৩. ইন্টারনেট এবং ওয়েব (www) সম্পর্কে স্বচ্ছ ও চূড়ান্ত জ্ঞান থাকিতে হইবে।

৪. ওয়েবসাইট তৈরির জ্ঞান থাকিতে হইবে।

৫. তাহার যথেষ্ট দক্ষতা থাকিতে হইবে যাহাতে তথ্যকেন্দ্রের সম্পদ ও সেবাকে অনলাইন দিতে পারেন।

৬. ইন্টারনেট নিরাপত্তা, কপিরাইট আইন, ব্যবহারকারীর বিভিন্ন তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকিতে হইবে।

উপসংহার :

বর্তমান কম্পিউটার চালিত এবং ইন্টারনেটের যুগে যেখানে জীবনের গতি, প্রয়োজনীয়তা এবং প্রতিযোগিতা প্রচন্ড সেখানে 'গ্রন্থাগারিক' এই পদনাম বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। নূতন সমাজ গ্রন্থাগারিককে নূতন নামে ডাকিতেছে। উপরোক্ত তেরোটি নাম তারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। আন্তর্জাতিক জর্নালে Librarian এই শব্দটি এখন খুঁজে পাওয়াই কঠিন হইয়া যাইতেছে। তাহার স্থানে উপরোক্ত তেরোটি শব্দ ভীষণ ভাবে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। গত কয়েক বৎসরে ইন্টারনেটের অভাবনীয় প্রসার ঘটিয়াছে। আমরা এখন

ডিজিটাল লাইব্রেরী, ভার্চুয়াল লাইব্রেরীর (Virtual Library) কথা ভাবিতেছি। বিশেষতঃ গ্রন্থাগারিক ল্যাঙ্কাস্টার কাগজবিহীন গ্রন্থাগারের ভবিষ্যতবাণী করিয়াছিলেন এবং বর্তমান দুনিয়া ঐ পথেই যাইতেছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমী দুনিয়া ঐ পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। যদিও আমাদের দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ডিজিটাল বা ভার্চুয়াল লাইব্রেরীর চূড়ান্ত সাফল্য দূর অস্ত। কিন্তু অনেক বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন IISc, IIT, IIM, ISI, CSIR-এর অন্তর্গত R & D কেন্দ্রগুলিতে প্রায় গ্রন্থাগারের নূতন সংজ্ঞার ব্যবহার শুরু হইয়া গিয়াছে। আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে ধাপে ধাপে ভারতের সব গ্রন্থাগারগুলিকেই এই নূতন ভূমিকায় দেখা যাইবে।

References :

1. Anil Kumar, H. The Librarian at cross road : Human resources in the information age. 49th. FID Conference and Congress held at New Delhi. 11-17 Oct 1999. p 1-3.
2. Blaise, C. Information Professionals in the digital age. International Information and Library Reviews. V (30) No (1). 1998. p 37-40.
3. Chatterjee, Amitabha. Emerging Information Society vis-a-vis Information Management in Mass Media Agencies in India. XXII All India Conference of IASLIC held at Agra during 28-31 Dec. 1999. p-49.
4. Griffiths, Jose Marie. Why the web is not a library? FID review. Vol. I; No. 1. 1999. p 13-20

বিজ্ঞপ্তি

গ্রন্থাগারিক দিবস উদ্‌যাপন

উদ্যোক্তা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ / ইয়াসলিক / আইএলএ ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন

স্থান : রিষড়া রবীন্দ্র ভবন

সময় : ১২ই আগষ্ট ২০০১, রবিবার সকাল ১০ টায় অনুষ্ঠান শুরু

অন্যান্যবারের মত আগামী ১২ই আগষ্ট, রবিবার রঙ্গনাথনের জন্মদিনে গ্রন্থাগারিক দিবস পালিত হবে। এই অনুষ্ঠানে যাঁরা যোগ দিতে ইচ্ছুক তাঁদের আগামী ৯.৮.২০০১ তারিখের মধ্যে ৪০.০০ টাকা পরিষদ ভবনে বা ইয়াসলিক অফিসে জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ঐ তারিখের পরে কোন অর্থ নেওয়া হবে না। পরিষদের হুগলী জেলা কমিটির কাছেও অর্থ জমা দেওয়া চলবে।

রিষড়া রবীন্দ্র ভবন ষ্টেশন থেকে ২-৩ মিনিটের পথ।

ব্যবস্থাপনায় : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখা।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৪৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পঠিত

'সাধারণ গ্রন্থাগারে স্থানীয় ইতিহাস এবং তথ্য উৎস সঙ্কলন এবং এই সম্পর্কিত পরিষেবা'

সুকেন্দু দে, গ্রন্থাগারিক
সুভতুণ্ড বিদ্যুৎ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, শক্তিগড়, বর্ধমান।

জ্ঞানসমুদ্রের বুকে আর ভেসে যায় না দুঃসাহসী নাবিকের ভেলা। শ্বাসরোধ হয়ে আসে এক দুঃসহ অন্ধকারের গভীরে। চারদিকে মাকড়সার জাল, পোকার আক্রমণ - ধুলোর আস্তরে মোড়া অসংখ্য গ্রন্থ - আমাদের ইতিহাস - ঐতিহ্য - সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রভূমিতে নেই কোন পাঠকের পদক্ষেপ। মরা নদীতে নেই জোয়ারের স্রোত। সংস্কৃতির অপমৃত্যুর এক দুঃসহ সঙ্কেত নিয়ে এবারের পর্যালোচনা। শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'গ্রন্থাগারে অন্ধকার' (৯ জুলাই, ২০০০, রবিবারের প্রতিদিন)। শুধুমাত্র উপরোক্ত পর্যালোচনাই নয়। এইরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা, প্রবন্ধ অনেক সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে আমরা দেখতে পাই। আলোচ্য বিষয় থাকে গ্রন্থাগারে পাঠকের সংখ্যা কমছে, পুস্তকের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত বাসে, ট্রেনে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের সাধারণ সভায়, সম্মেলনে, গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট হতে আমরা শুনতে পাই 'গ্রন্থাগারের পাঠক সমস্যা' সম্পর্কে। যদিও এই প্রবন্ধে 'গ্রন্থাগারের পাঠক সমস্যা' সম্পর্কে আলোচনার স্বাধীনতা আমার নেই। তথাপি এই সম্মেলনে (৪৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন) স্থিরীকৃত প্রবন্ধের পটভূমিকার জন্য আমাকে এ বিষয়ে 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাইতে হলো।

বর্তমানে তাই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে গ্রন্থাগার কি তাহলে ধ্বসে হয়ে যাবে? গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা কি শেষ? আজ এই সকল প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমরা জানি পরিবেশ সর্বদা পরিবর্তনশীল। পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানিয়ে বা খাপ খাইয়ে চলার জন্য জীবদেহের যে গঠনগত, শারীরবৃত্তীয় এবং আচরণগত পরিবর্তন ঘটে তা হলো জীবের অভিযোজন। গ্রন্থাগারও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাই সমাজ-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকবর্গের অভিরুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটছে। তাই পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবার ক্ষেত্রেও নতুন নতুন পদ্ধতি সংযোজিত হচ্ছে। আর এই জন্যই আমরা দেখেছি বিগত ৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (হেমচন্দ্র পাঠাগার, খিদিরপুর, কলিকাতা, ১৪-১৬ নভেম্বর ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত) প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিলো 'সর্বস্তরের গ্রন্থাগার পরিষেবার অ-বই সম্ভারের ব্যবহার ও বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা।' গ্রন্থাগার আন্দোলনের একযুগ সন্ধিক্ষণে নতুন শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে (৪৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন) প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় স্থিরীকৃত হয়েছে — 'গ্রন্থাগারে স্থানীয় ইতিহাস এবং তথ্য উৎস সঙ্কলন এবং এই সম্পর্কিত পরিষেবা' বলতে দ্বিধা না করাই ভালো যে বৈদ্যুতিন মাধ্যম, সমাজ-সভ্যতার ক্রম বিবর্তন, কারিগরী বিদ্যার প্রভূত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারেরও জীবের ন্যায় অভিযোজনগত পরিবর্তন ঘটছে। যাতে পাঠকবর্গ গ্রন্থাগার বিমুখ না হয়, গ্রন্থাগারের বহুমুখী উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয় এবং গ্রন্থাগার যেন সত্যিই হয়ে ওঠে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আত্মোন্নতি শিক্ষোন্নয়ন ও সংবাদ সরবরাহের ক্ষেত্র হিসাবে।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারের ব্যবহার, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধ্যান ধারণা উন্নত দেশের তুলনায় আজও পশ্চাদপদ। আজও অনেকে ভাবেন গ্রন্থাগারে শুধু গ্রন্থই থাকে, কিন্তু এই সংস্থা যে শুধু গ্রন্থাগার নয়, তথ্য কেন্দ্র (Information centre) এই ধারণা সকলের সমাক নয়। এ রকম তো হওয়ার কথা নয়। অথচ হওয়া উচিৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — "যে কোন একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাহাকে জ্ঞান দাও, আশা দাও, তাহার সেবা কর, জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎ সংসারে অবজ্ঞার অধিকারী নহে।" আর এ জন্যেই প্রয়োজন গ্রন্থাগারে স্থানীয় ইতিহাস এবং তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা প্রদান করা।

এখন আলোচনা করা যাক কিভাবে সাধারণ গ্রন্থাগারে স্থানীয় ইতিহাস এবং তথ্য উৎস সঙ্কলন করা যাবে এবং কিভাবে এই সম্পর্কে পরিষেবা প্রদান করা যেতে পারে তা নীচে দেওয়া হল —

(১) জেলা বিষয়ে যে সরকারী Gazetteer আছে তা থেকে গ্রন্থাগারের স্থানীয় এলাকা সম্পর্কিত কোন উপাদান বা তথ্য থাকলে তা খুঁজে বের করে তা খাতায় লিপিবদ্ধ করা অথবা জেরক্স (xerox) করে রাখা।

(২) বর্তমানে আঞ্চলিক ইতিহাস এবং জেলা সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকগণ বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশ করেছেন এবং এই ধরনের পুস্তক রচনার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন বাঁকুড়া (ইতিহাস) - তরুণদেব ভট্টাচার্য, মালদা (ইতিহাস) - সিদ্ধার্থ ওহ রায়, কোচবিহারের ইতিহাস - ড: নৃপেন্দ্র পাল, বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩ খন্ড) - যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, বর্ধমান পরিক্রমা - হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য, উত্তর ২৪ পরগণার নদ-নদী ও প্রাচীন সভ্যতা - সুকুমার মিত্র, সুন্দরবনের ভাঙাগড়া - সুকুমার মিত্র, ইতিবৃত্তে কুমারহট্ট হালিসহর - সুকুমার সিং ইত্যাদি। ঐ পুস্তক সমূহ থেকে স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তা লিখে একত্রিত করা এবং পুস্তকের প্রয়োজনীয় অংশগুলি জেরক্স করা এবং তা গ্রন্থাগারের সর্বস্তরের পাঠক বিশেষত অর্ধশিক্ষিত, নিরক্ষর শিশুদের নিয়ে তা আলোচনা করা। প্রয়োজনে তা পড়ে শোনানো যেতে পারে।

(৩) অনেক সময় সরকারী পত্রিকায় জেলা বিষয়ে বিশেষ সংখ্যা বের হয় যেমন পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, বর্ধমান জেলা সংখ্যা, ১৪০৩, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা সংখ্যা, ১৪০৬ ইত্যাদি। গ্রন্থাগারে এই সকল পত্রিকা সমূহ সংগ্রহ করে রাখতে হবে এবং এই সকল তথ্য থেকে প্রয়োজনীয় অংশ সমূহ বিভিন্নভাবে পাঠকবর্গকে পরিষেবা প্রদান করা যেতে পারে।

(৪) স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন বয়স্ক ও গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আলোচনা করা। প্রয়োজনীয় আলোচিত বিষয় সমূহ খাতায় লিপিবদ্ধ করা এবং টেপ রেকর্ডিং করে রাখা। গ্রন্থাগারে এলাকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঐতিহাসিক মন্দির, মসজিদ, মঠ, স্থাপত্য কীর্তির চিত্র সংগ্রহ করা এবং সম্ভবপর হলে কিছু কিছু এই সকল বস্তুসমূহ ক্যামেরা বন্দী করে তার চিত্র এ্যালবামে রাখা। প্রয়োজনে পাঠকবর্গকে খাতায় লিপিবদ্ধ অংশ পড়তে দেওয়া যেতে পারে, নিরক্ষর, শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। রেকর্ডিং অংশ বাজিয়ে শোনানো যেতে পারে। এ্যালবামে রক্ষিত ছবি পাঠকবর্গকে দেখতে দেওয়া যেতে পারে। এ রকম পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে 'গ্রন্থাগার অ-বইয়ের ব্যবহার' সূত্রকে কার্যকরী করে তোলা যায়।

(৫) বিভিন্ন স্থানীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্র-পত্রিকায় কোন কোন বিশেষ অঞ্চল সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ক লেখা বের হয়। ঐ অংশ এলাকার সম্পর্কযুক্ত হলে তা কেটে ক্লিপিং (clipping) করে গ্রন্থাগারে রাখতে হবে এবং প্রয়োজন মতো পরিষেবা প্রদান করতে হবে।

(৬) এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী, খালের ইতিহাস, গতিপথ ও অন্যান্য তথ্যও গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করে রাখা যেতে পারে যা মানুষের জ্ঞান পিপাসা মেটাতে সমর্থ হয়।

(৭) স্থানীয় অঞ্চলের অনেক কবি, লেখক, সাহিত্যিক, খেলাপ্রেমিক, রাজনীতিবিদ, সমাজসংস্কারক এবং বরণীয় মানুষদের সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিহাস ও তথ্য গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করে রাখতে হবে। এই সকল ইতিহাস ও তথ্যসমূহ সর্বস্তরের পাঠকবর্গকে বিভিন্নভাবে পরিষেবা প্রদান করতে হবে। শিশু, যুবক-যুবতী ও স্বল্প শিক্ষিত পাঠকবর্গ এই সকল তথ্য থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারবে।

(৮) স্থানীয় এলাকার সরকারী, আধাসরকারী এবং স্ব-শাসিত সংস্থাগুলির (যেমন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অফিস, ইলেকট্রিক অফিস, টেলিফোন অফিস, ফায়ার ব্রিগেড অফিস, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ ইত্যাদি) ফোন নাম্বার (phone number) সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারে রাখতে হবে। এই সংগৃহীত তথ্য থেকে সর্বস্তরের মানুষ গ্রন্থাগার থেকে পরিষেবা পেতে পারে।

(৯) স্থানীয় রেল স্টেশন ও বাস টার্মিনাসের আপ এবং ডাউন ট্রেন ও বাসের সময়সূচী গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করে রাখতে হবে। সাধারণ মানুষ তাদের প্রয়োজনমতো এই তথ্য পেয়ে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

(১০) স্বায়ত্ত শাসিত (Self Government) (যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত পৌরসভা, কর্পোরেশন) প্রভৃতি সংস্থাগুলির বাৎসরিক সাধারণ সভার রিপোর্ট, বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি তথ্য গ্রন্থাগারে রাখতে হবে। এ সকল তথ্য থেকে জনগণ তাদের ঔৎসুক্য মেটাতে সমর্থ হয়, বিভিন্ন প্রকল্প সমূহ সম্পর্কে তথ্য পেতে পারে। এই সকল তথ্য থেকে জনগণ নিজ নিজ এলাকার উন্নতি অবনতির চিত্র জানতে পারে। আর এভাবেই গ্রন্থাগার পরিষেবার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়।

(১১) স্থানীয় এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ, সমাজ সেবামূলক সংস্থার নাম, ঠিকানা গ্রন্থাগারে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে যে সকল বিষয়

পড়ানো হয় তার তালিকাও গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করে রাখা যেতে পারে। স্থানীয় অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ফলাফলও গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করে রাখা যেতে পারে। পাঠকবর্গ এ সকল তথ্য থেকে পরিষেবা পেতে সমর্থ হয়।

(১২) সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন রিপোর্ট, পুস্তিকা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাগারে প্রয়োজনমতো এ সকল তথ্য সংগ্রহ করে রাখা যেতে পারে।

(১৩) বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করছে। তাই বিভিন্ন প্রকল্পের নাম, ঋণ দান বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যও গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করে রাখতে হবে (যেমন স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প বিষয়ক বিভিন্ন বই) গ্রন্থাগার থেকে এ সকল পরিষেবা পেয়ে বেকার যুবক-যুবতীরা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারবে।

(১৪) সরকারী ও স্ব-শাসিত সংস্থাগুলির উদ্যোগে গণ জমায়েত ও গণ সচেতনতা বিষয়ক কোন কর্মসূচীর স্থান, তারিখ, সময় ইত্যাদি তথ্য গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করে রাখতে হবে এবং তা সর্বস্তরের মানুষের উদ্দেশে প্রদর্শিত করে রাখতে হবে।(যেমন গ্রাম সংসদ সভার স্থান, সময়, তারিখের নোটিশ ইত্যাদি)।

(১৫) স্থানীয় অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ইত্যাদি তথ্য, পরিসংখ্যানও গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করে রাখা যেতে পারে এবং বিভিন্ন সেচ খালের (এলাকার প্রয়োজনভিত্তিক) জল ছাড়ার সময়ের ও বন্ধ করার সময়ের তথ্যও গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করে রাখা যেতে পারে। কৃষক ও গরীব মানুষ এই পরিষেবা পেয়ে বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

এ সকল স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য উৎস সংগ্রহ করে প্রয়োজন মতো পাঠকবর্গকে পরিষেবা প্রদান করতে পারলে বাস্তবে গ্রন্থাগারের বহুমুখী উদ্দেশ্য সফল হবে। এ সকল তথ্যসমূহ থেকে বিভিন্নভাবে সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হতে পারবে। সর্বস্তরের মানুষের মন সচেতনতায় ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারিত হবে, কার্যকরী হবে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গণশিক্ষা এবং শিক্ষার সমান সুযোগের নীতি। সর্বস্তরের মানুষ বিশেষত বর্তমান প্রজন্মের ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠবে স্থানীয় কৃষি সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে যা থেকে জন্মাবে দেশপ্রীতি, অঞ্চল প্রীতি। এ সকল স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্যসমূহ থেকে সর্বস্তরের মানুষ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মোন্নতির ক্ষেত্রে উপকৃত হতে পারবে। আর তখনই গ্রন্থাগার পরিগণিত হবে প্রকৃতপক্ষে 'জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়' রূপে। প্রথাগত শিক্ষার বাইরেও মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটবে। গ্রন্থাগারগুলি হয়ে উঠবে 'গ্রাম বন্ধুর' কার্যালয় হিসাবে আগামী ২০০১ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচী রাজ্য সরকার গ্রহন করেছে। এর অনেকটাই প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হবে তথ্যসমৃদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি। আশাকরি সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি বর্তমানে গ্রন্থাগার পরিষেবার সমস্ত পদ্ধতি অক্ষুন্ন রেখে এবং এই পদ্ধতি অধিকমাত্রায় সংযোজিত হয়ে গ্রন্থাগারগুলি মানুষের আলোর দিশারী হয়ে উঠবে। তবেই তো গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী এস.আর.রঙ্গনাথন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। আর তখনই আমরা পারবো 'রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনতে ফুটন্ত কুসুমকে।'

৪৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পঠিত

বাচামারী গ্রামের গ্রন্থাগারের (কবি ভারতীভবন সাধারণ গ্রন্থাগার) স্থানীয় ইতিহাস, তথ্য উৎস সঙ্কলন এবং এই সংক্রান্ত পরিষেবা

শশাঙ্ক দাশগুপ্ত

মালদা

বাচামারী গ্রামের নামকরণের ইতিহাস — স্বর্গীয় গৌর গোবিন্দ সেন, কবি ভারতীর ব্যাখ্যানুসারে এই গ্রাম পূর্বে বাচস্পতি তর্কতীর্থের আবাসস্থল ছিল। দূর দূরান্তের বাচস্পতিগণ এখানে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (প্রায় ১০০০ বছর পূর্বে গৌরাধিপতি লক্ষ্মণ সেন/বল্লাল সেনের আমল থেকেই) এই গ্রামের নাম হয় 'বাচামারী'।

বর্তমানে ইহা পুরাতন মালদহ শহর নামক পৌরসভার অন্তর্গত মহানন্দ। নদীর তীরে অবস্থিত এই গ্রাম থেকে ৩ কিলোমিটার দূরেই জেলা সদর মালদা। পূর্বে এখানে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও শূদ্রের বসবাস থাকলেও বিদ্যাচর্চার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ বরাবরই লক্ষ্য রাখা যায়। পূর্বে মঙ্গলবাড়ী অঞ্চলের অধীনে হলেও বর্তমানে বিগত সাত বছর পূর্বে এই গ্রাম পৌরসভার ৭ এবং ৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত হয়েছে। এই পুরাতন মালদহ পৌরসভাটি ১৩০ বছর পূর্বে স্থাপিত হয়। যাহা পশ্চিম বাংলার সুপ্রাচীন পৌরসভা। অধুনা বাংলাদেশ হইতে উদ্বাস্তু আগমনে এই গ্রামটি একটি জনবহুল কর্মব্যস্ত গ্রামের রূপ নিয়েছে।

স্বাধীনতার পূর্বে এই গ্রামে কিছু ক্লাব এবং লাইব্রেরী ছিল, ক্রমে বিদ্যাচর্চার অগ্রগতি হতে থাকে। ফলে সুসংগঠিত গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং স্থানীয় চারণকবি, কবি ভারতী গৌর গোবিন্দ সেনের ভূমি দানের ফলে ১৯৫৯ সনে সরকারী অনুমোদন লাভ করে : — "বাচামারী কবি ভারতীভবন সাধারণ গ্রন্থাগার"। এই গ্রন্থাগার স্থাপনের মূলে যে সমস্ত বিদ্যানুরাগীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের উদ্যোগ অনস্বীকার্য।

বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা আশানুরূপ। বিজ্ঞানের সভ্যতা বিকাশে ও শিক্ষা প্রসারের জন্য নানা বিষয়ে পুস্তক সংগৃহীত আছে। ৩১.১০.২০০০ পর্যন্ত নিম্নের পরিসংখ্যান :—

১।	পাঠক সংখ্যা	২৪৪
২।	পুস্তক সংখ্যা	৪৮৮৭
৩।	পত্রিকার সংখ্যা	৬
৪।	ঘরের সংখ্যা	৬
৫।	আলমারীর সংখ্যা	২২
৬।	টেবিলের সংখ্যা	৫
৭।	বিভাগ সংখ্যা	শিশু, সাক্ষরতা পাঠকক্ষ বিভাগ, লেনদেন বিভাগ সাংস্কৃতিক বিভাগ।
৮।	আসন সংখ্যা	২৮
৯।	কর্মী সংখ্যা	২
	বিবরণ	যোগ্যতা
	ক) গ্রন্থাগারিক : শশাঙ্ক দাশগুপ্ত	(B.A./B.L.I.S.)
	খ) সাইকেল পিওন : শ্রীমতী কাজল সরকার	(VIII)

১০। Extension Service :- পালস্ পোলিও কর্মসূচী : নিকটের রামকৃষ্ণ স্মৃতি সংঘের সহিত যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়। স্বাধীনতা দিবস, নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের ও রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী প্রভৃতি পালন করা হয়।

এই গ্রাম সাক্ষরতা কর্মসূচী সম্পন্ন করে সাক্ষরোত্তর কর্মসূচী রূপায়ণের পথে এগিয়ে চলেছে। এই গ্রামে এবং গ্রন্থাগারে বহু সুধী ও মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গুণীজনের আগমন হয়। যেমন — মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, স্বামী স্বরূপানন্দ, সুলেখক-নলিনীকান্ত সরকার (নাদাঠাকুর), রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী, মালদা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বর্গীয় দুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্য, সুপরিচিত আইনজীবি অমল মৈত্র এবং শিবেন্দু শেখর রায়, সুচিকিৎসক কমলকৃষ্ণ সান্যাল, শৈলেশ সেন ও রণজিত ঘোষ, জেলা সমাহর্তাগণ রণজিত ঘোষ I.A.S.; ভি. এস. সি. ব্যানার্জী, I.A.S.; এন. এন. চ্যাটার্জী, M.A. (Double) Oxford

University / P.R.S. / I.A.S.; পি. সি. ব্যানার্জী I.A.S. সমাজসেবিকা 'তরুবালা সেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। গত ৬.৯.২০০০ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুদানে, নবনির্মিত সম্প্রসারিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘটন করেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী মাননীয় নিমাই মাল মহাশয়।

জেলার বর্তমান চিত্র — ১টি জেলা গ্রন্থাগার, ৯টি শহর গ্রন্থাগার, ৪টি প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরী এবং ৯২টি গ্রামীন গ্রন্থাগার। মোট ১০৬ টি আধা সরকারী গ্রন্থাগার।

এই ব্লকে মোট ৭টি পঃ বঃ সরকার পোষিত গ্রন্থাগার আছে।

১। শহর গ্রন্থাগার, বাণীভবন টাউন লাইব্রেরী, ওল্ড মালদা, মালদা।

২। বাচামারী কবি ভারতীভবন সাধারণ পাঠাগার, বাচামারী, মালদা / প্রাইমারী ইউনিট।

৩। পশ্চিমমঙ্গলবাড়ী সাধারণ পাঠাগার, মঙ্গলবাড়ী / প্রাইমারী ইউনিট, মালদা।

৪। সাহাপুর প্রগতি সংঘ, সাহাপুর, মালদা / রুরাল লাইব্রেরী।

৫। মুচিয়া গ্রামীন গ্রন্থাগার / মহাদেবপুর, মুচিয়া, মালদা / রুরাল লাইব্রেরী।

৬। মহিষবাথানী গ্রামীন গ্রন্থাগার / রুরাল লাইব্রেরী।

৭। ভাবুক গ্রামীন গ্রন্থাগার, ভাবুক, মালদা / রুরাল লাইব্রেরী।

এই ব্লকে মোট অঞ্চল ৬টি ও ১টি পৌরসভা।

১। ভাবুক অঞ্চল

২। মঙ্গলবাড়ী অঞ্চল

৩। মহিষাবাথানী অঞ্চল

৪। মুচিয়া অঞ্চল

৫। বামাডাং অঞ্চল

৬। সাহাপুর অঞ্চল

ব্লক অফিস — পুরাতন মালদা ব্লক, দূরত্ব ৮ কিমি

থানা — মালদা, দূরত্ব ৩ কিমি, দূরভাষ - ৬০২২২

পোষ্টঅফিস — বাচামারী, পিন - ৭৩২১৪২

হস্‌পিটাল — প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র - ১টি মৌনপুর P.H.C., পার্শ্ববর্তী ৬ নং ওয়ার্ডে।

বৃদ্ধাশ্রম — ৮ নং ওয়ার্ডে "বাচামারী বৃদ্ধাশ্রম, N.G.O. পরিচালিত।

ঠিকানা — বাচামারী গভঃ অপোমী বাচামারী মালদা

বাচামারী লাইব্রেরী হইতে —

১। মালদা সদরের দূরত্ব — ৩ কিমি

২। বাসষ্টান্ড - সরকারী/বেসরকারী — ৩ কিমি

৩। রেলওয়ে ষ্টেশন — ৩ কিমি

৪। মিউনিসিপ্যালিটি অফিস — ৩ কিমি

৫। জেলা হস্‌পিটাল — ৩ কিমি

৬। দমকল — ৩ কিমি

৭। কোর্ট — ৩ কিমি

৮। জেলা গ্রন্থাগার এবং D.L.O. অফিস — ৩ কিমি

শিক্ষা ব্যবস্থা — বাচামারীতে (৭ এবং ৮ নং ওয়ার্ডে)

প্রাথমিক বিদ্যালয় — ২ টি

মাদ্রাসা — ১ টি

মাধ্যমিক + উচ্চমাধ্যমিক + কলেজ — নাই

নার্সারী স্কুল — ৩ টি

সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র — ১ টি

সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র — ২ টি

প্রধান জীবিকা — চাকুরী, শ্রমজীবি, মৎসজীবি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী

প্রয়োজনীয় কিছু ফোন নম্বর বাচামারী লাইব্রেরীতে দেওয়া আছে।

মালদা রেলওয়ে অনুসন্ধান — 131/66000

ই. বি. থানা — 100/52071

Fire Station — 101/52054

N.B.S.T.C অনুসন্ধান — 52324

ই. বি. পৌরসভা — 52324

ই. বি. পৌপ জলকল — 56560

ওল্ড মালদা পৌরসভা — 60420

ওল্ড মালদা থানা — 60222

ডি. এল. ও., মালদা — 50338

জেলা হস্‌পিটাল, মালদা — 52947

রেল হস্‌পিটাল — 66008

প্রভৃতি প্রায় আরও ১০০ টি নম্বর দেওয়া আছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, আজ টেলিফোন নম্বর খুঁজতে বহু লোক গ্রন্থাগারে আসেন। অর্থাৎ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আজ কেবল বই, পত্র, পত্রিকাতে সীমাবদ্ধ নয়। বহু ধরনের স্থানীয় তথ্য ও তথ্য উৎস সঙ্কলনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করতে হবে। এই তথ্য উৎস সংকলের জন্য পৌরসভা, পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, Dist. Information Office, বেকারদের জন্য Employment Exchange, Dist. Industrial Office প্রভৃতিতে যাওয়ার দরকার আছে। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার Community Library and Information Centre প্রবর্তন করছেন।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন, বর্তমান, T.V., Mass Media, বাণিজ্যিক নেট ওয়ার্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সাধারণ গ্রন্থাগারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

তথ্য কেনাবেচার যুগে, তথ্য বিস্ফোরণের যুগে তথ্য শুধু সংগ্রহ করলেই চলবে না। তথ্য পরিষেবার দিকে তাকিয়ে সময় বাঁচানোর দিকে তাকিয়ে, ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তথ্যকে সাজিয়ে গুছিয়ে শ্রেণীবিন্যাস করে, সূচীকরণ করে পরিষেবা দিতে হবে।

তথ্য পরিষেবার যে তিনটি মূল বিভাগ তা হল নিম্নরূপ :

১। পাঠক/পাঠিকা বা তথ্য গ্রাহক;

২। তথ্যসূত্র বা উৎস - নথি, প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞ;

৩। যোগাযোগকারী বা গ্রন্থাগার কর্মী বন্ধু।

আলোচ্য বিষয়টি স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। একথা অনস্বীকার্য যে, তথ্য ছাড়া মানুষের জীবনধারণ সম্ভব নয়। একথাকে গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার : পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন '৭৯ কে নাম পরিবর্তন করে নাম দিয়েছেন "পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা আইন"।

তথ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে - উন্নত মানসিকতা নিয়ে, কাজের গতিবৃদ্ধি করে, সার্বিক তথ্য সংগ্রহ করে, সংগঠিত ভাবে, সুসজ্জিতভাবে, সেবা দান করতে হবে। সেক্ষেত্রে নিজের বিবেককে নিজের কাজের পরিদর্শক করলে উন্নতি ঘটবেই।

গ্রন্থাগার সংবাদ

গ্রন্থাগার গৃহ উদ্বোধন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হাওড়া জেলার বুড়িখালি পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগার গৃহের ওড উদ্বোধন হয় বিগত ১১ই জুন। উদ্বোধন করেন মাননীয় গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শ্রী নিমাই মাল ও প্রধান অতিথি হাওড়া পুর নিগমের মেয়র শ্রী সুবিনয় ঘোষ। অনুষ্ঠানের সঙ্গে রবীন্দ্র - নজরুল - সুকান্ত সন্ধ্যার আবৃত্তি, অঙ্কণ, নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

প্রতিবেদক : জগদীশ সাঁপুই

শোক সংবাদ

বিগত ২৭শে যে তারিখে সুকান্ত স্মৃতি পাঠাগারের (বহিরা, হাওড়া) সাইকেল শিওন চিত্তরঞ্জন মন্ডল কর্মরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বৎসর। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো জন্য বিগত ১৬ই জুন গ্রন্থাগারে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাওড়া, বুড়িখালি পাবলিক লাইব্রেরীর সাইকেল শিওন শিওন বিশ্বনাথ মাল গত ৩১ জানুয়ারী ২০০১ কর্মরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৪১ বৎসর। বিগত ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রন্থাগার তাঁর শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদক : জগদীশ সাঁপুই

রবীন্দ্র - নজরুল - সুকান্ত সন্ধ্যা

অন্যান্য বছরের ন্যায় বেলকুলাই পল্লী শিক্ষা নিকেতনের "রবীন্দ্র - নজরুল - সুকান্ত সন্ধ্যা" পালিত হয়েছে এ বছর গত ১০ই জুন ২০০১, রবিবার সন্ধ্যায়।

প্রেরক : জগদীশ সাঁপুই

ভ্রম সংশোধন

বিগত বৈশাখ সংখ্যা ২৬ পৃষ্ঠায় বাঁকুড়া জেলার মানকানালী গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামীণ গ্রন্থাগার ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ঐ জেলার গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী তপনকুমার বর্মন। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

সম্পাদক

কথা প্রসঙ্গে

(জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে)

সেদিন পার্ক সার্কাসের এক আলো-আঁধারি গলিপথে চলেছিলাম গ্রন্থাগার পরিষদে যাব বলে। দেশজোড়া নিরক্ষরতার সমস্যা নিয়ে বড়ই ভাবিত ছিলাম। এর সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক নিয়ে বেশ করে একটি প্রবন্ধ লিখবার কথা মনে মনে ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে বেশ একটু অন্য মনস্কই হয়ে পড়েছিলাম। অতর্কিতে কোথা থেকে এক মাতাল এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। তার কঠিন আলিঙ্গনে এবং মদের কড়া গন্ধে আমার দমবন্ধ হবার উপক্রম হল। নিরক্ষরতার সমস্যা কোথায় গেল, আমি মাটির পৃথিবীতে নেমে এলাম।

'আচ্ছা বোস তো বাবা, কামানেওয়ালা খায়েগা ইয়া নহী?' মাতালটি বেশ একটি বনাসই চেহারার জোয়ান। বেশ সশ্রদ্ধভাবে আমাকে প্রশ্নটি করল। জানিনা, শুভ্র-শুষ্ক শোভিত এই বৃদ্ধের মুখমণ্ডল দর্শনে তার মনে কি ভাবের উদয় হয়েছে, আমাকে বোধ হয় কোন ফকির-দরবেশ অথবা সাধুসন্তের সমগোত্রীয় বলে মনে হয়েছে তার। যদিও আমার পরণে প্যান্ট-সার্ট। 'জ্বল্ জায়েগা তো ক্যা, বাবা! দুনিয়া তো জ্বলনা হ্যায়?' মাতাল আবার বলল। এই মাতালের আলিঙ্গন ছাড়ানোর সাধ্য আমার হবে না যদি না সে নিজে থেকে আমাকে ছেড়ে দেয়। বললাম, 'হাঁ, হাঁ, ইয়ে তো সহী বাত। লেকিন জরা মুঝে তো ছোড়ো, মুঝে তো দম ঘুট জাতা হৈ।'

আমার কথায় ব্যস্ত হয়ে যেই লোকটি তার বাঁ হাত একটু আলগা করেছে, নিজেকে মুক্ত করে আমি একদৌড়ে পৌঁছে গেছি অপর ফুটপাথে।

মাতাল চেঁচাতে লাগল, 'আরে যাতা হৈ কিউ বাবা; শুনো বাবা, শুনো তো জরা, জরা ঠহর তো যাও। ম্যায় তো এক অনপঢ় হুঁ, মুঝে তো জরা বাতাও।'

একবার মাতালের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আর কি আমি দাঁড়াই। পা, চালিয়ে দিই গন্তব্য পথে। ভাবছিলাম নিরক্ষরতা দূরীকরণের সমস্যা সম্পর্কে, দেখা হল অনপঢ় মাতালের সঙ্গে এ দূরের মধ্যে কোন যোগ আছে কি?

এই শহরের অশিক্ষিত মাতালটির মনস্তত্ত্ব কি - এ আলোচনা থাক। কিন্তু আমার এই অনপঢ় মাতালটির একটি জীবনদর্শন আছে। সে মদ খেয়ে জীবনের দুঃখ কষ্ট ভুলে থাকতে চায়। অধিকাংশ লোকেই হয়তো মদ খায় এই কারণেই-মাতাল হয়ে জীবন যন্ত্রণা ভুলে থাকতে চায়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ব্যর্থ প্রেমের নায়ক দেবদাসেই সেই একই উদ্দেশ্য দেখতে পাই। সুরাপান সমাজে নিন্দনীয় হলেও এবং সুরাপায়ীকে আমাদের সমাজে ঘৃণা করলেও বর্তমানে সুরাপান আমাদের সমাজে উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছে। অবশ্য প্রাচীনকালে আর্যদের মধ্যেও সোমরস পান প্রচলিত ছিল। দিল্লীর বাদশাহেরা মুসলমান হলেও মদ্যাসক্ত ছিলেন। বৃটিশ রাজ কর্মচারীরাও এদেশে এসে সুরার প্রমত্ত প্রবাহে গা ঢেলে দিয়েছিলেন। ইংরেজ আমল এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও সুরাপানের অভ্যাস করেছিলেন। হিন্দু স্কুলের ছাত্ররা সুরাপান তো করতেনই, নিষিদ্ধ মাংসও আহার করতেন। তাঁরা নিয়মিত মদ্যপান করতেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় রোজ পরিমিত পরিমাণে মদ্য পান করতেন। নিয়মিত মদ্যপান করতেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও। অনেক বিখ্যাত লোক অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সেকালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন — এ প্রসঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হরিশ মুখার্জী, রাজনারায়ণ বসু, কিশোরী চাঁদ মিত্র, কালী প্রসন্ন সিংহ এবং আরো অনেকের কথাই বলা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে নব্য শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলরা শুধু মদ্যপায়ীই ছিলেন না, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ প্রভৃতি করে তাঁরা সে সময় হিন্দু সমাজের বুকে ঝড় তুলেছিলেন। তাঁরা অনেক ভালো কাজও করেছিলেন, যেমন শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁরা বাংলায় নবজাগরণ এনেছিলেন। আজ পার্ক সার্কাসের এই অনপঢ় মাতালটিকে দেখে আমি যেমন নাক সিঁটকাচ্ছি, ঐ ইয়ং বেঙ্গলদের সম্পর্কে তখন কেউ তা করত কি? করলেও অনেকে আবার তাঁদের শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তবে আজ অনেকেই আর মদ্যপানকে তেমন চোখে দেখেন না। মদ্যপায়ীর সংখ্যাও বেড়ে গেছে অনেক গুণে।

সেদিন 'ঐতিহাসিক' বলে একটি সাময়িক পত্রিকা হাতে এল। একেবারে নতুন না হলেও এর আগে এ পত্রিকার কোন সংখ্যা দেখিনি। ঝকঝকে-তকতকে একটি সারস্বত পত্রিকা। উপদেষ্টা মন্ডলীতে রয়েছেন দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এবং বিদগ্ধ পন্ডিত। পত্রিকাটি আমাকে পড়তে

দিয়েছিলেন আমারই এক প্রাক্তন ছাত্র। তাঁর লেখাও এই সংখ্যায় রয়েছে। কিন্তু এই পত্রিকার যে দুটি নাম আমার বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হল বিনয়ভূষণ রায় ও রতনকুমার দাস। এ দুজনকেই আমি দীর্ঘকাল ধরে চিনি। বিনয়ভূষণের নাম রয়েছে পত্রিকার উপদেষ্টা মণ্ডলীতে সেখানে অপর নামগুলি হল অমলেন্দু বসু, প্রদীপ সিংহ, দিলীপ কুমার বিশ্বাস, নিমাই সাধন বসু প্রমুখের। আর রতনকুমার দাসের নাম রয়েছে এ সংখ্যার লেখক তালিকায়। এটি পত্রিকার নবম বর্ষ ১ ও ২ যুগ্ম সংখ্যা, ১৪০৭ সাল।

বিনয়ভূষণের সঙ্গে প্রথম যখন পরিচয় হয় সে তখন সবে লিখতে শুরু করেছে। সে ছিল খুবই পরিশ্রমী। রোজ জাতীয় গ্রন্থাগারে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়াশুনো করত। পেশায় সে ছিল গ্রন্থাগারিক। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেও সে তখন প্রায়ই আসত। সে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় এবং সংবাদপত্রে গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে কিছু প্রবন্ধও সে সময়ে লিখেছিল। তারপর সে একজন পরিশ্রমী গবেষক হয়ে উঠল। বেশ কয়েকটি মূল্যবান বই সে ইতিমধ্যে লিখে ফেলেছে। সে এখন বাংলার পণ্ডিত মণ্ডলীর অন্যতম একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। সেদিন কাগজে দেখলাম বিনয়ভূষণ তার একটি বইয়ের জন্য নরসিংহ দাস পুরস্কার পেয়েছে।

রতনকুমারও ছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন আংশিক সময়ের কর্মী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সে কাজ করত। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় তারও অনেক লেখা বেরিয়েছে।

একদিন গ্রন্থাগার পরিষদে আমরা একদল নানামতের নানারকমের মানুষ এসে মিলিত হয়েছিলাম গ্রন্থাগার আন্দোলনের ডাকে। মতের বা অবস্থার মিল না থাকলেও আমাদের একটা মিল ছিল গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে। যদিও এই লক্ষ্য সবার মনে সুস্পষ্টভাবে রূপ নেয়নি। পরিষদে থেকে ক্রমে ক্রমে এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। 'গ্রন্থাগার দিবস' বা অন্য কোন উপলক্ষে জনসভায় এ আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলন বলতে আমরা বুঝেছি গ্রন্থাগার স্থাপন, তার সুষ্ঠু পরিচালনা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং গ্রন্থাগার পরিষেবার দ্বারা জনসাধারণকে গ্রন্থাগারাভিমুখী করে তোলা। জনসাধারণকে সাক্ষর করে তোলা, নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও আমাদের কাছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে হয়েছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে অবশ্যই স্তরভেদ রয়েছে; রয়েছে ছোট বড়র ধারণা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক তথা উচ্চ-শিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও স্বল্প শিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মীদের নিশ্চয়ই একচোখে দেখা হয় না। কিন্তু এক জায়গায় এঁদের মিল আছে এঁরা সকলেই গ্রন্থাগার কর্মী এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের অংশভাগী।

আমাদের সকলের মনেই হয়তো আমাদের স্ব স্ব পদমর্যাদা নিয়ে হৃদয়ে গর্ববোধ আছে। কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মীর পদমর্যাদা তখনই সার্থক হয়ে ওঠে যখন তিনি উপযুক্ত পরিষেবা দিয়ে সেটা অর্জন করেন। লাইব্রেরির ছোট-বড় দেখে সবসময়ে এর কর্মীদের পদমর্যাদা নির্ণয় করা ভুল হবে।

মনে আছে, আমার এক গ্রন্থাগারিক বন্ধুকে একবার জাতীয় গ্রন্থাগারের একজন কর্মী ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, 'ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের জার্নালের লাইব্রেরিয়ান, সেটা আবার এমন কি লাইব্রেরি?'

ঘটনাস্থলে উপস্থিত আমি আর থাকতে না পেরে বলেছিলাম, আপনার মত সবাই কি জাতীয় গ্রন্থাগারেরই কর্মী হবেন? আর আপনি তো একটি বড় ইমারতের নাটবল্টুর সামিল। একজন গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকের পদও আপনার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। যদিও তাঁর যোগ্যতা এবং দক্ষতা আপনার চেয়ে কম নয়, তবু তিনি আপনার চেয়ে কম বেতন পান এবং আপনার মতো বড় লাইব্রেরিতে কাজ করেন না বলে তাঁকে অবজ্ঞা করার কোন কারণ নেই।'

একথা সত্যি আমার বন্ধুর লাইব্রেরী ছোট, একজন মাত্র কর্মী একজন সহকারীসহ গ্রন্থাগার চালান। কিন্তু তাঁর লাইব্রেরি একটি মেডিক্যাল লাইব্রেরি হিসেবে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর লাইব্রেরিতে বইয়ের থেকে জার্নালই বেশি। তাঁরা তাঁদের জার্নালের বিনিময়ে বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ জার্নাল পান। বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক্তার, ছাত্র এবং গবেষকরা এই লাইব্রেরি ব্যবহার করেন। পরিষেবার দিক দিয়েও এই লাইব্রেরি বেশ উন্নত। অনেক বিখ্যাত চিকিৎসক এই লাইব্রেরির সুখ্যাতি করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন ডাঃ এন এন রায়চৌধুরী ও ডাঃ জয়শ্রী রায় চৌধুরী চিকিৎসক দম্পতি, ডাঃ সুবোধ দত্ত, ডাঃ যোগেশ ব্যানার্জী, ডাঃ শ্যামল সেন, ডাঃ শীতল ঘোষ, ডাঃ অমিয়ভূষণ মুখার্জী প্রমুখ বহু বিখ্যাত চিকিৎসক।

ঐ লাইব্রেরীর পরিষেবা সংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। একবার অধ্যাপক শীতাংশু মৈত্র (বঙ্গবাসী কলেজ ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান) এসে আমার বন্ধুর শরণাপন্ন হন। তখন তিনি শেক্সপীয়রের লেখায় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণায় রত। একটি মনস্তত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকায় এ সম্পর্কে একটি লেখা বের হয়েছিল। প্রবন্ধটি ডঃ মৈত্রের প্রয়োজন কিন্তু কলকাতা, যাদবপুর, রবীন্দ্র ভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজগুলির লাইব্রেরিতে অনেক সন্ধান করেও তিনি ঐ জার্ণালের ঠিকানা বা কোন লাইব্রেরিতে তা আছে তার সন্ধান পাননি। পরে ব্যক্তিগত সূত্রে তিনি আমার বন্ধুর লাইব্রেরিতে ঐ জার্ণালটি আছে বলে জানতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সংখ্যাটি সেখানে ছিল না। অধ্যাপক মৈত্রকে আমার বন্ধু ঐ জার্ণালটির ঠিকানা দিয়ে সম্পাদককে ঐ লেখাটির জেরক্স কপি পাঠাতে অনুরোধ করতে বলেন এবং বলেন সেজন্য যে খরচ হবে তা তিনি দিতে রাজী আছেন বলে যেন লিখে দেন।

কিছুদিন পরে ডঃ মৈত্র আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে জানান ঐ পত্রিকার সম্পাদক তাঁকে ঐ লেখার জেরক্স কপি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আসলে মেডিক্যাল লাইব্রেরিগুলির পক্ষে এই পরিষেবা দেওয়া সম্ভব যদি সেখানে দক্ষ কর্মী থাকেন। কারণ মেডিক্যাল জার্ণালগুলির ব্যাপক ইনডেক্সিং ও আবস্ট্রাক্টিং হয়ে থাকে।

গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে স্তর ভেদের যে বাধা আছে তা গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্বার্থেই দূর করা উচিত। গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে স্তর ভেদ বা মতভেদ কখনো প্রাধান্য পায়নি। একালে অগ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারিকরা সম মর্যাদা পেতেন তাঁদের কর্মের জন্য, কেননা পরিষদের কর্মী হিসেবে তাঁরা সকলেই ছিলেন একনিষ্ঠ। তাঁদের আদর্শই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। ছোট বড়, গ্রন্থাগারিক অগ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের শরিক সকলকেই সমমর্যাদা দিতে হবে এবং এর মধ্যে কোন স্তরভেদ করলে চলবে না গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐক্যের স্বার্থেই।

গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে দান

পরিষদের আবেদনে যে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে তা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। এর মধ্যে যাঁরা দান করেছেন তার মধ্যে -

শ্রী নিতাই চন্দ্র ঘটক - টাকা ১২০০.০০

ন্যাশকাটা মেডিক্যাল কলেজ লাইব্রেরি

শ্রী কল্যাণ সরকার টাকা ৫০০.০০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক টাকা ৫০০.০০

পরিষদের পক্ষ থেকে এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আবেদন

আপনারা জানেন যে গ্রন্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি করা হয়েছে। যেহেতু সদস্যদের গ্রন্থাগার বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি ঘটছে। এজন্য কার্যনির্বাহক সমিতি 'গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল' খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সদস্যদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার

৪৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, শরৎ সদন, হাওড়া

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১৮ ডিসেম্বর, ২০০০.

উদ্বোধন অধিবেশন : সুসজ্জিত মঞ্চে ১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় হাওড়ার শরৎ সদনে ৪৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধান অতিথি ছাড়া মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সম্মেলনের সভাপতি অরুণ কুমার দাশগুপ্ত, সম্মানিত অতিথি, পঃ বঙ্গের গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল, অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সুবিনয় ঘোষ, হাওড়া পৌরসভার মেয়র, হাওড়া জেলার সভাধিপতি, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ শৈলেন মান্না, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ও কর্মসচিব অরুণ রায় প্রমুখ। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানান্বেষণের ইতিহাসে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের বিরাট ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, যুগ যুগ ধরেই স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরা গ্রন্থাগার নষ্ট করে সুস্থ ও গঠনমূলক সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। নাৎসী জার্মানীতে বামপন্থী বইপত্র থেকে শুরু করে ফ্রয়েড ও আইনস্টাইনের লেখাও পোড়ানো হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়া, চিলি, মধ্যপ্রাচ্য এবং আরো অনেক দেশেই এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এখন ভারতবর্ষেও মৌলবাদীরা ধর্মের অজুহাতে এই ধরণের কার্যকলাপ চালানোর চেষ্টা করছে। আমাদের দেশের শিক্ষামন্ত্রী, সংস্কৃতিমন্ত্রীদের নীতি নির্দ্ধারণ ও ঘোষণাগুলি এরকম কাজেরই পূর্বাভাষ। আমাদের স্বাধীন দেশে এত দারিদ্র্য ও আশ্বাভসের মধ্যেও কিন্তু এর আগে মুক্তচিন্তাকে দমন করা হয়নি। একথা তিনি মনে করিয়ে দেন যে জরুরী অবস্থার সময় এভাবে জনসাধারণের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টা দেশের মানুষই ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের সংস্কৃতি মনস্কতার দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজ্যে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার দপ্তর ও মন্ত্রী রয়েছে। আপাতত রাজ্যে ১১টি গ্রন্থাগারকে রাজ্য সরকার সরাসরি সাহায্য দেওয়া ছাড়াও, বিভিন্ন জেলার আরও ২৪৫৬টি গ্রন্থাগারকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য করা হয়। এই খাতে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। বৈদ্যুতিন যুগে বইয়ের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের সচেষ্ট হতে হবে সে প্রসঙ্গও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রধান অতিথি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে তার পরিচয় অনেক দিনের। ইতিপূর্বেও তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গিয়েছেন তবে প্রধান অতিথি হিসেবে নয়। তিনি বলেন যে, তিনি লেখক হিসেবে গ্রন্থাগারের সঙ্গে জড়িত। তাঁর লেখা বই গ্রন্থাগারে থাকে আর পাঠকরা তা পাঠ করেন। আবার গ্রন্থাগার ব্যবহারের সূত্রেও তিনি গ্রন্থাগারের সঙ্গে জড়িত। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন যে মৌলবাদী ও স্বৈরতন্ত্রীদের সুস্থ ও মুক্ত সংস্কৃতিকে দমনের প্রচেষ্টা ওভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে পরাজিত হবে। তিনি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধনের প্রারম্ভেই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সুবিনয় ঘোষ তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। তিনি মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, এবং সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে হাওড়া শহরের অনেক কৃতি সন্তানের কথা উল্লেখ করেন।

সম্মেলনের সম্মানিত অতিথি গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল বলেন যে রাজ্য সরকার প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপনের পঞ্চবার্ষিক কর্মসূচী গ্রহণ করার সাথে সাথে প্রতি বৎসর ৩৪১টি গ্রন্থাগার স্থাপন করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

তিনি, সমস্ত গ্রন্থাগারে শিশু ও কিশোরদের আলাদা বিভাগ করা ও তাদের উপযোগী সাহিত্য সম্ভার গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সম্মেলনের সভাপতি অরুণকান্তি দাশগুপ্ত তাঁর ভাষণে জানান, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে তাঁর পরিষদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ৪৫ বছরেরও বেশি যদিও তিনি বিগত ৩৬ বৎসর ধরে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে রয়েছেন। তিনি পরিষদের ৫০ বছর বয়স্ক 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা এবং তাঁর সমিতি পরিষদের পুরানো নেতৃবৃন্দ তিনকড়ি দত্ত, ফণিভূষণ রায়, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়,

সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের উল্লেখ করেন।

তিনি তথ্য প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ সহ আধুনিক গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁর ভাষণে আলোচনা করেন। তাঁর ভাষণটি যেমন তাঁর চিন্তাশীলতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয় তেমনি সময়োপযোগী ও মূল্যবান। (সম্পূর্ণ ভাষণটি 'গ্রন্থাগার' বর্ষ ৫০ সংখ্যা ১০ মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে)।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে বিশিষ্টব্যক্তি বর্গ ও উপস্থিত সকলে যান সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনে। এই প্রদর্শনীর তিনটি বিভাগ ছিল :

(১) ঐতিহ্যের হাওড়া : স্থির চিত্র প্রদর্শনী
(২) বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের ছবি
(৩) স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম মহিলা কর্মী ননীবালা দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনীর চিত্র প্রদর্শনী।

প্রদর্শনীটি উপস্থিত সকলের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করে।

সম্মেলন উপলক্ষে একটি সুন্দর স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। এতে সম্মেলন উপলক্ষে যেসব শুভেচ্ছাবাণী এসেছে তা ছাপা হয়েছে।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বীরেন জে শাহ, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মন্ত্রী অসীম কুমার দাশগুপ্ত, সত্যসাধন চক্রবর্তী, সুভাষ চক্রবর্তী, প্রলয় তালুকদার, কান্তি বিশ্বাস, বংশগোপাল চৌধুরী, রাষ্ট্রমন্ত্রী অজু কর, নিমাই মাল, জেলা শাসক সুনীল কুমার গুপ্তা, হাওড়া জেলা সভাধিপতি ছায়া সেন চৌধুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অশোকনাথ বসু, তাছাড়া এই স্মারক গ্রন্থে সম্মেলনে আলোচ্য মূল প্রবন্ধ অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী লিখিত 'সাধারণ গ্রন্থাগারে স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য উৎস সংকলন এবং এই সম্পর্কিত পরিষেবা' ছাপা হয়েছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ ও সম্পাদকের প্রতিবেদন ছাড়াও অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তা ও সদস্যদের নাম এবং বিভিন্ন উপসমিতির সভাপতি, অধ্যাপক ও সদস্যের নাম এতে ছাপা হয়েছে।

এই স্মারক গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি লেখা হল (১) অমিত কুমার পালের 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পরিক্রমা এবং (২) জগমোহন দাসের লেখা 'হাওড়া জেলার সরকার পোষিত বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির তালিকা।

এছাড়া স্মারক গ্রন্থের দুটি মূল্যবান প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে (১) পুঁথি থেকে ছাপার যুগ - অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (২) তথ্যের উৎস বৈচিত্র্য - ডঃ ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী।

প্রতিবেদক : তপশ্রী দাস

Continue for Page 96.

GRANTHAGAR

English Abstracts

West Bengal Public Library Employees Association : 31st Annual General Meeting and Conference.

Refers, to the said conference held at Bolpur (Birbhum) on 10-11 February, 2001. The meeting was presided over by Association President, Sri Biren Chanda. It was inaugurated by Sri Nemal Mal, Hon. Minister of Library and addressed among others by Sri Prabir Roychaudhury, the doyen of Bengal Library Association and library movement in West Bengal.

Library News

1. World Book Day observed at Nadia District Library on 23 April, 2001.

Condolence

Sri Kamalesh Bhattacharya, ex-librarian of Budge Budge Brati Sangha Library, passed away on 22 May, 2001.

Bengal Library Association : Appeals to the members to contribute generously to "Granthagar Fund".

Refers to the contribution by Rs. 1000/- by Sm. Suchitra Ganguly to the 'Granthagar Fund', Sri Arun Roy, the General secy. of the BLA, makes contribution of Rs. 1000/- to the said fund. Also refers to the contributions of Sri Santipada Bhattacharya of Rs. 500/- to the said fund.

English Abstracts

Granthagar - Annual index of 49th vol.

গ্রন্থ সমালোচনা

একজন অনন্য বিপ্লবী রাষ্ট্রনায়কের গ্রন্থাগার চিন্তা ও অধ্যয়ন

লেনিনের গ্রন্থাগার ভাবনা ও অধ্যয়ন / প্রদোষকুমার বাগচী /
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড / ৫০ টাকা

বিপ্লবী, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনায়ক লেনিনের জীবন ও কর্মতৎপরতা প্রতিটি সমাজ সচেতন মানুষকে আকর্ষণ করে। বিপ্লবী তত্ত্বের বিকাশ ও তার প্রয়োগে লেনিনের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন বিষয়ে, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন বিভাগ যথা অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের বিস্তার ও গভীরতা যে কোন মানুষকেই অভিভূত করবে। আর শুধু নিছক তাত্ত্বিক জ্ঞানের মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ ছিলেন না। গড়ে তুলেছেন বিপ্লবী সংগঠন, নেতৃত্ব দিয়েছেন বিপ্লবে ও বিপ্লবোত্তর পুনর্গঠনে। লেনিনের জীবনে বই ও গ্রন্থাগারের প্রভাব অপরিসীমা। লেনিন বলেছেন "বুদ্ধি দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, সাফল্যের সঙ্গে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে হলে অধ্যয়ন অপরিহার্য" (Study is essential for intelligent, thoughtful and successful participation in revolution) কেমন পাঠক ছিলেন লেনিন সে সম্পর্কে একটি তথ্য দেওয়া যেতে পারে। Development of Capitalism in Russia গ্রন্থটি রচনায় তিনি ৫৮৫টি গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন। এই অধ্যয়নের তাগিদেই তিনি রাশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লাইব্রেরির একজন একনিষ্ঠ ব্যবহারকারী ছিলেন। পৃথিবী বিখ্যাত ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি (অধুনা ব্রিটিশ লাইব্রেরি) দীর্ঘদিন ব্যবহার করেন অনানাসে। গ্রন্থাগার পরিষেবা, তার সাফল্য ত্রুটি, পরিষেবা উন্নয়নের উপায়, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পুনর্গঠন সব বিষয় নিয়ে তিনি ভাবনা-চিন্তা করতেন।

শ্রী প্রদোষ কুমার বাগচী অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে প্রাঞ্জল ভাষায় লেনিনের জীবনের উপরোক্ত দিকগুলি আলোচিত বই-এ তুলে ধরেছেন। গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন লেনিনের গ্রন্থাগার ভাবনার বহুমুখী দিক, দেশ-বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবহারে লেনিন এবং ঐসব গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর অভিমত; লেনিনের অধ্যয়ন তথা গ্রন্থপাঠের ধারা; রুশ দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ সম্পর্কে লেনিনের অধ্যয়ন এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Development of Capitalism in Russia রচনা; লেনিনের দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠের প্রসঙ্গ; ভারত-চর্চায় লেনিন; সাম্রাজ্যবাদ চর্চায় লেনিন ইত্যাদি বিষয়।। প্রতিটি অধ্যায়ই সুরচিত।

গ্রন্থটির দুটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হল গ্রন্থপঞ্জী ও ব্যক্তি পরিচিতি (যেসব ব্যক্তির নাম আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে)। Lenin and Library Organisation গ্রন্থটি গ্রন্থকার আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন কিন্তু কেন গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখ করলেন না তা বোধগম্য হল না। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখযোগ্য যে লেনিনের গ্রন্থাগার চিন্তা নিয়ে গ্রন্থাগার পত্রিকায় বাংলা ভাষায় কেন কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থপঞ্জীতে তার উল্লেখ থাকলে গ্রন্থপঞ্জীটি আরো পরিপূর্ণ হতো।

পরিশেষে প্রদোষকুমার বাগচীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এই ধরনের একজন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্বের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার চিন্তা নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রাঞ্জল ভাবে এই বইটি লেখার জন্য। রবীন্দ্রনাথ ও লেনিন এই দুই মনীষীর গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার চিন্তা যে কোন আগ্রহী মানুষকে অভিভূত করে। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাগার চিন্তা নিয়ে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। লেনিনের গ্রন্থাগার ভাবনা ও অধ্যয়ন নিয়ে এই গ্রন্থটি গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার অনুরাগী প্রতিটি মানুষের কাছে আদৃত হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষকে বইটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

প্রবীর রায়চৌধুরী

গ্রন্থ সমালোচনা

উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক গ্রন্থ

WHERE TO GO FROM HERE ? / A Guide to Educational and Career Opportunities /
A K DASGUPTA / K J RAO.
Published by Educational and Career Information Resource Centre
503, Paiga Plaza, Basheerbagh, Hyderabad - 500 063 / 2001
687 Pages. Price : Rs. 595.00

ভারতে উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচনে সহায়ক এই আকর গ্রন্থের (রেফারেন্স বই) যুগ্ম রচয়িতার অন্যতম শ্রী অরুণ দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের গ্রন্থাগারিকদের কাছে অতি সুপরিচিত নাম। একসময়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিশিষ্ট সংগঠক ও নেতা শ্রী অরুণ দাশগুপ্ত পরিষদের যুগ্ম সচিব, গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক, শিক্ষা বিভাগের সচিবের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। কলকাতায় প্রথমে তিনি বৃত্তিকুশলী কর্মী হিসেবে জাতীয় গ্রন্থাগারে, পরবর্তীকালে আই সি আই লিমিটেডের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। এরপরে বি এস কেশবনের আহ্বানে দিল্লীর ইনসডক-এ যোগদান করেন। ইনসডক-এ Indian Education Material নামক একটি ত্রৈমাসিক সংক্ষিপ্তসার পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এরপর তিনি হায়দারাবাদের বিখ্যাত এডমিনিসট্রাটিভ স্টাফ কলেজ অফ ইন্ডিয়ার গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগদান করেন। এখানে গ্রন্থাগারিকের কাজ ছাড়াও তিনি শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ঐ সংস্থার পত্রিকা Journal of Management সম্পাদনা করতেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর নিয়ে, তিনি হায়দারাবাদের বিখ্যাত 'এনাডু' সংবাদপত্র গোষ্ঠীতে যোগদান করেন এবং এই সংবাদপত্রের রিসার্চ ও রেফারেন্স গ্রুপ-এর প্রধান হন। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে হাওড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তিনি যে মননশীল ভাষণ দেন তা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গ্রন্থটির অপরলেখক শ্রী কে জি রাও একজন বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদ ও কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। ভারতের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে তিনি কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছেন। শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচন বিষয়ে তিনি উপাত্তকোষ (Database) তৈরী করেছেন।

গ্রন্থকারদ্বয় নিজেদের কর্মজীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এই আকর গ্রন্থটি রচনা করেছেন। কি নেই এই বইটিতে ? মোট ৫২টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বইটির প্রথম ১৪টি অধ্যায়ে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে আছে কিভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা নির্বাচন ও পরিকল্পনা করতে হবে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র, ভারতে শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ, স্বীকৃতি ও মান নির্ধারণ ব্যবস্থা, ভর্তি ব্যবস্থা ও পদ্ধতি, বিশ্ববিদ্যালয়ে মূল্যায়ন পদ্ধতি, স্কলারশিপ, ফেলোশিপ ও শিক্ষার জন্য ঋণ পাওয়ার সুযোগ, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভ্রান্তো সংস্থা, বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভারতে অনুপ্রবেশ, ডিসটেন্স এডুকেশনের সুযোগ ইত্যাদি। পরবর্তী ৩৮টি অধ্যায়ে ভারতে বিভিন্ন বৃত্তি ও বিষয়মুখী শিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি বৃত্তি/বিষয়মূলক শিক্ষা নিয়ে যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে তা হল : ঐ বৃত্তিতে শিক্ষালাভ ও কেরিয়ার গঠনের সুযোগ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঐ বিষয়ে যে সব কোর্স আছে তাদের নাম ও স্তর, যেসব ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তার নাম, আসন সংখ্যা, ভর্তির যোগ্যতা ও পদ্ধতি, কোর্সের সময়কাল, যেসব প্রতিষ্ঠান কোর্স পরিচালনা করছে তাদের নাম ও ঠিকানা ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। বইটির আর একটি আকর্ষণীয় দিক হল প্রতিটি বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা বা কাউন্সেলিং। এই আলোচনা ছাত্র-ছাত্রী/অভিভাবকদের প্রভূত পরিমানে সাহায্য করবে। বইটিতে সর্বশেষ তথ্য দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে। এমনকি সঙ্কলন ও ছাপার কাজ চলাকালীন যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তা "আপডেট" নামক একটি অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে।

আলোচ্য বইটি ভারতের উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত ডাইরেক্টরি বা নির্দেশিকা। প্রতিটি গ্রন্থাগার যারা ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যথার্থ সহায়তা করতে চায় তাদের সঙ্কলনে এই বইটি অপরিহার্য। বর্তমানে আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন সাধারণ ও শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারে বৃত্তি সহায়ক কেন্দ্র গড়ে উঠছে। এইসব গ্রন্থাগারে এই আকর (রেফারেন্স) গ্রন্থটি রাখার সুপারিশ করছি। পরিশেষে গ্রন্থকারদ্বয়কে এই ধরনের একটি পরিশ্রমসাধ্য প্রকাশনের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
School Education Department
Secondary Branch
Bikash Bhavan, Salt lake, Calcutta - 700 091.

Dated, Calcutta, the 10th September, 1999

From Sri A. K. Makar,
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal

To The Director of School Education,
West Bengal,
Bikash Bhawan, (7th Floor)
Salt Lake, Calcutta - 700 091.

Sub : *Raising the Maximum age limit for appointment to the non-teaching post of aided Higher Secondary/Secondary/Jr. High School and all types of aided Jr. High & High Madrasaha including Senior Madrasahs.*

The undersigned is directed to refer to the Memo. No. 2066-GA dt. 27.10.95 regarding procedure for recruitment of teaching and non-teaching staff in non-Govt. aided Secondary Schools/Higher Secondary Schools/Govt. Sponsored Schools/all types of aided Jr. High & High Madrasahs including Senior Madrasahs, and to say that as the non-teaching posts in aforesaid schools are filled up through direct recruitments in terms of the Memo. No 2066-GA dt. 27.10.95 the maximum age limit for appointment to the post of non-teaching staff in the aforesaid educational institutions has automatically been raised to 37 years from 35 years by adopting the provisions of WBS (Raising at Age Limit) Rules, 1981 read with Finance Deptt., Memo. No. 3900-F dt 19.5.98 for those institutions.

This has the concurrence of the Finance Deptt. vide their U.O. No. P-1842 dt. 16.6.99.

Informed all concerns.

Sd/- **A. K. Makar**
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
School Education Department
Secondary Branch
Bikash Bhavan, Salt lake, Calcutta - 700 091.

Sub : *Revision of Pensionary benefit of post 1.1.1996 pensioners/family pensioners.*

The undersigned is directed by the order of the Governor to say that the Governor has been pleased to order the revision of pension/family pension of all pensioners/family pensioners of the following categories retired on and form 1.1.1996 :

Non-teaching staff including the employees of the Day Students Home, under qualified Physical Instructor/Instructress, under Qualified Librarians, under Qualified Demonstrator of non-Government Colleges.

In the manner indicated in the succeeding paragraphs.

1. Pension shall continue to be calculated @ 50% of the last drawn pay with proportionate reduction for less than 33 years of qualifying service at present.

2. The amount of the maximum and the minimum pension will be as per the rates admissible in the case of State Government employees.

3. Family pension shall be calculated @ 30% of the pay drawn last. The maximum ceiling of the family pension shall be raised to Rs. 3,278/- p.m. at normal rate. However the existing provision for calculating the pension at enhanced rate for a specific period will continue.

4. Maximum amount of the Death/Retiring Gratuity shall be raised to Rs. 2.5 lakhs. While calculating the amount of Death/Retiring Gratuity, Dearness Allowance payable immediately before the death/retirement shall be taken into account in addition to last drawn pay.

5. The maximum amount of pension that can be commuted shall be raised to 40% of the amount of the pension. Other provisions relating to commutation of pension will, however, continue.

6. The employees who retired during the period from 1.1.1996 to 31.3.1997 are also entitled to have their pensionary benefits revised notionally on the basis of revised pay fixed notionally for the period prior to 1.4.1997. They shall not get any arrears representing the difference between revised pension and existing pension for the period upto 31.3.1997. They shall continue to draw the existing amount of pension which was fixed without taking into account the benefit of notional fixation of pay upto 31.3.1997. They shall get actual payment of revised pensionary benefit i.e. pension, death/retiring gratuity and family pension arrived at on the basis of emoluments allowed notionally as a special case. In their cases pensionary benefit shall be calculated on the basis of notional pay and also on the basis of certificate of notional emolument (in lieu of pay certificate) to be issued by the pension sanctioning authority on the date of retirement/death based on initial notional pay, as a special case and in relaxation of normal rules. The principal Accountant General, West Bengal, will issue orders of payment of revised pensionary benefits with effect from 1.4.1997 onwards on the basis of certificate of notional emoluments as stated above without insisting on issuing of pay certificate. The pension sanctioning authority will prepare pension papers in those cases as usual on the basis of notional emoluments and submit the same to the appropriate authority for issuing order for payment of pensionary benefits at revised rate as stated in this order. In case of the employee who are in receipt of pension, the pension sanctioning authority in their cases will send previous pension papers along with Service Book, Certificate of notional emoluments, revised calculation sheet showing the calculation of revised pensionary benefit and application of submitted for further commutation of pension as mentioned in Para 7. The Principal Accountant General, West Bengal, will authorise payment of pensionary benefit at revised rate accordingly to the pension disbursing officer concerned. The amount of gratuity, if any, paid earlier in respect of employees of this category according to the rules prevailing at the material time will be adjusted against the revised gratuity calculated on the basis of notional emoluments authorised by Principal Accountant General, West Bengal, on the basis of this order in the cases of pensioners who are otherwise eligible to have their pay fixed notionally, and who died on any date before or after

being eligible to get actual payment of revised pension and gratuity in respect of them shall also be determined as stated above.

7. The pensioners who have already commuted a portion of their pension not exceeding 1/3rd of the pension without medical examination are also entitled to commute if they so desire, the difference between 40% of the revised pension and the amount of pension already commuted without medical examination, provided they did not mention a specific amount in the application for commutation of pension submitted previously. They are required to submit an application in plain paper for further commutation of pension as stated above to the pension sanctioning authority It will issue an order for the payment of commuted value of pension as stated above on the basis of the application of the pensioners. The commutation in such cases shall become absolute on the date from which the pension has been revised. In the cases where the pensioner has mentioned a specific amount in the application for commutation of pension submitted previously he/she will have to apply afresh in the prescribed from and in his/her case the commutation of pension will become absolute from the date of the application as per the existing rules.

8. The relevant rules in the Death-cum-Retirement Benefit Rules of the rspective category of employees shall be deemed to have been amended to the extent indicated in this order Formal amendment to the said rules will be made in due course.

9. This issue with the concurrence of the Finance Department vide their U.O. No. F (Pen) 786, dated 30-11-1999

Sd/- **H. Ghosh**
Principal Secretary to the
Government of West Bengal

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
School Education Department
Secondary Branch
Bikash Bhavan, Salt Lake, Calcutta - 700 091.

Dated, Calcutta, the 7th December, 1999.

MEMORANDUM

Sub : *Revision of pensionary benefit of post 1.1.1996 pensioners/family pensioners.*

The undersigned is directed by the order of the Governor to say that the Governor has been pleased to order the revision of pension/family pension of all pensioners/family pensioners of the following categories retired on and from 1.1.1996.

Librarians/Assistant Librarians of non-Government Colleges.

In the manner indicated in the succeeding paragraphs.

1. Pension shall continue to be calculated @ 50% of the last drawn pay with proportionate reduction for less than 33 years of qualifying service at present.

2. The existing minimum amount of pension/family pension of Rs. 400/- p.m. shall be raised to Rs. 1300/- p.m.

3. The existing maximum amount of monthly pension of Rs. 3,650/- p.m. shall be raised to Rs. 11,200/- p.m.

4. Family pension shall be calculated @ 30% of the pay drawn last. The maximum ceiling of the family pension of Rs. 1000/- shall be raised to Rs. 6,720/- p.m. at the normal rate. However, the existing provision for calculating the pension at the enhanced rate for a specific period will continue.

5. The maximum amount of the Death/Retiring Gratuity shall be raised to Rs. 2.5 lakhs. While calculating the amount Death/Retiring Gratuity, Dearness Allowance payable immediately before the death/retirement shall be taken into account in addition to last drawn pay.

6. The maximum amount of pension that can be commuted shall be raised to 40% of the amount of the pension. Other provisions relating to commutation of pension will, however, continue.

7. Those who have already retired after 1-1-1996 are entitled to have their pensionery benefits revised on the basis of this order; but those who retired during the period from 1-1-1996 to 31-3-1997 shall not get any arrear representing the difference between revised pension and the pensions on the basis of pre-revised pay for the period upto 31-3-1997.

The pension sanctioning authority will revise the pension and the Principal Accountant General (A & E), West Bengal will issue authority for payment of revised pensionary benefits.

8. The pensioners who have already commuted a portion of their pension not exceeding $^1/_3$rd of the pension without medical examination are also entitled to commute if they so desire, the difference between 40% of the revised pension and the amount of pension already commuted without medical examination, provided they did not mention a specific amount in the application for commutation of pension submitted previously. They are required to submit an application in plain paper for further commutation of pension as stated above to the pension sanctioning authority. It will issue an order for the payment of commuted value of pension as sated above on the basis of the application of the pensioners. The commutation in such cases shall become absolute on the date from which the pension has been revised. In the cases where the pensioner has mentioned a specific amount in the application for commutation of pension submitted previously he/she will have to apply afresh in the prescribed form and in his/her case the commutation of pension will become absolute from the date of the application as per the existing rules.

9. The relevant rules in the Death-cum-Retirement Benefit Rules of the respective category of employees shall be deemed to have been amended to the extent indicated in this order. Formal amendment to the said rules will be made in due course.

10. This issues with the concurrence of the Finance Department vide their U.O. No. F (Pen) 786 dated 30-11-1999.

Sd/- H. Ghosh
Principal Secretary to the
Government of West Bengal

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
School Education Department
Secondary Branch
Bikash Bhavan, Salt lake, Calcutta - 700 091.

Dated, Calcutta, the 21st January, 2000

MEMORANDUM

Sub : *Revision of pension/family pension of pre 1.1 96 pensioners'/family pensioners in respect of teachers/non-teaching staff and others covered in G O. No. 1311-Edn. (CS), 1312-Edn. (CS), 1313-Edn. (CS) dated 8-10-1999.*

The undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor has been pleased to delete the following sentences of G O. No. 1311-Edn. (CS), 1312-Edn. (CS) and 1313-Edn. (CS) dated 8-10-99 as below :

In G.O. No. 1311-Edn. (CS), 1312-Edn (CS) and 1313-Edn. (CS) dated 8-10-99 :

(a) the second sentence of Para '7' - "The Principal Accountant General (A & E), West Bengal will issue authority for this payment to public sector Banks in Calcutta".

(b) The eighth sentence of Para '7' – "The Public Sector Banks in Calcutta will also send such intimation in the prescribed form to the Principal Accountant General (A & E), West Bengal.

The undersigned is also directed to say that the Governor is further pleased to direct that the existing Paragraph 4.2 in G.O. No. 1312-Edn. (CS) and G.O. No. 1313-Edn. (CS) both dated 8-10-99 be subsituted as follows :

"Since the consolidated pension/family pension arrived at as per Paragraph 4.1 includes relief up to average Index level 1510 (1960 = 100), the relief will be admissible thereon only beyond index average 1510 (1960 = 100) in accordance with the scheme of relief as per principle laid down in item No. 2 in the second paragraph of G.O. No. 494-Edn. (CS) dated 27-8-93.

The Accountant General, West Bengal and Concerned others are being informed.

Sd/- **R. K. Chakraborti**
Deputy Secretary

GRANTHAGAR
English Abstracts

Vol. 51, No. 4 July-August, 2001 By Dr. T. K. Sanyal

Editorial : New WB State Govt and Library Development.

Welcomes the new Left Front Govt. in West Bengal under the Chief Ministership of Sri Buddhadev Bhattacharya after the May 10, 2001 General Election. Discusses among other things the expectations of the people in respect of improved library services and consequent infrastructure development for rendering such services. Firstly, expects that the Govt would render increased financial help to the private libraries including financial help to the voluntary workers rendering immense services in such libraries. Secondly, the other expectation of the people is that the new Government would immediately undertake a programme of evaluation, assessment in depth about the functioning of the sponsored libraries and the libraries working under the West Bengal Public Library Act, 1979. It is also expected that the Govt. would undertake corrective measures so that these libraries are able to render improved library service for which they were established.

Bandyopadhyay, Amit Kumar.

Number of foreign publications used for evaluation of researcher ; a detrimental policy.

Decries the efforts of the appointing authorities of scientists, teachers of academic institutions of higher learning on insisting on the point as to how many articles of such persons have been published in foreign journals, completely ignoring the point on how many seminar contributions have been published in national learned periodicals. Emphasizes on the point that such insistence on foreign publications should be given up immediately. Thus stopping one kind of brain drain. Rather, encouragement should be given on publications in national quality journals, the author insists.

Chattopadhyay, Kaushik.

Role of Library for extension of agriculture.

Emphasizes on the point that the rural libraries should arrange for rendering agriculture based information services to those who are engaged in agricultural production efforts. Among the different suggestions for rendering such services mention is made of collection of leaflets of seed corporations, National Horticultural Board, insecticide companies, Forests Dept and bring them to the information of those attached with agricultural activities through the rural libraries. It is also emphasized that the rural libraries should also arrange for display of basic current information through black boards, for the information of those connected with agriculture and so on. In this way, the author hopes, the rural libraries are expected to be viable agencies for dissemination of agricultural information services.

Chattopadhyay, Gita.

Chandranath Basu - a Bengali Intellectual in library profession.

Makes detailed study of late Chandranath Basu as Librarian of Bengal Library. Mentions his efforts in preparing the quaterly bibliography of the Bengal Library Catalogue, his works as a translator, his contribution in Calcutta University Magazine, his efforts in highlighting the glorious tradition of Bengali intellectuals and so on.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক

রামকৃষ্ণ সাহা

সহযোগী সম্পাদক

নির্মাল্য রায়

বার্ষিক নির্ঘন্ট

বর্ষ ৫০; বৈশাখ - চৈত্র, ১৪০৭

সঙ্কলক

তপশ্রী দাস

সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা

ক. লেখক-আখ্যা সূচী (লেখকের নাম ও আখ্যা-পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

খ. বিষয়ানুগ ও বিভাগীয় তালিকা (বিষয় শিরোনাম পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি.আই.টি রোড, স্কীম-৫২

কলিকাতা - ৭০০ ০১৪.

দূরভাষ - ২৪৪ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বার্ষিক নির্ঘন্ট। ৫০ বর্ষ। ১৪০৭

ক : লেখক - আখ্যা সূচী

(বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত। সভাপতির ভাষণ : ৪৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। মাঘ; পৃ ১৭।

অসীম কুমার দাস। স্বনির্ভর প্রকল্প এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের ভূমিকা। কার্তিক; পৃ ৩।

আদিত্য ওহদেদার। লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য ও তার ইংরেজি পাঠ : কিছু তথ্য, প্রশ্ন ও প্রস্তাব। চৈত্র; পৃ ৬১।

আমাদের কথা (পুরাতন সম্পাদকীয়)। চৈত্র; পৃ ৪

—। (সম্পাদকীয়)। চৈত্র; পৃ ১

'ই'-মেল সারভিস / কবিতা মুখোপাধ্যায়। ভাদ্র; পৃ ১০।

উচ্চতর শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারীর দিগ্‌দর্শন : একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা / সুবল চন্দ্র বিশ্বাস। আষাঢ়; পৃ ৬।

এম. এন. নাগরাজ। বরোদায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবক্তারার উদয়। ভাদ্র; পৃ ৬। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় দ্বারা অনূদিত।

ভারতে গ্রন্থাগার পরিষেবার স্মরণীয় অধ্যায়। চৈত্র; পৃ ৪১। সুচিত্রা ঘোষ দ্বারা অনূদিত।

কল্যাণ সরকার। ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি নীতি ও আইন প্রসঙ্গে। অগ্রহায়ণ; পৃ ৩।

কথা প্রসঙ্গে / জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক। অগ্রহায়ণ; পৃ ১৪।

কবিতা মুখোপাধ্যায়। 'ই'-মেল সারভিস। ভাদ্র; পৃ ১০।

কলেজ গ্রন্থাগারিকের অবস্থান (সম্পাদকীয়)। ভাদ্র; পৃ ১।

কৃষ্ণপদ মজুমদার। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের ভূমিকা। বৈশাখ; পৃ ১৭।

— । পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থমেলা : কিছু কথা। চৈত্র; পৃ ১৩০

গীতা চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারিক বিপিন চন্দ্র পাল। মাঘ; পৃ ৮।

গুজরাটে ভূমিকম্প (সম্পাদকীয়)। ফাল্গুন; পৃ ১।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রসঙ্গে / নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। চৈত্র; পৃ ৫।

গ্রন্থাগারিক বিপিনচন্দ্র পাল / গীতা চট্টোপাধ্যায়। মাঘ; পৃ ৮।

গ্রন্থাগারে বাংলা বই নির্বাচনের সমস্যা (সম্পাদকীয়)। মাঘ; পৃ ১।

গ্রন্থাগারে স্থানিক ইতিহাস সংগ্রহ / বেবী দাস। মাঘ; পৃ ১৬।

গ্রাম উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা / সুকুমার খামরই। জ্যৈষ্ঠ; পৃ ৩।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বেনারি শামান্না কেশবন। ভাদ্র; পৃ ৩।

জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে : কথা প্রসঙ্গে। অগ্রহায়ণ; পৃ ১৪।

তথ্য প্রযুক্তি ও গ্রন্থাগারিকের কুশলতা অর্জন (সম্পাদকীয়)। জ্যৈষ্ঠ; পৃ ১।

তথ্য প্রযুক্তির আলোকে আধুনিক গ্রন্থাগার / রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়। চৈত্র; পৃ ৮৮।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার : গ্রন্থাগারিক ও প্রকাশকদের জন্য কিছু ভাবনা / দুর্গাশংকর রথ। পৌষ; পৃ ৩।

তথ্যাধার হিসেবে ইন্টারনেট — তথ্য উদ্ধার/খননের কিছু সুলুক সন্ধান : একটি পর্যালোচনা / নন্দদুলাল বসাক। শ্রাবণ; পৃ ৩।

তন্ত্রযুক্তি প্রসঙ্গে / তরুণকুমার মিত্র। চৈত্র; পৃ ৭৭।

তরুণ কুমার মিত্র। তন্ত্রযুক্তি প্রসঙ্গে। চৈত্র; পৃ ৭৭।

তাপস কুমার মন্ডল। পশ্চিমবঙ্গে পলিটেকনিক কলেজ গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা। পৌষ; পৃ ৭।

দুর্গাশংকর রথ। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার : গ্রন্থাগারিক ও প্রকাশকদের জন্য কিছু ভাবনা। পৌষ; পৃ ৩।

দেবব্রত মাত্রা। দেখুন বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত মাত্রা।

নন্দদুলাল বসাক। তথ্যাধার হিসেবে ইন্টারনেট - তথ্য উদ্ধার / খননের কিছু সূত্রক সন্ধান : একটি পর্যালোচনা। শ্রাবণ; পৃ ৩।

নির্বাচিত ভূমিকা সাহিত্যের পঞ্জী / বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈশাখ; পৃ ৭ / জ্যৈষ্ঠ; পৃ ৫।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রসঙ্গে। চৈত্র; পৃ ৫।

— । প্রয়াত অধ্যাপক অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৯১) স্মরণে। ফাল্গুন; পৃ ১১।

— । প্রয়াত অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় স্মরণে (১৯১১-২০০০ খ্রীষ্টাব্দ)। শ্রাবণ; পৃ ১৩।

— । বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন : আধুনিক গ্রন্থাগারের উন্মেষ ও বিকাশ। আশ্বিন; পৃ ৩।

— । দেখুন এম. এন. নাগরাজ।

নিবেদন / নীহাররঞ্জন রায়। চৈত্র; পৃ ৩।

নীহাররঞ্জন রায়। নিবেদন। চৈত্র; পৃ ৩।

পত্রিকার অস্তিত্বের সংকট : গ্রন্থাগার বিপন্ন (সম্পাদকীয়)। কার্তিক; পৃ ১।

পশ্চিমবঙ্গে পলিটেকনিক কলেজ গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থান / তাপস কুমার মন্ডল। পৌষ; পৃ ৭।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের ভূমিকা / কৃষ্ণপদ মজুমদার। বৈশাখ; পৃ ১৭।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থমেলা : কিছু কথা / কৃষ্ণপদ মজুমদার। চৈত্র; পৃ ১৩০।

পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়। বাংলা ভাষায় বিষয় শিরোনাম তালিকা : একটি প্রচেষ্টা। চৈত্র; পৃ ১২১।

প্রফুল্লকুমার পাল। দেখুন বিনোদবিহারী দাস, প্রবলা ঘোষ ও প্রফুল্লকুমার পাল।

প্রবীর রায়চৌধুরী। সাধারণ গ্রন্থাগারে স্থানীয় ইতিহাস ও অন্যান্য উৎস সঙ্কলন এবং এই সম্পর্কিত পরিষেবা। ফাল্গুন; পৃ ৩।

— । স্মৃতির মণিকোঠায়। চৈত্র; পৃ ৭০।

প্রয়াত অধ্যাপক অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৯১) স্মরণে / নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। ফাল্গুন; পৃ ১১।

প্রয়াত অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় স্মরণে (১৯১১-২০০০ খ্রীষ্টাব্দ) / নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। শ্রাবণ; পৃ ১৩।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন : আধুনিক গ্রন্থাগারের উন্মেষ ও বিকাশ / নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। আশ্বিন; পৃ ৩।

বনানী সেনগুপ্ত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের আচরণের কয়েকটি দিক। কার্তিক; পৃ ৫।

বন্যায় বিধ্বস্ত গ্রন্থাগারের পুনর্নির্মাণ (সম্পাদকীয়)। পৌষ; পৃ ১।

বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়। বি.এস. কেশবন ও গ্রন্থাগারিকতার পঞ্চসূত্র। আষাঢ়; পৃ ৩।

— । সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার নতুন দিগন্ত : সামাজিক তথ্য পরিষেবা। চৈত্র; পৃ ৮১।

বরোদায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধ্রুবতারার উদয় / এম. এন. নাগরাজ। ভাদ্র; পৃ ৫।

বাংলা গ্রন্থ সূচীকরণ : নিয়মাবলী / বিনোদবিহারী দাস, প্রবলা ঘোষ ও প্রফুল্ল পাল। চৈত্র; পৃ ১০৩।

বাংলা ভাষায় বিষয় শিরোনাম তালিকা : একটি প্রচেষ্টা / পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়। চৈত্র; পৃ ১২১।

বাস্তবধর্মী সূচী/ বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত মাত্রা। চৈত্র; পৃ ১১৫।

বি. এস. কেশবন ও গ্রন্থাগারিকতার পঞ্চসূত্র / বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়। আষাঢ়; পৃ ৩।

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত মাত্রা। বাস্তবধর্মী সূচী। চৈত্র; পৃ ১১৫।

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও মিতালী ঘোষ ভট্টাচার্য। সূচীকরণ ও ট্রেসিং। বৈশাখ; পৃ ২।

বিনোদবিহারী দাস, প্রবলা ঘোষ ও প্রফুল্ল পাল। বাংলা গ্রন্থ সূচীকরণ : নিয়মাবলী। চৈত্র; পৃ ১০৩।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কর্মসংস্কৃতি (সম্পাদকীয়)। আশ্বিন; পৃ ১।

বীরেন চন্দ্র। রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার পরিষেবা। চৈত্র; পৃ ৯২।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচিত ভূমিকা সাহিত্যের পঞ্জী। বৈশাখ: পৃ ৭ / জ্যৈষ্ঠ: পৃ ৫।

বেবী দাস। গ্রন্থাগারে স্থানিক ইতিহাস সংগ্রহ। মাঘ: পৃ ১৬।

বেল্লারি শামান্না কেশবন / চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাদ্র: পৃ ৩।

ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি নীতি ও আইন প্রসঙ্গে / করুণ সরকার। অগ্রহায়ণ: পৃ ৩।

ভারতে গ্রন্থাগার পরিষেবার স্মরণীয় অধ্যায় / এম. এন. নাগরাজ। চৈত্র: পৃ ৪১।

মধ্যযুগীয় টোল গ্রন্থাগারের সূচী / শ্রীকান্ত বসু ও সুবলচন্দ্র বিশ্বাস। মাঘ: পৃ ৩।

মিতালী ঘোষ ভট্টাচার্য। দেখুন বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও মিতালী ঘোষ ভট্টাচার্য।

মুদ্রিত বাংলা বইয়ের তথ্য-আকর গ্রন্থ / সুনীলবিহারী ঘোষ। চৈত্র: পৃ ৬৭।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের আচরণের কয়েকটি দিক / বনানী সেনগুপ্ত। কার্তিক: পৃ ৫।

রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র ও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণের রূপরেখা / রামকৃষ্ণ সাহা। চৈত্র: পৃ ৯৬।

রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়। তথ্য প্রযুক্তির আলোকে আধুনিক গ্রন্থাগার। চৈত্র: পৃ ৮৮।

রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার পরিষেবা / বীরেন চন্দ্র। চৈত্র: পৃ ৯২।

রামকৃষ্ণ সাহা। রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র ও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণের রূপরেখা। চৈত্র: পৃ ৯৬।

লাইব্রেরীর মূখ্য কর্তব্য ও তার ইংরেজি পাঠ : কিছু তথ্য, প্রশ্ন ও প্রস্তাব / অমিতা ওহদেদার। চৈত্র: পৃ ৬১।

প্রকণা ঘোষ। দেখুন বিনোদবিহারী দাস, প্রকণা ঘোষ ও প্রফুল্লকুমার পাল।

শ্রীকান্ত বসু ও সুবল চন্দ্র বিশ্বাস। মধ্যযুগীয় টোল গ্রন্থাগারের সূচী। মাঘ: পৃ ৩।

সভাপতির ভাষণ : ৪৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন / অরুণকান্তি দাশগুপ্ত। মাঘ: পৃ ১৭।

সরাসরি বাড়ীতে (সম্পাদকীয়)। অগ্রহায়ণ: পৃ ১।

সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিষেবা (সম্পাদকীয়)। শ্রাবণ: পৃ ১।

সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার নতুন দিগন্ত : সামাজিক তথ্য পরিষেবা / বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। চৈত্র: পৃ ৮১।

সাধারণ গ্রন্থাগারে স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য উৎস সঙ্কলন এবং এই সম্পর্কিত পরিষেবা / প্রবীর রায়চৌধুরী। ফাল্গুন: পৃ ৩।

সুকুমার খামরই। গ্রাম উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা। জ্যৈষ্ঠ: পৃ ৩।

সুচিত্রা ঘোষ, অনুবাদক। দেখুন এম এন নাগরাজ।

সুনীলবিহারী ঘোষ। মুদ্রিত বাংলা বইয়ের তথ্য-আকর গ্রন্থ। চৈত্র: পৃ ৬৭।

সুবল চন্দ্র বিশ্বাস। উচ্চতর শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারীর দিগ্‌দর্শন : একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা। আষাঢ়: পৃ ৬।

—। দেখুন শ্রীকান্ত বসু ও সুবল চন্দ্র বিশ্বাস।

সূচীকরণ ও ট্রেসিং / বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও মিতালী ঘোষ ভট্টাচার্য। বৈশাখ: পৃ ২।

স্বনির্ভর প্রকল্প এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের ভূমিকা / অসীম কুমার দাস। কার্তিক: পৃ ৩।

স্মৃতির মণিকোঠায় / প্রবীর রায়চৌধুরী। চৈত্র: পৃ ৭০।

খ ঃ বিষয়ানুগ ও বিভাগীয় সূচী

(বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

বিষয়ানুগ সূচী

অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় — স্মৃতিচারণ
ফাল্গুন: পৃ ১১।

'ই'-মেল পরিষেবা
ভাদ্র: পৃ ১০।

ইন্টারনেট
শ্রাবণ: পৃ ৩।

উচ্চতর শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার — ব্যবহারকারী পরিষেবা
আষাঢ়: পৃ ৬।

উচ্চতর শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারিক
ভাদ্র: পৃ ১।

গ্রন্থমেলা — পশ্চিমবঙ্গ
চৈত্র: পৃ ১৩০।

গ্রন্থাগার আন্দোলন
চৈত্র: পৃ ৪।

গ্রন্থাগার আন্দোলন — পশ্চিমবঙ্গ
চৈত্র: পৃ ৭০, ৯২।

গ্রন্থাগার আন্দোলন — বঙ্গদেশ
আশ্বিন: পৃ ৩।

গ্রন্থাগার আন্দোলন — ভারতবর্ষ
চৈত্র: পৃ ৪১।

গ্রন্থাগার পত্রিকা
কার্তিক: পৃ ১।
চৈত্র: পৃ ১, ৩, ৫।

গ্রন্থাগার পরিষেবা
চৈত্র: পৃ ৬১।

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান — স্বনির্ভর প্রকল্প
কার্তিক: পৃ ৩।

গ্রন্থাগার ও বন্যা
পৌষ: পৃ ১।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান — পঞ্চসূত্র
আষাঢ়: পৃ ৩।
চৈত্র: পৃ ৯৬।

গ্রন্থাগারিক — স্মৃতিচারণ
অগ্রহায়ণ: পৃ ১৪।

টৌল গ্রন্থাগার — সূচী — মধ্যযুগ
মাঘ: পৃ ৩।

তথ্য প্রযুক্তি
পৌষ: পৃ ৩।
জ্যৈষ্ঠ: পৃ ৩।

তথ্য প্রযুক্তি নীতি ও আইন — ভারতবর্ষ
অগ্রহায়ণ: পৃ ৩।

তন্ত্র যুক্তি
চৈত্র: পৃ ৮৮।

দূরদর্শন সম্প্রচার
অগ্রহায়ণ: পৃ ১।

পলিটেকনিক কলেজ গ্রন্থাগার — পশ্চিমবঙ্গ
পৌষ: পৃ ৭।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন — ৪৫ তম
মাঘ: পৃ ১৭।
ফাল্গুন: পৃ ৩৪।

বাংলা গ্রন্থ নির্বাচন
মাঘ: পৃ ১।

বাস্তবধর্মী সূচী
চৈত্র: পৃ ১১৫।

বি এস কেশবন
ভাদ্র: পৃ ৩।

বিপিনচন্দ্র পাল
মাঘ: পৃ ৮।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার — কর্মসংস্কৃতি
আশ্বিন: পৃ ১।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার — ব্যবহারকারী পরিষেবা
কার্তিক: পৃ ৫।

বিষয় শিরোনাম তালিকা — বাংলা ভাষা
চৈত্র; পৃ ১২১।

ভূমিকম্প — গুজরাট
ফাল্গুন; পৃ ১।

ভূমিকা সাহিত্য — পল্লী
বৈশাখ; পৃ ৭।
জ্যৈষ্ঠ; পৃ ৫।

মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ — উনবিংশ শতাব্দী
চৈত্র; পৃ ৬৭।

সয়াজীরাও গায়কোয়াড় তৃতীয় ও গ্রন্থাগার আন্দোলন
ভাদ্র; পৃ ৫।

সাধারণ গ্রন্থাগার — পরিষেবা
শ্রাবণ; পৃ ১।

সাধারণ গ্রন্থাগার - পশ্চিমবঙ্গ ও স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার
বৈশাখ; পৃ ১৭।

সাধারণ গ্রন্থাগার-স্থানিক ইতিহাস সংগ্রহ
মাঘ; পৃ ১৬।
ফাল্গুন; পৃ ৩।

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় — স্মৃতিচারণ
শ্রাবণ; পৃ ১৩।

সূচীকরণ — ট্রেসিং
বৈশাখ; পৃ ২।

সূচীকরণ — বাংলা গ্রন্থ
চৈত্র; পৃ ১০৩।

বিভাগীয় সূচী

আলোচনা চক্র

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে "বাংলা গ্রন্থ সূচীকরণ সমস্যা ও সমাধান" বিষয়ে কর্মশালা / প্রশিক্ষণ। পৌষ; পৃ ১২।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার অধিকারের যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগার পরিচালনা ও উন্নয়ন বিষয়ক নিরমাবলী ও স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের ভূমিকা সংক্রান্ত আলোচনাচক্র। বৈশাখ; পৃ ১৯।

গ্রন্থ সমালোচনা
অগ্রহায়ণ; পৃ ১৭।

গ্রন্থাগার দিবস
উত্তর দিনাজপুর জেলা। ফাল্গুন; পৃ ২৭।
কেন্দ্রীয় সভা। ফাল্গুন; পৃ ২৬।

গ্রন্থাগার ঃ বার্ষিক নির্ঘণ্ট ১৪০৫
আষাঢ়; পৃ i - vi

গ্রন্থাগার সংবাদ
(দি) ইয়ং মেনস্ এসোসিয়েশন ঃ বৈদ্যবাটী। আশ্বিন; পৃ ১৫।
উত্তর ২৪ পরগণা সঙ্ঘমম্ পাঠাগার। ফাল্গুন; পৃ ৩০।
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আলোচনাচক্র। ভাদ্র; পৃ ১২।
জেলা গ্রন্থাগার : বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর। মাঘ; পৃ ১২।
ধ্রুব সংহতির সুবর্ণ জয়ন্তী। কার্তিক; পৃ ১৮।
নদীয়া জেলার বন্যা ক্ষতিগ্রস্থ গ্রন্থাগার। ফাল্গুন; পৃ ৩০।
পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ঃ বর্ধমান জেলা। পৌষ; পৃ ১১।
পল্লীশ্রী পাঠাগার ঃ শ্রীরামপুর, হাওড়া। কার্তিক; পৃ ১৮।
প্রগতি সংঘ পাবলিক লাইব্রেরীর নবনির্মিত দ্বিতলভবন, শিশু গ্রন্থাগার বিভাগ ও রামময় শিশু উদ্যানের উদ্বোধন। ভাদ্র; পৃ ১৩।
বাগিলা বঙ্কিম পাঠাগার ঃ বর্ধমান। ফাল্গুন; পৃ ৩০।
বাণী ইনস্টিট্যুট ঃ এন্টালি। জ্যৈষ্ঠ; পৃ ১৫।
ময়নাপুর বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগার ঃ বাঁকুড়া। পৌষ; পৃ ১৩।
মালদহ জেলার বীরনগর উদয়ন ক্লাব এন্ড লাইব্রেরীর শুভ উদ্বোধন। অগ্রহায়ণ; পৃ ১৮।
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ ঃ পুনর্মিলন ২০০০ ও আলোচনা সভা। ফাল্গুন; পৃ ২৫।

শ্রীধরপুর ডাঃ ক্ষুদিরাম স্মৃতি পাঠমন্দির। পৌষ; পৃ ১১।

গ্রন্থাগারিক দিবস

গ্রন্থাগারিক দিবস পালন : বর্দ্ধমান জেলা। আশ্বিন; পৃ ১৯।

চিঠিপত্র

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। বৈশাখ; পৃ ৬।

বিমলকান্তি সেন। জ্যৈষ্ঠ; পৃ ১৮।

চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়। ফাল্গুন; পৃ ২৯।

গীতা চট্টোপাধ্যায়। ফাল্গুন; পৃ ৩৩।

শক্তিময় ঘোষ। চৈত্র; পৃ ১৩৩।

অলোক প্রামাণিক। চৈত্র; পৃ ১৩৪।

পরিষদ সংবাদ

অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর 'রঙ্গনাথন-কাউলা পুরস্কার ১৯৯৬' গ্রহণ। কার্তিক; পৃ ১৯।

প্রয়াত সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় স্মরণে। জ্যৈষ্ঠ; পৃ ১৭।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : ১৯৯৯ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সের ফল। আষাঢ়; পৃ ১১।

— : দার্জিলিং জেলা শাখার ২১তম সম্মেলন। ফাল্গুন; পৃ ২১।

— : নদীয়া জেলা শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন। আশ্বিন; পৃ ১৮।

— : হুগলী জেলা শাখা আলোচনা চক্র। জ্যৈষ্ঠ; পৃ ৪।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন। আশ্বিন; পৃ ২০।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সের সমাবর্তন উৎসব। শ্রাবণ; পৃ ১৬।

বি এস কেশবন স্মরণ সভা। জ্যৈষ্ঠ; পৃ ১৬।

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ও চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়ের স্মরণসভা। ফাল্গুন; পৃ ২৮।

শোক সংবাদ

বি এস কেশবন : বৈশাখ; পৃ ৬।

অচিন্ত্য মল্লিক : বৈশাখ; পৃ ৬।

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় : বৈশাখ; পৃ ৬।

নকুলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ভাদ্র; পৃ ৪।

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় : মাঘ; পৃ ১৫।

সরকারি আদেশনামা

Govt. of West Bengal, Higher Education Dept. Order No. $\frac{89 - Edn (CS)}{8R - 1/99}$ Recruitment qualifications for Non-Govt. College Librarians চৈত্র; পৃ ১৩৫।

Mass Education Dept. Govt. of West Bengal. Memorandum of accumulation & encashment of Earned Leave for employees in Govt. Sponsored Public (other than Govt.) Libraries/Aided Libraies. ফাল্গুন; পৃ ২০।

স্মারকলিপি

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে সাধারণের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সম্পর্কে গ্রন্থাগার মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি। ফাল্গুন; পৃ ৩২।

English Abstracts

জ্যৈষ্ঠ; পৃ ১৯।

আষাঢ় ; পৃ ১৩-১৪।

ভাদ্র ; পৃ ১৪-১৫।

কার্তিক; পৃ ২০।

অগ্রহায়ণ; পৃ ১৯-২০।

পৌষ; পৃ ১৪-১৫।

চৈত্র; পৃ ১৩৬-১৩৭।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার; ১৯৮৯
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা

- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা।

- **ড: আদিত্য ওহদেদার**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ; ২য় সং.। ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।

- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ:
  ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  ১৯০০-১৯১৪। ১৯৯০
  মূল্য : ৩৫.০০ টাকা

- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী:
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial. 1st Indian reprint 1991. Rs. 10.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology, 1993.
  Rs. 125.00/-

- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs. 200.00/-

- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume :
  1998, Rs. 200.00

- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00/-

- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules. 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00/-

প্রাপ্তিস্থান ঃ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫৪

কোলকাতা - ৭০০ ০১৪। দূরভাষ : ২৪৪-৬৮৬৬

সময় ঃ বেলা ২-৮ টা।

সদস্যদের : ২৫ ছাড়

Annual Subscription : Rs. 120.00
Single Issue : Rs. 10.00

Registration No : Tech/WB/RNP - 335/2001
Licence No. : Tech/WB/RNP- 335/LPWP-54/2001
Licensed to post without prepayment.
Regd. No. R. N. 2574/57

GRANTHAGAR

GRANTHAGAR

Volume 51, No. 4 Granthagar July-August, 2001

CONTENTS

	Page
Information Service in Public Library (Editorial)	73
Sudipranjan Hatua & Samirkumar Jalal Role and duty of librarians in the 21st Century	75
Sukhendu Dey Local history and information sources collection and services in public library	78
Sasanka Dasgupta Local history and information sources collection and service in Bachamari Rural Library (Kavi Bharati Bhawa Sadharan Pathagar)	81
Library News	83
A Retired Librarian Bye the by	84
Inaugural function of the 45th Bengal Library Conferer – a report	87
Book Review	89
Government Orders	91
English Abstracts	96
Granthagar : an annual index; 2000-2001	i-viii

Ranjan Kumar Das.
Calcutta University Central
Library, Calcutta-73.
147.

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 244-6866. Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Calcutta - 700 014.
Editor : **Ramkrishna Saha** *Associate Editor* : **Nirmalya Ray**